BANGLA POST Year: 23 ◆ Issue: 1080 ◆ Friday 27 March - Thursday 02 April 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

গর্জনকারী ধোঁয়া

--১৫ পৃষ্ঠায়

সাবানার রোষানলে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা

● বাড়ছে সব ধরনের ভিসা ও নাগরিকত্ব আবেদন ফি ● বাতিল হচ্ছে এসাইলাম ট্রাইব্যুনালে আপিলের সুযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারী সাবানা মাহমুদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ব্রিটেনে ইমিগ্রেশন নীতিতে একের পর এক পরিবর্তন নিয়ে আসছেন। এনিয়ে সরকার নানাভাবে রয়েছে চাপের মুখে। তারপরও একের পর এক আইন পরিবর্তন করে নিয়মিত আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যেই থাকছেন তিনি। তার কতিপয় সিদ্ধান্ত কখনো সরকারের পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষে যাচ্ছে। তবে হোম সেক্রেটারী তার নীতিতে অটল থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে ঘরে বাহিরে চলছে বিতর্ক।

অভিবাসীদের নিয়ে নতুন করে আইন করার পর এবার বিশ্বব্যাপী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য নতুন করে ব্যয়ের চাপ তৈরি করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। দেশটির সরকার সব ধরনের ভিসা ও নাগরিকত্ব আবেদন ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আগামী ৮ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন কাঠামো অনুযায়ী অধিকাংশ ফি ৬ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইউকে হোম অফিস-এর ঘোষণায় বলা হয়েছে, স্বল্পমেয়াদি ভিজিট ভিসা থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি বসবাস, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রায় সব ক্ষেত্রেই খরচ বাড়ছে। নতুন হার অনুযায়ী, ৬ মাস মেয়াদি স্ট্যান্ডার্ড ভিজিট ভিসার ফি ১৩৫ পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ বছর মেয়াদি ভিসা ৫০৬ পাউন্ড, ৫ বছর মেয়াদি ৯০৩ পাউন্ড এবং ১০ বছর মেয়াদি ভিসা ১,১২৮ পাউন্ড করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও বাড়ছে ব্যয়। স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন ফি ৫৫৮ পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগের তুলনায় ৩৪ পাউন্ড বেশি। একই সঙ্গে একাডেমিক কাজের জন্য ৬ থেকে ১২ মাসের ভিজিট ভিসা ২৩৪ পাউন্ডে উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি চিকিৎসা ভিসার ক্ষেত্রেও একই হারে বৃদ্ধি এসেছে।

দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন ফি কাঠামো প্রযোজ্য হবে। বিদেশ থেকে কর্মী আনতে স্পন্সরশিপ ভিসার ফি ৩ বছর পর্যন্ত কাজের জন্য ৫০ পাউন্ড এবং এর বেশি মেয়াদের জন্য ৯৯ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের কর্মীদের জন্য এ বৃদ্ধি কিছুটা কম রাখা হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যয় বেড়েছে। সিজনাল ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রেও আবেদন ফি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের ভেতরে থাকা দক্ষ কর্মীদের স্পন্সরশিপ আবেদনেও ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩ বছর পর্যন্ত কাজের জন্য ৫৮ পাউন্ড এবং ৩ বছরের বেশি হলে ১১৪ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ভিজিট ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদনেও অতিরিক্ত ৭২ পাউন্ড গুনতে হবে।

ট্রানজিট ভিসায় বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে আড়াই পাউন্ড এবং স্থল সীমান্তে সাড়ে ৪ পাউন্ড পর্যন্ত ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন (ইটিএ) ফিও বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আবেদনকারীরা সবচেয়ে বেশি চাপে পড়বেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও নিম্ন আয়ের কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য যুক্তরাজ্যে যাওয়া আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে।

তবে শিশুদের ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে নিবন্ধনের আবেদন ফি কমানো হয়েছে, যা কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, সার্বিকভাবে এই সিদ্ধান্ত অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন ও ব্যয়বহুল করে তুলবে।

এদিকে এসাইলাম আবেদনকারীদের জন্য আবারো কঠোর বার্তা দিলেন দেশটির স্বরাষ্ট্র সচিব শাবানা মাহমুদ। ব্রিটেনে থাকার জন্য এসাইলাম আবেদনকারীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে এমন প্রার্থীকে ট্রাইব্যুনালে আপিলের সুযোগ দেয়া হতো। ইমিগ্রেশন বিচারকের বিচারের প্রেক্ষিতে ভাগ্য নির্ধারণ হতো এসাইলাম আবেদনকারীদের। এমন আইন বহুকাল থেকে চলে আসলেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আবেদনকারীরা। সম্প্রতি হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ ঘোষণা করেছেন এখন থেকে হোম অফিস থেকে যেসব আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন বাতিল হবে, তাদের আপিল করার আগেই দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। --১৬ পৃষ্ঠায়

হাদি হত্যার দায় অস্বীকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার আসামিদের ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। গত মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'হাদি হত্যার আসামিকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যথাযথ সাজা দেওয়াটা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।'

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্সের --১৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

পোস্ট ডেস্ক : পরাজয়কে চুক্তি বলবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে এভাবেই পাল্টা জবাব দিয়েছে ইরান। কারণ, যুদ্ধের এই সময়ে ইরান মোটেও পিছু হটছে না। তাদের যে মনোবল তাতে তারা যুদ্ধকে আরও দীর্ঘায়িত করার সামর্থ্য রাখে। এমনটাই প্রমাণ দিয়েছে। এ সময়ে ডনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে ১৫টি দফা নিয়ে আলোচনা চলছে। একে ইংরেজিতে তিনি এগ্রিমেন্ট বা চুক্তি বলে অভিহিত করেন। এর জবাবে ইরান যা বলার চেষ্টা করছে, তা হলো এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন ডনাল্ড ট্রাম্প ও তার মিত্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফলে তারা ট্রাম্পের ওই চুক্তির বয়ানকে পরাজয় হিসেবে অভিহিত করেছে। বলেছে, (আপনার) পরাজয়কে চুক্তি বলবেন না। ট্রাম্প দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের

মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের 'সম্পূর্ণ সমাধান' নিয়ে দুইদিনের 'খুবই ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা' হয়েছে। এ ঘটনার ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তেহরানের সামরিক কমান্ড পাল্টা ওই কড়া বার্তা দিয়েছে। এই বক্তব্য যুদ্ধ নিয়ে যেকোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়েছে। এমন অবস্থায় ইরানের সঙ্গে এক মাসের যুদ্ধবিরতি চায় যুক্তরাষ্ট্র। এ জন্য তারা ১৫ দফা প্রস্তাব পাঠিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের মাধ্যমে। তুরস্কও মধ্যস্থতার কথা জানিয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এর মধ্যদিয়ে এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন ট্রাম্প। ইরানের মুখপাত্রদের বক্তব্যও তাই বলে।

আল জাজিরা জানিয়েছে, ইরানের এক সামরিক মুখপাত্র ট্রাম্পের আলোচনার দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আপনার পরাজয়কে চুক্তি বলবেন না। আপনি আমাদের হাতের শক্তি না বুঝলে এই অঞ্চলে আপনার বিনিয়োগও থাকবে না, তেল ও জ্বালানির আগের দামও আর ফিরে আসবে না। স্থিতিশীলতা আসে শক্তির মাধ্যমে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি- আমরা চাইলে কোনো পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। আমাদের প্রথম ও শেষ কথা শুরু থেকেই এটাই- আমাদের মতো কেউ আপনার মতো কারও সঙ্গে আপস করবে না, এখন না, ভবিষ্যতেও না।' তিনি আরও প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি নিজেদের জটিলতায় এতটাই জড়িয়ে --১৬ পৃষ্ঠায়

অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সদ্য নিয়োগ পাওয়া দেশের ১৮তম অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বুধবার (২৫ মার্চ) বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে অ্যাটর্নি জেনারেল তার নিজ কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কিছু প্রয়োজনীয় নথিতে স্বাক্ষর করেন।

এর আগে সুপ্রিম --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে তেলের জন্য হুমড়ী খেয়ে পড়ছেন মোটর মালিক ও চালকগণ। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে কাঙ্খিত তেল না পেয়ে বিফল মনোরথ নিয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেককে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দেশে তেলের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফিলিং স্টেশনগুলোয় চরম ভোগান্তি তৈরি হয়েছে। কোথাও তেল সরবরাহ বন্ধ, কোথাও সীমিত বিক্রি, আবার বন্ধ পাম্পের সামনেও গাড়ি নিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে যানবাহন চালকদের। অন্যদিকে সরকারপক্ষ --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশকে এগিয়ে নিতে হবে : তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য সামনে রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'পিএমও বাংলাদেশ-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়' ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণসহ প্রবাসে বসবাসরত সব বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ২৬ মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির শ্রেষ্ঠ সূর্যসন্তানদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি --১৬ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমনের জীবন, কর্ম ও সাহসী সাংবাদিকতার স্মৃতিচারণে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ‘শেষান্ত’ স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি : লন্ডনে এক আবেগঘন পরিবেশে অকালপ্রয়াত সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমনের জীবন, কর্ম ও সাহসী সাংবাদিকতার স্মৃতিচারণে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ‘শেষান্ত’-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি নুরুল হক শিপু সম্পাদিত এই গ্রন্থটি সোমবার (২৩ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়।

ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাউন্সিলের সভাপতি ড. মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন এমবিই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার ছুলুক আহমেদ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ এমপি আয়ুব খান।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হুসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাবুল মিয়া এবং রানার টিভি ইউকের ফাউন্ডার আ স ম মাসুম।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি নবাব উদ্দিন ও মোহাম্মদ জুবায়ের, বর্তমান সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক আহমদ, সিনিয়র সাংবাদিক রহমত আলী, মুস্তাক আলী বাবুল, বুলবুল হাসান, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আহাদ চৌধুরী বাবু, সাবেক সহসভাপতি ও এটিএন বাংলা ইউকের হেড অব নিউজ সাইম চৌধুরী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমদ, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক আফজাল হোসেন, জয়েন্ট ট্রেজারার মো. এখলাছুর রহমান পাককু, অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান খান শাহিন, মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ, যমুনা টেলিভিশনের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি হেফাজুল করিম রকিব, সাংবাদিক রুমানা রাখি, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য, মো. সরওয়ার হোসেন, সাহিদুর রহমান সুহেল, লোকমান আহমদ, এনামুল হক চৌধুরী, সপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদক হাসনাত চৌধুরী, বড়লেখা ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু রহমান প্রমুখ।

বক্তারা প্রয়াত সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমনের কর্মজীবন, সাহসিকতা এবং সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর অগাধ নিষ্ঠার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ‘শেষান্ত’ স্মারকগ্রন্থটি কায়সারুল ইসলাম সুমনের পরিবারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। পরিবারের পক্ষে বইটি গ্রহণ করেন তাঁর বড় ভাই শাহীন।

স্মরকগ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা নুরুল হক শিপু বলেন, আমার সাংবাদিকতার দিকপাল উজ্জ্বল মেহেদী ও আ স ম মাসুম পাশে না থাকলে এতো দ্রুত বইটির কার্যক্রম সম্পন্ন সম্ভব হতো না। এছাড়া প্রকাশনায় পাশে থাকার জন্য ব্যবসায়ী সিআইপি কয়ছর আহমদ ও সাবুল মিয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করতেই হয়।

আপাসেন-এর জুডিশিয়াল রিভিউ (বিচারিক পুনর্বিবেচনা) আবেদন খারিজ

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল ২০২৫ সালের ১৮ জুন তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেয়, অন্তর্বর্তীকালীন হোম কেয়ার সেবার চুক্তিগুলো বিদ্যমান কিছু সরবরাহকারীকে দেওয়া হবে, কিন্তু আপসেন-কে দেওয়া হবে না।

এর কারণ ছিল ইন্টারনাল গভর্নেন্স (অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা) ও ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলস্ (আর্থিক নিয়ন্ত্রণ) সংক্রান্ত কিছু উদ্বেগ, যা কাউন্সিলের পক্ষে স্বাধীন হিসাবরক্ষকদের (ইনডিপেনডেন্ট একাউন্টেন্টস) দ্বারা পরিচালিত তদন্তে উঠে এসেছিলো।

এর প্রতিক্রিয়ায়, অপাসেন কাউন্সিলের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক আইনি প্রক্রিয়া (টু সেটস্ অব লিগ্যাল প্রসিডিংস্) শুরু করে, যার মাধ্যমে ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। জুডিশিয়াল রিভিউ আবেদনে, অপাসেন হাইকোর্টের কাছে এই মর্মে ঘোষণা চায় যে, কাউন্সিল বেআইনিভাবে কাজ করেছে এবং কাউন্সিলকে অপাসেন-এর সাথে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি করতে ও অপাসেন-এর কাছে রেফারেল প্রেরণের নির্দেশ দিতে।

হাইকোর্ট এখন অপাসেন-কে জুডিশিয়াল রিভিউয়ের আবেদনটি এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য কারণের পাশাপাশি, হাইকোর্ট এই মর্মে নির্ধারণ করেছে যে, এই মামলায় অপাসেনের অবস্থানটি যুক্তিযুক্তভাবেও সঠিক ছিল না। বিশেষ করে, আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে যে-কাউন্সিল যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করেছে এবং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথাযথ কারণ প্রদান করেছে।

যদিও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন (লেজিসলেশন অন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট) ভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে অপাসেন-এর অপর দাবিটি এখনও বিদ্যমান আছে, জুডিশিয়াল রিভিউ মামলার বিচারক মত প্রকাশ করেছেন যে, কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আত্মপক্ষসমর্থন উক্ত আইনের অভিযোগকৃত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রদান করে।

কাউন্সিল আশা করে যে, এই মামলার এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। কাউন্সিল আদালতের রায়কে স্বাগত জানায় এবং এই বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সুদৃঢ়, আইনসম্মত এবং বাসিন্দাদের স্বার্থে ছিল।

চিকস্যান্ড এস্টেটে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তা জোরদার

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে কাউন্সিলের ৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি বিশাল প্রকল্পের অংশ হিসেবে চিকস্যান্ড এস্টেটে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং কেবিনেট মেম্বার ফর সেইফার কমিউনিটিজ কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী সোমবার ভ্যালেন্স গার্ডেনের বিপরীতে লোমাস স্ট্রিটের কোণে স্থাপিত এই নতুন ক্যামেরা পরিদর্শন করেছেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

চিকস্যান্ড এস্টেটে এ ধরনের অত্যাধুনিক ক্যামেরা এটিই প্রথম। আগামী মাসে হিউজ ম্যানশনে আরও দুটি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই নতুন ক্যামেরাগুলো কাউন্সিলের ২৪ ঘন্টা সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের (কন্ট্রোল রুম) সাথে সংযুক্ত থাকবে।

ব্যাক্ত করে বলেন, “আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা আপগ্রেডে বিনিয়োগ করছি কারণ প্রতিটি বাসিন্দা তাদের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করার অধিকার রাখে এবং আমরা জানি এটি অনেক বাসিন্দার উদ্বেগের বিষয়। আমাদের অত্যাধুনিক সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আপগ্রেড করে, আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস-কে বাসিন্দাদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

এই প্রকল্পের আওতায় শুধু সিসিটিভিই নয়, পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসারের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ করা এবং কুকুর টহল পরিষেবা চালু করার মতো উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। নিরাপদ কমিউনিটি বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, “কমিউনিটি নিরাপত্তায় ৮০ লাখ পাউন্ডের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এই প্রায় ৪০ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য কাউন্সিলের নেওয়া অনেকগুলি

এই প্রকল্পের আওতায় চলতি মাসের শেষ নাগাদ বারার দশটি এস্টেটে মোট ১২২টি নতুন ক্যামেরা বসানো হবে। এর ফলে বাসিন্দারা অত্যাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য নজরদারির আওতায় আসবেন। এরপর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও ১৬ টি এস্টেটে অতিরিক্ত ২৬২টি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে শুধুমাত্র এই ক্যামেরার মাধ্যমে ৩১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে, যা এই উদ্যোগের সাফল্যের প্রমাণ দেয়।

মেয়র লুৎফুর রহমান স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রতি কাউন্সিলের অঙ্গীকার পদক্ষেপের মধ্যে একটি। টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসারের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ করা, একটি কুকর টহল পরিষেবা তৈরি করা এবং আমাদের অত্যাধুনিক সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আপগ্রেড করার পাশাপাশি, আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস-কে আমাদের বাসিন্দাদের জন্য উন্নতিলাভের একটি নিরাপদ স্থান করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

এই নতুন ক্যামেরাগুলো অপরাধ ও অসামাজিক আচরণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং চিকস্যান্ড এস্টেট-সহ গোটা এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে আশা করছে কাউন্সিল।

পপলার স্টোরে ইঁদুরের উপদ্রবের কারণে আইসল্যান্ডকে ৩ লাখ পাউন্ড জরিমানা

ইঁদুরের উপদ্রবের কারনে সুপারমার্কেট চেইন আইসল্যান্ডকে ৩ লাখ পাউন্ড জরিমানা করেছে টেমস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট।

টাওয়ার হ্যামলেটসের পপলার এলাকায় অবস্থিত আইসল্যান্ড-এর একটি স্টোরে খাবারের প্যাকেটে ইঁদুরে কামড়ানো এবং ইঁদুরের বিষ্ঠা পাওয়া যাওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের ভিত্তিতে আদালত এ বিপুল অর্থ জরিমানা করে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের রেগুলেটরি সার্ভিসেসের এনভায়রনমেন্ট হেলথ অফিসাররা ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি পপলারের ভেসি পাথ (ই১৪) -এ অবস্থিত স্টোরটি পরিদর্শন করেন। এক গ্রাহকের অভিযোগ ছিল ক্রিস্পের প্যাকেটে ইঁদুরের কামড়ের দাগ দেখা গেছে। তদন্তে অফিসাররা দোকানের ভিতরে একটি জীবিত ইঁদুর দৌড়াতে দেখেন এবং স্পষ্ট উপদ্রবের প্রমাণ পান। ফলে স্টোরটিকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ

করে দিতে হাইজিন ইমার্জেন্সি প্রোহিবিশন নোটিস জারি করা হয়।

ইংল্যান্ডের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি বিধিমালা ২০১৩ এর আইন লঙ্ঘনের কারনে চারটি অভিযোগে কাউন্সিলের লিগ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরে ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি তিনটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করে। যার মধ্যে ছিল, স্টোর পরিষ্কার ও ভালো অবস্থায় রাখাতে ব্যর্থতা, ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা, এবং খাদ্য নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে অবহেলা।

১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে থেমস ম্যাজিস্ট্রেটস’ কোর্টে ডিস্ট্রিক্ট জাজ বাট্টার কোম্পানিটিকে ৩ লাখ পাউন্ড জরিমানার পাশাপাশি ২ হাজার পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ এবং ৫ হাজার ৯ শত ৯৭ পাউন্ড মামলার খরচ পরিশোধের নির্দেশ দেন। এই অর্থ আগামী ১৭ এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

এদিকে, ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পেস্ট-প্রুফিংয়ের পর স্টোরটি ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এ পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। পরবর্তী ফলো-আপ পরিদর্শনে, ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে, দোকানটি ফুড হাইজিন রেটিং ফাইভ স্টার অর্জন করে।

UK Government

ADVERTORIAL IN PARTNERSHIP WITH THE UK GOVERNMENT

THE CARE CAREER CONNECTION

HOW JOBCENTRE PLUS IS HELPING BUSINESSES TACKLE RECRUITMENT CHALLENGES AND TRANSFORM LIVES

Safwan Hanash
Head of Partnerships, Embark Learning

When Alex O'Neil founded Embark Learning Care Academy, his mission was clear: connect people seeking meaningful work with a care sector urgently in need of skilled, compassionate staff.

But as demand grew, so did the challenge. Safwan Hanash, Head of Partnerships, who also leads recruitment for the organisation, said:

"As we scaled, sourcing consistent, work-ready candidates became increasingly difficult. We were spending huge amounts of time advertising roles, reviewing applications, and inviting people to interviews who didn't attend or weren't suitable. Meanwhile, over 250 care employers across the West Midlands were relying on us to supply trained, reliable staff."

The ambition was there. The workforce demand was there. What was missing was a streamlined recruitment pipeline.

That's when Embark turned to Jobcentre Plus, part of the Department for Work and Pensions (DWP).

A different experience than expected

Like many recruiting employers, Safwan admits he initially had assumptions about government-led support.

"I thought it would be very process-driven, rigid, and difficult to navigate," he says. "But the reality was completely different."

From the first conversation, Jobcentre Plus Employer Advisers focused on understanding Embark's specific needs. They explored the skills required, the attitudes valued, and the progression opportunities available.

Rather than simply sending CVs, they referred pre-profiled candidates aligned to Embark's requirements, saving time and improving suitability.

Recruitment events were organised locally, job fairs were coordinated, and tailored support offered at no cost to the business.

"The communication was open and transparent," Safwan explains. "They genuinely wanted to collaborate and help us meet our workforce goals."

Delivering measurable results

The impact has been significant.

To date, Embark Learning, in partnership with Fairway Healthcare and associated care employers, has recruited more than 2,000 people into paid employment through its employability programmes, supported by Jobcentre Plus.

The partnership has not only improved hiring outcomes but strengthened long-term workforce development.

Through collaboration with Jobcentre Plus, Embark has delivered structured employability programmes, helping candidates gain sector-specific training and recognised qualifications, including Level 2 and Level 3 certifications. This creates clear career pathways rather than short-term placements.

"We're not just filling vacancies," Safwan says. "We're building sustainable careers."

Opening doors for young people

A key focus of the partnership has been supporting young people aged 18–30 who are not in education, employment or training.

Working alongside Jobcentre Plus and in partnership with The King's Trust, Embark delivers tailored employability programmes designed to remove traditional barriers and provide entry into health and social care work.

"We train them, build their confidence, and give them realworld experience," Safwan explains. "Many just need the right opportunity and someone to believe in them."

In the past three years, more than 300 young people have progressed into employment through this route.

Additionally, under the Youth Guarantee, the government is bringing together new and existing support to ensure all young people aged 16 to 24 are earning and learning. It offers employers access to training, financial incentives and a pipeline of young talent to help businesses fill skills gaps and build their future workforce.

Jobcentre Plus has supported Embark to access wider and more diverse talent pools, including individuals with health conditions or disabilities. In the last two years alone, more than 100 people facing health-related barriers have moved into work through Jobcentre referrals.

For employers in the care sector — and beyond — this demonstrates how tailored recruitment support can unlock motivated, capable candidates who might otherwise be overlooked.

Saving time, reducing costs, strengthening communities

For Safwan, the operational benefits are clear.

"Jobcentre Plus saves businesses enormous amounts of time and resource," he says. "Instead of advertising repeatedly and interviewing unsuitable applicants, we receive candidates who are ready and motivated."

Employer Advisers can facilitate recruitment events, coordinate candidate shortlisting, and provide ongoing support — creating a more efficient and cost-effective hiring process.

Beyond efficiency, the partnership has strengthened Embark's connection to its local community.

"As a community-focused organisation, it matters to work with partners who understand the people we serve," Safwan says. "This partnership has helped us reflect our community in our workforce and create real social impact."

The relationship has grown into a two-way collaboration. Safwan has contributed insights on workforce development in adult social care at senior-level discussions, reinforcing the shared goal of reducing unemployment while strengthening essential public services.

A message to businesses who feel government support isn't for them

For employers who may feel hesitant about engaging with government services, Safwan is clear:

"There's a perception that support like this isn't designed for businesses like ours, or that it will be complicated. That simply hasn't been our experience," he says. "It's practical, responsive, and built around what employers actually need."

His advice? "Take the first step. Make the call. Start the conversation. The support is there to help you grow."

Backing businesses to build the workforce of tomorrow

Jobcentre Plus offers employers tailored recruitment support, including help to recruit young people, access to wider and more diverse talent pools, opportunities to create apprenticeships or training opportunities, and the chance to strengthen long-term workforce pipelines. The Youth Guarantee can also offer employers access to training, financial incentives and a pipeline of young talent to help you fill skills gaps and build your future workforce.

For Embark Learning Care Academy, Jobcentre Plus support has translated into thousands of people moving into work, hundreds of young lives redirected towards sustainable careers, and a stronger care workforce across the West Midlands.

Behind every placement is a person gaining confidence, stability and purpose — and a business gaining the talent it needs to thrive.

Get tailored recruitment support

Employers can contact the Employer Services Line to receive tailored recruitment support, including specialist support to recruit young people.
Call 0800 169 0178 or complete the online enquiry form at: www.business.gov.uk/recruit

Take the first step towards building your workforce with Jobcentre Plus today.

**Eligibility criteria apply.*

TO FIND OUT WHAT JOBCENTRE PLUS CAN OFFER, VISIT BUSINESS.GOV.UK/RECRUIT

jobcentreplus

টাওয়ার হ্যামলেটসে উচ্চ ও পেশাদার শিক্ষা সহায়তায় নতুন গ্র্যান্ট উদ্বোধন

২ লাখ ৫০,০০০ পাউন্ড অনুদান দেবে ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপ

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণে সহায়তা দিতে চালু করা হলো টাওয়ার হ্যামলেটস এন্ড ক্যানারি ওয়ার্ফ ফারদার এডুকেশন ট্রাস্ট (টি এইচ সি ডব্লিউ এফ টি)-এর অনুদান কর্মসূচি।

১৪ মার্চ, শুক্রবার বিকেলে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে মেয়রের অফিসে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর প্রি-লঞ্চ অনুষ্ঠানে এই তহবিল পুনরায় চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এই যৌথ উদ্যোগ পরিচালনা করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপ।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ট্রাস্ট তহবিলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪,৫০০ - এরও বেশি বাসিন্দা উচ্চশিক্ষা, পেশাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

এবারের পুনরায় চালু করা কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৫০,০০০ পাউন্ড অনুদান প্রদান করা হবে, যা শিক্ষাজীবন এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মুখে থাকা বাসিন্দাদের সহায়তা করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "শিক্ষা মানুষের জীবনে নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দেয়। এই তহবিলের মাধ্যমে আমরা আমাদের বাসিন্দাদের শিক্ষার পথে আর্থিক বাঁধা কমাতে কাজ করছি, যাতে তারা নতুন দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এই তহবিল ইতোমধ্যে হাজারো বাসিন্দার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।"

ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা বিষয়ক লীড মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "এই গ্র্যান্ট প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা। যারা আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে না, তাদের জন্য এটি এক বড় সহায়তা। আমরা চাই বাসিন্দারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করুক এবং আমাদের বারা-তে আরও সুযোগ তৈরি হোক।"

ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী শোবি খান বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস এন্ড ক্যানারি ওয়ার্ফ ফারদার এডুকেশন ট্রাস্ট ১৯৯০ সাল থেকে বাসিন্দাদের সহায়তা করে আসছে। আমরা গর্বিত যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সঙ্গে এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখছি, যা শিক্ষার সুযোগ এবং পেশাগত প্রশিক্ষণে সহায়তা করে বাসিন্দাদের জীবন ও ক্যারিয়ার বদলাতে সাহায্য করবে।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের সেই সকল বাসিন্দা, যারা কমপক্ষে তিন বছর এই বারাতে বসবাস করছেন, জিসিএসই বা এ লেভেল শেষ করেছেন এবং আর্থিক যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেছেন, তারা এই আর্থিক গ্র্যান্ট বা অনুদান লাভের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

অনুদান সুবিধা পাওয়া যাবে উচ্চতর শিক্ষা, পেশাগত কোর্স ও প্রশিক্ষণ - এর জন্য, বিশেষ করে যাদের অন্য কোনো আর্থিক সহায়তা নেই।

২৩ মার্চ থেকে আবেদন শুরু হবে এবং শেষ হবে ২৬ জুন। কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। ওয়েবসাইট লিঙ্কঃ https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/school_finance_and_support/student_finance/tower_hamlets_and_canary_wharf_Further_Education_Trust.aspx

বৃটেনের কার্ডিফে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন

আতিকুল ইসলাম: ঈদ সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন।

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর মাঝে আনন্দের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর।

সৌদিআরবের সাথে মিল রেখে গত শুক্রবার (২০ মার্চ) যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় বৃটেনের কার্ডিফ শাহজালাল মস্ক এন্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে ও রিভারসাইড জালালিয়া মসজিদ এন্ড ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছে মুসলিম কমিউনিটি।

শাহজালাল মসজিদে সকাল সাড়ে ৮ টায় অনুষ্ঠিত প্রথম জামাত পরিচালনা করেন মসজিদের খতীব মাওলানা শাহ হালিম উদ্দিন নূরী, ২য় জামাতে নামাজ আদায় করান হাফিজ মাওলানা তৌহিদুল হক, জালালীয়া মসজিদে সকাল ৮ টায় প্রথম জামাত ঈমামতি করেন মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল মোক্তাদির ও ২য় জামাতে ইমামতি করেন হাফিজ জালাল উদ্দিন, কার্ডিফের প্রতিটি মসজিদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে।

জামাত শেষে আগত মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদের অনাবিল আনন্দে মেতে উঠেন।

কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের চেয়ারম্যান শাহ আতাউর রহমান মধু, সেক্রেটারি কাওসার হোসেন, ও ট্রেজারার রকিবুর রহমান,

জালালীয়া মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব লিলু মিয়া, সেক্রেটারি মুহিবুর ইসলাম মায়া, ও ট্রেজারার সুমন আলী সহ কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পরিশেষে উভয় মসজিদে দোয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি কল্যাণ কামনা ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনা করা হয়েছে।

এদিকে বৃটেনের কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের ট্রাষ্টি ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর ঈদের এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, ঈদ শান্তি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ভুলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈদ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে বলে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবাইকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ দান করুন, আসুন বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতীত মুসলমানদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করি, চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ হোক, বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত হোক; বিশ্ব হোক শান্তিময়।

গড়ে উঠুক এক মানবিক পৃথিবী।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের এই দিনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অব্যাহত শান্তি কামনার জন্য সবাইকে দোয়া করার জন্য বিনীতভাবে অনুরুধ জানিয়েছেন।

মৌলভীবাজারে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পথচারীদের মধ্যে ইফতার বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মৌলভীবাজারে পথচারীদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে 'গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'।

ব্রিটেন প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের অর্থায়নে সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার বিভিন্ন স্থানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

সিয়াম সাধনার মাস মাহে রমজানে আর্তমানবতার সেবায় বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে আবারও এগিয়ে এসেছে প্রবাসীদের সংগঠন 'গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'।

এই ধারাবাহিকতায় ১৯ মার্চ বিকেল ৫ টায় মৌলভীবাজার প্রেসক্লাব চত্বরে সংগঠনের জেলা শাখার আয়োজনে ৫' শতাধিক পথচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইফতারের প্যাকেট।

ইফতার বিতরণকালে ব্রিটেন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

তিনি তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের সাউথ ইস্ট রিজিওন এর কনভেনর হারুনুর রশিদ, সহ সকল দানশীল ব্যাক্তিত্বদের ও বাংলাদেশ টিমের সবাইকে এই আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠন এর আগামী দিনের পথচলায় সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কচুয়া আল- মনসুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট অব মৌলভীবাজার এর ট্রেজারার মোহাম্মদ মুজিব মনসুর এর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক

রুবেল আহমদের সমন্বয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে সামাজিক ব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন খান, বি আই এস অফ মৌলভীবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিবুর রহমান মুহিব, এনটিভি ইউরোপ প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ চৌধুরী সুমন, নিউপোর্ট প্রবাসী শামীম তরফদার, ইউকে প্রবাসী মুকুল চৌধুরী, আব্দুর রহমান পারভেজ, লন্ডন প্রবাসী আহমদ আলী জুবু, সামাজিক সংগঠক শামীম আহমেদ, তাজুল ইসলাম রেজওয়ানুর রহমান সুমন,ও মোহাম্মদ আকিল মনসুর, সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে, এই মহতি উদ্যোগে সহায়তাকারী সকল প্রবাসীদের সুস্থতা এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় মাওলানা ক্বারি ইকরামুজ্জামান সুমন বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, 'গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজবধি ঐক্যের বন্ধনে মানবতার কল্যাণে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। অতীতের ধারাবাহিকতায় বজায় রেখে ২০২৬ সালের এই রমজানে ইফতার প্রজেক্টের আওতায় ইতিমধ্যে সিলেট বিভাগের চারটি জেলা এবং গাজীপুরের কাপাসিয়াসহ মোট ৩০টি মাদ্রাসাও এতিমখানায় ইফতার ও দোয়া মাহফিল সফলভাবে সম্পন্ন করেছে সংগঠনটি। এছাড়া অসহায় পরিবারগুলোর মাঝে খাদ্যসামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছে।

কাডিফে গ্রেটার সিলেট সাউথ ওয়েলস রিজিওনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কাডিফ শহরের জালালিয়া মসজিদে সৌহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশে বিপুল সংখ্যক লোকের প্রানবন্ত অংশগ্রহণে কমিউনিটির পারস্পরিক ঐক্যের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সাউথ ওয়েলস রিজিওনের উদ্যোগে ১৭ই মার্চ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মুজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সদস্য সচিব রকিবুর রহমান এর পরিচালনায় ইফতার-পূর্ব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে গ্রেটার সিলেট এর সাবেক চেয়ারপার্সন আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, প্রাক্তন সেক্রেটারি শাহ শাফি, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মুহিবুর ইসলাম মায়া, সহ সভাপতি ইউসুফ খান জিমি, আলহাজ্ব আহাদ মিয়া,আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, আলমগীর আলম, ইকবাল আহমেদ, আব্দুর রুউফ তালুকদার, জিলু মিয়া, সাজেল আহমেদ ও এনামুল হোসেন সুয়েব, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ইফতার-পূর্বে মুসলিম উম্মাহর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন জালালিয়া মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা আব্দুল মোক্তাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এখনো পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। সকল এয়ারলাইনসের ফ্লাইট চালুর মাধ্যমে এটিকে পূর্ণাঙ্গতা দিতে হবে। সেই সাথে বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি বন্ধ করতে হবে বলে তিনি জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিশেষ অতিথিরা তাদের বক্তব্যে গ্রেটার সিলেট সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল নেতৃবৃন্দকে এই আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন প্রবাসীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও সোচ্চার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

এ রহমান অলি, লন্ডনঃ গত ১৭ই মার্চ ২০২৬ইং সোমবার জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের একটি হলে ইফতারের আগে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, সাধারণ সম্পাদক নাসির আহমেদ শাহীনের সঞ্চালনায় অতিথিবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বিসিএ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট নুরুল রহমান খন্দকার পাশা এমবিএ। গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান, লন্ডন বারা অব টাওয়ার হেমলেটস্ এর সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, সাবেক প্রেস ক্লাব সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, সাবেক ডেপুটি মেয়র আব্দুস শহীদ, কমিউনিটি নেতা ইছবাহ উদ্দিন, সাংবাদিক মোসলেহ উদ্দিন, হিফজুর রহমান চৌধুরী, তফাজ্জল চৌধুরী তুহিন, প্রফেসর আব্দুল হাই, জসিম উদ্দিন, সিলু মিয়া চৌধুরী, অছি মিয়া পাঠান, জিয়াউর রহমান জিয়া, আজিম উদ্দিন, ইউসুফ আল আজাদ, এস এম আতিক, ড. মাসুক আহমদ, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মোহাম্মদ শামীম আহমেদ, আব্দুল অদুদ দিপক, আব্দুল মুকিত, কাজী তাজউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস। উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবার ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আরও বেশি বিনামূল্যে সাঁতার সুবিধা ঘোষণা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বারার পরিবারগুলির জন্য বিনামূল্যে সাঁতারের সুবিধা চালুর ঘোষণা দিচ্ছে, যার ফলে বারার অভিভাবক ও কেয়ারার বা পরিচর্যাকারীরা বি-ওয়েল লেজার সেন্টারগুলোর পারিবারিক সাঁতার সেশনে বিনামূল্যে সর্বোচ্চ দুই শিশুকে নিয়ে যেতে পারবেন।

বি ওয়েল নামে ব্র্যান্ডিংয়ের অধীনে টাওয়ার হ্যামলেটসের লেজার সেন্টারগুলোকে জনগণের মালিকানায় অর্থাৎ কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনার পর, কাউন্সিল ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী সকল নারী ও মেয়েদের জন্য এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতারের সুযোগ চালু করেছিলো। উল্লেখ্য, বারার ৫৫ বছরের বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক কার্যক্রমে অংশ নেয়ার হার সবচেয়ে কম, এবং নারী বাসিন্দাদের নিষ্ক্রিয় থাকার সম্ভাবনা পুরুষের তুলনায় বেশি।

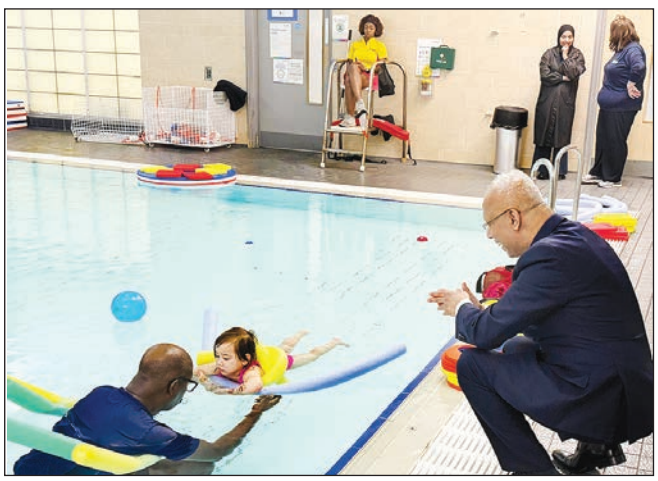

১৭ মার্চ, মঙ্গলবার এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় এই ফ্রি সুইমিং বা বিনামূল্যে সাঁতার কর্মসূচি ১৬ বছরের বেশি বয়সী নারী ও মেয়েদের জন্য অব্যাহত থাকবে। আর পুরুষদের জন্য ৫৫ বছরের বেশি বয়স থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ৩৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে চালু করা হয়েছে নতুন অভিভাবক-শিশু অপশন, যার ফলে আগামী ৬ এপ্রিল ২০২৬ থেকে নির্ধারিত পারিবারিক সাঁতার সেশনে বি ওয়েল মেম্বার প্রাপ্তবয়স্ক বাসিন্দারা বিনামূল্যে সর্বোচ্চ দুই শিশুকে সাঁতারের জন্য নিয়ে যেতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য বৈষম্য হ্রাস, শারীরিক কার্যক্রমে বাধা দূর করা এবং পারিবারিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচি চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০ হাজার ৫৮৩ জন বাসিন্দা ফ্রি সাঁতার সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ১৮,০০০ এর বেশি ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী নারী ও মেয়ে, এবং প্রায় ৩,৯০০ জন ৫৫ বা তদূর্ধ্ব বাসিন্দা রয়েছেন। ১৭ মার্চ মঙ্গলবারের ঘোষণার মাধ্যমে আরও হাজারো বাসিন্দার জন্য বিনামূল্যে সাঁতারের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে। বিনামূল্যের এই সাঁতার কর্মসূচির লক্ষ্য হলো খরচজনিত বাধা দূর করে আরও বাসিন্দাকে সক্রিয় হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য সুযোগ বাড়ানো।

দেশজুড়ে সাঁতারের পুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছেঃ গত ১৫ বছরে সারা দেশে কাউন্সিল-পরিচালিত ৫০০টি পুল সহ প্রায় ১,০০০টিরও বেশি সুইমিং পুল, বন্ধ হয়েছে, যা সারা দেশে ৩৪,০০০ বর্গমিটারের বেশি জলাধার জায়গার হ্রাস নির্দেশ করে।

পক্ষান্তরে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার অধিকাংশ বাসিন্দার জন্য ফ্রি সুইমিং সুবিধাই নিশ্চিত করছে না, নতুন সুইমিং পুল নির্মাণের মত বিশাল বিনিয়োগের কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত কেবিনেট পেপারে হোয়াইটচ্যাপেল স্পোর্টস্ সেন্টার ভেঙ্গে দু'টি নতুন সুইমিং পুল ও ট্রেনিং পুল নির্মান সহ অত্যাধুনিক লেজার সুবিধা গড়ে তোলার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

১৭ মার্চ মঙ্গলবার ফ্রি সাঁতার সুবিধা সম্প্রসারণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদানের পর টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র, লুৎফুর রহমান বলেন, "সাঁতার একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনদক্ষতা এবং আমরা চাই টাওয়ার হ্যামলেটসের সব শিশু যেন সাঁতার শিখতে পারে। পরিবারগুলোর জন্য বিনামূল্যে সাঁতার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক বাধা দূর করছি, পাশাপাশি ১৬ বছরের বেশি বয়সী সকল নারী ও মেয়ে এবং ৩৫ বছরের বেশি বয়সী সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য ফ্রি সাঁতারের সুবিধা চালু করছি, যাতে আমাদের বারার দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য বৈষম্য মোকাবিলা করা যায়।"

তিনি আরও বলেন, "যখন সারাদেশে হাজার হাজার সুইমিং পুল বন্ধ হয়ে গেছে, তখন সাঁতারে প্রবেশাধিকারে ব্যাপক বৃদ্ধি আনতে আমাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস পথপ্রদর্শক হওয়ায় আমি গর্বিত। এখন পর্যন্ত ২০,৫০০ এর বেশি বাসিন্দা আমাদের বিনামূল্যের সাঁতার কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এখন আমরা এটি আরও হাজার হাজার বাসিন্দার জন্য সম্প্রসারণ করছি - এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।"

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমরা বারাজুড়ে স্বাস্থ্য ও কল্যাণকে সমর্থন করে এমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব, যতটা সম্ভব বাধা দূর করব, এবং বারার লেজার খাতে ১০ বছরে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের সুবিধা গুলো আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন করব।"

সুইম ইংল্যান্ড এর এনগেজমেন্ট ম্যানেজার, লেসলি ব্রায়ান্ট বলেন, "সাঁতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার অসাধারণ একটি উপায়। পানিতে সময় কাটানো ফিটনেস বাড়াতে, চাপ কমাতে এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে, এবং এটি এমন একটি কার্যক্রম যা যেকোনো বয়স বা সক্ষমতার মানুষ উপভোগ করতে পারে।

টাওয়ার হ্যামলেটস অসামাজিক আচরণ দমন ও আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এন্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার (এএসবি) বা অসামাজিক আচরণ দমন এবং বারায় ক্রমবর্ধমান আবাসন চাপ মোকাবেলায় দুটি বড় নতুন পরিকল্পনা উন্মোচন করেছে - যা তাদের সাম্প্রতিক বার্ষিক বাসিন্দা জরিপে শীর্ষ উদ্বেগ হিসেবে উঠে আসা বিষয়গুলোর সরাসরি প্রতিক্রিয়া। এই যুগল নথিপত্র নিরাপত্তা বাড়াতে, আবাসন মান উন্নত করতে এবং স্থানীয় কমিউনিটির জন্য সহায়তা জোরদার করতে কঠোর নতুন ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে।

আইল অব ডগস-এর জুট হাউসে এই কৌশলপত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার, কাউন্সিলের দল এবং স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "এই নতুন হাউজিং কৌশলের মাধ্যমে, আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কর্মে রূপান্তরিত করছি, যাতে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি সরবরাহ করা, বিদ্যমান বাড়ির গুণমান ও নিরাপত্তা উন্নত করা এবং নিশ্চিত করা যে আমাদের বাসিন্দারা সত্যিই গর্ব করে বাড়ি বলতে পারেন এমন একটি জায়গা পান। এই পরিকল্পনা স্থানীয় মানুষের কণ্ঠস্বর দ্বারা রূপায়িত এবং আমাদের কমিউনিটির চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি। অসামাজিক আচরণ মোকাবেলায় আমাদের নতুন নীতির পাশাপাশি, এই নীতিমালা গুলো আমাদের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং এই বারাকে বসবাসের জন্য আরও নিরাপদ, ন্যায্য ও স্বাগতিক করে তুলতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রদানে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।"

একটি নতুন অসামাজিক আচরণ নীতি

নতুন অসামাজিক আচরণ নীতি জনউপদ্রব, বিশৃঙ্খলা এবং বাসিন্দাদের নিরাপত্তাবোধকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এমন আচরণ মোকাবেলায় একটি পরিষ্কার, দ্রুততর এবং আরও কঠোর পদ্ধতির রূপরেখা দেয়। এই হালনাগাদ নীতিটি জরিপ ও কনসালটেশন বা পরামর্শ কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মাধ্যমে বাসিন্দারা বারবার যা উত্থাপন করেছে তা প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ অসামাজিক আচরণ বারা জুড়ে শীর্ষ উদ্বেগের মধ্যে একটি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কাউন্সিল তার প্রয়োগ ও কমিউনিটির নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের কাউন্সিল ভাড়াটে ও লিজহোল্ডারদের জন্য একটি ২৪/৭ অসামাজিক আচরণ লাইভ ইন্সিডেন্ট ফোনলাইন চালু করা, যা দ্রুত সাড়াদান এবং আমাদের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে এমন সমস্যাগুলির উন্নত রেকর্ডিং নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার, শব্দজনিত উপদ্রব এবং যানবাহন সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনা অন্তর্ভুক্ত।

কাউন্সিল অ্যান্টি-ক্রাইম টাস্ক ফোর্সও প্রতিষ্ঠা করেছে, এস্টেট, পার্ক এবং উচ্চ-পদচারণা এলাকা জুড়ে অপরাধ ও অসামাজিক আচরণ প্রতিরোধে দৃশ্যমান টহল বাড়াতে, সিসিটিভি পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং টাওয়ার হ্যামলেটস এনফোর্সমেন্ট অফিসার ও পুলিশের মধ্যে যৌথ কাজ জোরদার করতে ৮০ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে।

নতুন অসামাজিক আচরণ নীতি এই উদ্যোগগুলোকে একটি একক কাঠামোতে একত্রিত করে, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাসিন্দাদের জন্য স্পষ্ট প্রত্যাশা, শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক কাজ এবং পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে।

নতুন নীতিটি স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করেঃ

- অসামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদায়, পরিবার ও ব্যক্তিরা সহায়তা পান।
- কাউন্সিল অসামাজিক আচরণ রিপোর্ট করার স্পষ্ট ও অ্যাক্সেসযোগ্য উপায় সরবরাহ করে, যার মধ্যে কাউন্সিল ভাড়াটে ও লিজহোল্ডারদের জন্য একটি নিবেদিত অসামাজিক আচরণ লাইভ ঘটনা ফোনলাইন অন্তর্ভুক্ত।
- নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তারা কাউন্সিলের নেতৃত্বাধীন অসামাজিক আচরণ মামলাগুলো তদারকি করেন।
- আমাদের বাসিন্দারা জানেন যে তারা অসামাজিক আচরণ মামলা পর্যালোচনা ব্যবহার করতে সক্ষম যদি তারা মনে করেন তাদের উদ্বেগ গুলি মোকাবেলা করা হয়নি।
- কাউন্সিল ও অংশীদাররা ব্যবস্থা নিতে এবং যারা অসামাজিক আচরণ ঘটায় তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে উপলব্ধ আইনি সরঞ্জাম ও ক্ষমতা ব্যবহার করে।

- আমাদের সম্পদগুলি যেখানে অবিরাম অসামাজিক আচরণ রয়েছে সেসব এলাকায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

কেবিনেট মেম্বার ফর পাবলিক প্রটেকশন এন্ড ইন্টেগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "এএসবি বা অসামাজিক আচরণের কোনো স্থান টাওয়ার হ্যামলেটসে নেই। আমাদের বাসিন্দারা নিরাপদ রাস্তা, শ্রদ্ধাশীল প্রতিবেশী এবং এমন কমিউনিটি পাওয়ার অধিকারী যেখানে মানুষ একে অপরের খোঁজখবর রাখে। এই নতুন অসামাজিক আচরণ নীতি প্রয়োগে বড় বিনিয়োগ, আরও দৃশ্যমান টহল এবং বাসিন্দাদের জন্য ঘটনা রিপোর্ট করার দ্রুততর উপায় দ্বারা সমর্থিত একটি কঠোর, পরিষ্কার এবং আরও সক্রিয় পদ্ধতির রূপরেখা দেয়। আমাদের কমিউনিটির কথা শুনে এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে, আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছিঃ আমরা এমন আচরণ সহ্য করব না যা ভয়, ব্যাঘাত বা কষ্টের কারণ হয়। একসাথে, আমরা সবার জন্য একটি নিরাপদ ও আরও স্বাগতিক বারা গড়ে তুলছি।"

একটি যুগান্তকারী হাউজিং কৌশল ২০২৬-২০৩৬

এই কৌশলটি আরও বাড়ি, ভালো বাড়ি, নিরাপদ বাড়ি-র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, যা হাউজিং রেজিস্টারে ৩০,০০০-এরও বেশি পরিবার, ওভারক্রাউডিং বা উচ্চ মাত্রার ভিড়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বারাতে স্বল্পমেয়াদি ভাড়ার উচ্চ হারের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে।

আবাসন সরবরাহে লন্ডনের শীর্ষ বারা হিসেবে নিজেদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে, কাউন্সিল বড় অঙ্গীকারগুলোর রূপরেখা দেয় যার মধ্যে রয়েছে মেয়রের ত্বরান্বিত আবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,৩৩২টি নতুন বাড়ি নির্মাণ, কাউন্সিলের বাড়িগুলো আপগ্রেড ও নিরাপত্তা উন্নত করতে ৬০৯ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, 'ইয়োর ভয়েস, আওয়ার অ্যাকশন' কর্মসূচির মাধ্যমে আবাসন সেবা রূপান্তর এবং বিপজ্জনক ক্লুয়াডিংয়ের উপর জাতীয়ভাবে স্বীকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ। এই কৌশলটি ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের জন্য সহায়তা সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত খাতে ভাড়া শক্তিশালীকরণও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলটি সাতটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ফোকাস করবেঃ

- ওভারক্রাউডিং সমস্যা মোকাবেলা
- আরও বাড়ি নির্মাণ
- কাউন্সিলের বাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা
- ব্যক্তিগত ভাড়া ব্যবস্থার উন্নতি
- অংশীদারিত্ব জোরদার করা
- হোমলেসনেস বা গৃহহীনতা প্রতিরোধ
- বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করে এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন নকশা করা

কেবিনেট মেম্বার ফর রিজেনারেশন, ইক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিল্ডিং (পুনরুজ্জীবন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ) কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, "আবাসন সংকট মোকাবেলায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চাভিলাষী, কিন্তু আমাদের বাসিন্দারা যখন তাদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের বলেন, আমরা শুনি। তারা আমাদের কাউন্সিলের বাড়ির ভাড়াটে, ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ি-ঘরের ভাড়াটে, আবাসন সরবরাহ অংশীদার বা অস্থায়ী বাসস্থানে বসবাসকারী বাসিন্দাই হোন না কেন, এই কৌশল নির্ধারণ করে আমরা কীভাবে আমাদের কমিউনিটির বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করব। আমাদের লক্ষ্য হল উচ্চমানের বাড়ি তৈরি করা যা আমাদের ক্রমবর্ধমান ও বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যাকে সমর্থন করে।"

পলিসি লঞ্চিং অনুষ্ঠানে, বাসিন্দারা বারাতে বসবাসের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং নতুন নীতি ও কৌশলগুলোর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। তাদের প্রতিক্রিয়া এই সমস্যাগুলোর বাস্তব জীবনের প্রভাব এবং কাউন্সিলের পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরতে সহায়তা করে।

জুট হাউজের নতুন বাসিন্দা মিসেস বেগম বলেন, "এটি একটি চমৎকার বাড়ি। আমি খুবই খুশি। আমরা ১০ বছর অপেক্ষা করেছি, কিন্তু এটি অপেক্ষার মূল্য ছিল।" তার মেয়ের জটিল চাহিদা রয়েছে এবং পরিবারটি আরও আরামে বসবাস করতে পারে তা নিশ্চিত করতে বাড়িটি অভিযোজিত করা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন: "আমাদের দোরগোড়ায় সবকিছু আছে - স্কুল কাছাকাছি, জিপি কাছাকাছি এবং হাঁটার দূরত্বে। এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর বাড়ি।"

বেথনাল গ্রিনে সাবেক কাউন্সিল অফিসে নির্মিত হবে নতুন সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বেথনাল গ্রিনের আলবার্ট জ্যাকব হাউস ভবনটি ভেঙে ফেলার জন্য সরকারের ব্রাউনফিল্ড ল্যান্ড রিলিজ ফান্ড (বি এল আর এফ ২) থেকে ৳১,১১৭,৬৪৮ পাউন্ড অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। কাউন্সিল এই স্থাপনাটিকে ৫৩টি বহুলপ্রয়োজনীয় সাশ্রয়ী সামাজিক ভাড়ার বাড়ি নির্মাণের জন্য উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সরকারের ব্রাউনফিল্ড ল্যান্ড রিলিজ ফান্ডের লক্ষ্য হলো সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের জমি ও ভবনগুলোর উন্নত ব্যবহারে সহায়তা করা, স্থানীয় সেবার মান বাড়ানো, খরচ কমানো এবং নতুন বাড়ি ও কর্মসংস্থানের জন্য জমি উন্মুক্ত করা।

আর প্রয়োজন নেই।

দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল বারার হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস তীব্র আবাসন সংকটের মুখোমুখি, যেখানে বর্তমানে প্রায় ৩০,০০০ পরিবার হাউজিং রেজিস্টারে অপেক্ষমাণ। নতুন এই উন্নয়ন প্রকল্প সেই চাহিদার কিছুটা চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

নতুন প্রকল্পে যেসব বাড়ি থাকবে:

৮টি এক বেডরুম বা শয়নকক্ষের বাড়ি
১৩টি দুই বেডরুম বা শয়নকক্ষের বাড়ি
২৩টি তিন বেডরুম বা শয়নকক্ষের বাড়ি
৯টি চার বেডরুম বা শয়নকক্ষের বাড়ি

এ ছাড়া প্রকল্পে পাঁচটি অ-আবাসিক স্থান, নতুন কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপিং এবং আশপাশের আউটডোর এলাকার উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলবার্ট জ্যাকব হাউস টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের শক্তিশালী হাউজিং ডেলিভারি কর্মসূচির অংশ, যার মাধ্যমে কাউন্সিল ও অংশীদারদের উদ্যোগে ১,০০০টিরও বেশি নতুন বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে। মেয়রের অ্যাক্সেলারেটেড হাউজিং প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে আরও ৩,৩০০টি বাড়ির পরিকল্পনা রয়েছে, যা দেশের অন্যতম বৃহৎ কাউন্সিল-নেতৃত্বাধীন আবাসন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত।

কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এবং হাউস বিল্ডিং বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, "আমরা সবসময়ই বারার বিপুল আবাসন চাহিদা পূরণে নতুন ও ব্যবহারিক উপায় খুঁজে থাকি। এই সাবেক কাউন্সিল অফিসকে প্রয়োজনীয় কাউন্সিল হোমে পরিণত করার মাধ্যমে আমরা জমিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করছি এবং আরও স্থানীয় পরিবারকে একটি স্থায়ী ঘর দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছি।"

একসময় বেথনাল গ্রীনের আলবার্ট জ্যাকব হাউস ছিল কাউন্সিলের একটি অফিস ভবন। নতুন টাউন হল হোয়াইটচ্যাপেলে এবং বারার বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট স্থানীয় হাব চালু করার ফলে কাউন্সিলের অফিস কার্যক্রম কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে - ফলে ভবনটি

মাদার্স ডে উপলক্ষে কলাম্বিয়া রোড ফুল বাজারে প্রদর্শিত হবে স্কুল-শিশুদের ডিজাইন করা বিশেষ তোড়া মোড়ানোর কাগজ

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত লাভ কলাম্বিয়া রোড স্কুল ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া স্থানীয় স্কুল শিশুদের আঁকা শিল্পকর্ম এবার মাদার্স ডে-তে কলাম্বিয়া রোড ফ্লাওয়ার মার্কেটে বিক্রি হওয়া তোড়া মোড়ানোর কাগজে ব্যবহার করা হবে। বাজারের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও লাভ টাওয়ার হ্যামলেটস প্রচারণাকে সমর্থন করতেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ভার্জিনিয়া প্রাইমারি স্কুলের দুই শিক্ষার্থী - ১১ বছর বয়সী রেচেল পেরেইরা ও ১০ বছর বয়সী জাকি উদ্দিন - প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে বিজয়ী ও রানার-আপ নির্বাচিত হয়েছে। তারা দু'জনেই স্কুলের ষষ্ঠ বর্ষের শিক্ষার্থী।

এই মাসের শুরুতে স্কুলের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশে বিজয়ীদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। রেচেল পেয়েছে সার্টিফিকেট, একটি গাছের চারা এবং ফ্লাওয়ার মার্কেটের দীর্ঘদিনের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোড়া কেনার জন্য ৩০ পাউন্ডের ভাউচার। তার আঁকা ছবিটি পুরো বাজারজুড়ে তোড়া মোড়ানোর কাগজে মুদ্রিত হবে। রানার-আপ জাকি পেয়েছে সার্টিফিকেট এবং তার নিজের ডিজাইনে মোড়ানো একটি গাছ, যা মাদার্স ডে-তে বাজারের ব্যবসায়ীরাও ব্যবহার করবেন।

প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী কোয়েন্টিন ব্লেক, যিনি ম্যাটিলডা এবং চার্লি এন্ড টি চকোলেট ফ্যাক্টরি -সহ বহু কিশোর সাহিত্যকর্মের জন্য পরিচিত। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কাজগুলোর মূল্যায়নের পাশাপাশি তিনি তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে নিজের আঁকা পাঁচটি বই স্কুলের লাইব্রেরিতে দান করেন।

মাদার্স ডে-তে কলাম্বিয়া রোড ফ্লাওয়ার মার্কেটে বিশেষভাবে মুদ্রিত মোড়ানোর কাগজ উন্মোচন করা হবে এবং সেদিনই ব্যবসায়ীরা তা ব্যবহার শুরু করবেন।

বিচারক কোয়েন্টিন ব্লেক বলেন, "শেষ চারটি ছবির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সত্যিই কঠিন ছিল, কারণ প্রতিটিতেই ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্য। তবে শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি - বিজয়ী রেচেল পেরেইরার আঁকা ছবি। এটি অত্যন্ত সুন্দর, শক্তিশালী এবং দৃষ্টিনন্দন। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জাকি উদ্দিনের ছবিটিও অনন্য, বিশেষ করে পুরো পাতাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হলুদ দাগগুলো এটিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। এসব কাজ দেখতে সত্যিই আনন্দ লেগেছে, এবং আমি আশা করি এই শিশু শিল্পীরা আরও অনেক আঁকবে।"

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসে শুধু টাওয়ার অফ লন্ডনের ক্রাউন জুয়েলস নেই - আমাদের নিজস্ব অনেক 'ক্রাউন জুয়েলস' রয়েছে। সেরকমই একটি আমাদের পুরস্কারজয়ী কলাম্বিয়া রোড ফ্লাওয়ার মার্কেট। স্থানীয় শিশুদের সৃজনশীলতাকে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা সত্যিই অনন্য উদ্যোগ। কোয়েন্টিন ব্লেকের মতো কিংবদন্তি চিত্রশিল্পীর বিচারাধীন হওয়াও এটিকে আরও বিশেষ করেছে।"

সেইফার কমিউনিটিজ বিষয়ক কেবিনেট সদস্য কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "আমাদের বাজারগুলোই এই এলাকার বিশেষত্ব তৈরি করে। শিশুদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে সেই উদযাপনে অংশ নিতে দেখা সত্যিই আনন্দের।

সমগ্র বিশ্ববাসীকে যুক্তরাজ্য বিএনপির পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত জাতীয়তাবাদী দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী, সমর্থক ও মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আজ এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু বলেন, দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ মুসলমানদের জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাস মাহে রমজানের পর পবিত্র ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরিব, উচু-নিচু নির্বিশেষে সকল মানুষকে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ ও তিক্ততার গ্লানি থেকে মানুষের মনকে এক স্বর্গীয় শান্তি ও সম্প্রীতির বোধে উদ্দীপ্ত করে ঈদুল ফিতরের উৎসব।

দীর্ঘদিন পর এবার দেশের মানুষ ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে ঈদুল ফিতরের উৎসব আনন্দের সাথে উদযাপন করছে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের এই দিনে আমরা শ্রদ্ধার সাথে গভীরভাবে স্মরণ করছি দেশের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপোষহীন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার অবদানকে। সেই সাথে স্মরণ করছি, গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সহ ২৪ শের জুলাই আগস্টে নিহত সকল শহীদদের যারা ইতোমধ্যে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন এবং বিগত ফ্যাসিবাদী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক গুম, পঙ্গু, জেল জুলুম ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার দলীয় নেতাকর্মী ও তাদের পরিবারকে।

সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করায় মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গনতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ইতিমধ্যে বিএনপি সরকারের গৃহীত সকল কর্মসূচী আপমর জনসাধারণের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করেছে। আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতী ফিরে পাবে তার হারানো আত্মমর্যাদা, আগামীর বাংলাদেশ হয়ে উঠবে স্বনির্ভর এবং জনগণ হয়ে উঠবে স্বাবলম্বী। যেখানে থাকবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে সমাজের সর্বস্তরে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

জুড়ীতে খাল খনন ও পরিষ্কার কার্যক্রম উদ্বোধন

জুড়ী সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবানীগঞ্জ বাজারের খাল খনন ও আবর্জনা পরিষ্কার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন মৌলভীবাজার-১ আসনের সংসদ সদস্য নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু।

সোমবার সকাল ১১টায় আয়োজিত এ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজসেবক রুসমত আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, জনগণের কল্যাণে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলাবদ্ধতা নিরসন অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের উদ্যোগ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি জুড়ী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং এ ধরনের জনমুখী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সাবরিনা আক্তার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জুড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাছুম রেজা চেয়ারম্যান, সহ-সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান চুনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ মামুন, পশ্চিম জুড়ী ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম তুলা, শ্রমিকদল নেতা মোস্তাকিম আহমদ, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সোহেল আহমদ সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

জৈন্তাপুরকে পৌরসভা ঘোষণার দাবি

সিলেট অফিস : সিলেটের প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক জৈন্তিয়া রাজ্যের স্মৃতিবিজড়িত ও গৌরবোজ্জ্বল জনপদ জৈন্তাপুর উপজেলাকে অতিদ্রুত পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় রূপান্তরের দাবিতে এবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন স্থানীয় আপামর জনসাধারণ।

জৈন্তাপুর পৌরসভা বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে হারুন আলীর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম - প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে প্রেরিত এক বিশেষ আবেদনে এই প্রাণের দাবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব বিবেচনায় জৈন্তাপুর কেবল একটি উপজেলা নয় বরং এটি বাংলাদেশের পর্যটন ও ব্যবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে এই অঞ্চলটি আর কেবল সাধারণ গ্রামীণ জনপদ হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই বরং এখানে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নগরায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ঘটেছে যা একটি আধুনিক পৌরসভার দাবিকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

বাস্তবায়ন পরিষদের নেতারা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়ন সত্ত্বেও জৈন্তাপুর আজও একটি পৌরসভা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না পাওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যা এই অঞ্চলের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। মন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা বাস্তবায়িত হলে নাগরিক সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকার সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এছাড়া সুপরিকল্পিত নগরায়ন ও বিজ্ঞানসম্মত ড্রেনেজ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে জৈন্তাপুরের সামগ্রিক শ্রী বৃদ্ধি পাবে যা সরাসরি সরকারের রাজস্ব আদায়ে বিশাল বড় ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় শিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জৈন্তাপুরকে একটি মডেল টাউনে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছেন এলাকাবাসী এবং তারা বিশ্বাস করেন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এই যৌক্তিক দাবিটি দ্রুত পূরণ হবে। এই অঞ্চলের গণমানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে উপজেলা সদরের নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা ঘোষণা করা হলে তা ইতিহাসের পাতায় একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এবং অবহেলিত এই জনপদ ফিরে পাবে তার হারানো ঐতিহ্য ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা।

বড়লেখায় ডাব চুরির অভিযোগে সাবেক ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে প্রকাশ্যে জুতাপেটা

বড়লেখা সংবাদদাতা: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ডাব চুরির অভিযোগ তুলে উপজেলার দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদকসহ দুজনকে প্রকাশ্যে জুতাপেটা করার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৩ মার্চ) রাত নয়টায় দক্ষিণভাগ বাজার সমিতির কার্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জুতাপেটার শিকার দুজন হলেন দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক আলী হোসেন মান্না ও ফইয়াজ আলী। মান্না উপজেলার গজভাগ গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে এবং ফইয়াজ আলী দক্ষিণ দোহালিয়া গ্রামের ময়না মিয়ার ছেলে।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান শাহীন প্রকাশ্যে সাবেক ছাত্রদল নেতা আলী হোসেন মান্না ও ফইয়াজ আলীকে জুতা দিয়ে মারছেন। এ সময় স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হকসহ বেশ কয়েকজন পাশের চেয়ারে বসা ছিলেন। ওই সময় মারধরের ভিডিও স্থানীয় একজন ধারণ করছিলেন। এ সময় ভিডিও ধারণ করতে আলী হোসেন মান্না আপত্তি জানান।

এদিকে মান্নাকে বিভিন্ন সময় বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা গেলেও ডাব চুরির অভিযোগ ওঠার পর দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন বিএনপির দপ্তর সম্পাদক মইজ উদ্দিন ২১ মার্চ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মান্নাকে ২০২৪ সালে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে দলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

মারধরের কারণ জানতে চাইলে দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক আলী হোসেন মান্না মঙ্গলবার রাতে বলেন, তিনি ২০১৪ সাল থেকে ছাত্রদলের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ২০১৯ সালে ইউনিয়ন ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সহপ্রচার সম্পাদক ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরে তার ছাত্রত্ব না থাকায় দলীয় সিদ্ধান্তে স্বেচ্ছায় দল থেকে অব্যাহতি নেন। পরবর্তীতে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ইকবাল হোসেনসহ দলের নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাকে ৭ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি পদে প্রার্থী করা হয়।

পরে তাকে বলা হয় ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক পদ দেওয়া হবে। তিনি এখনো বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত দাবি করে বলেন, বিগত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছেন।

সেদিনের ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ঈদের পরদিন রবিবার সকাল আটটার দিকে আমি দক্ষিণভাগ বাজারে আসি। আমার বাবা দক্ষিণভাগ পোস্ট অফিসে চাকরি করেন। সেখানে কিছু নারকেল গাছ ও আমগাছ রয়েছে। পোস্ট অফিসকে অবগত করেই ওই দিন একজনকে (ফইয়াজ আলী) দিয়ে আমি ১৫টি ডাব পাড়াই। পরে পাশের এক দোকানদার এসে বলেন, এই ডাবগুলো কার পাড়ছ? তখন আমি বলি, গাছগুলো পোস্ট অফিসের। ডাব চুরি হচ্ছে, এজন্য আমি পাড়ছি। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে জড়াই। পরে আমি জানতে পারি, পোস্ট অফিসের নারকেল গাছের পাশের যে গাছগুলো আছে সেগুলো সাবেক এমপি ইমান উদ্দিন ও সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিনদের। পরে বিষয়টি নিয়ে আমি গাছের মালিক লন্ডনপ্রবাসী সাবু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। এ সময় তিনি তাদের বাড়ির কেয়ারটেকারদের বলেন, মান্না আমার ছোট ভাই। সে যে ডাব পেড়েছে অর্ধেক তাকে দিয়ে দাও, অর্ধেক বাড়িতে নিয়ে আসো। সেখানেই বিষয়টি পারিবারিকভাবে সমাধান করে আসি। পরবর্তীতে বাজারের সভাপতিসহ সবাই আমাকে ডেকে নেন। পরে আমাকে উপজেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক ও দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান শাহীন বলেন, বিষয়টি তিনি সমাধান করে দেবেন, আমাকে বাঁচাবেন। তিনি আমাকে মেসেজ দেন। আমি উত্তর দিইনি। পরে তিনি মেসেজ কেটে দেন। পরে রাতে আমাকে জোরপূর্বক বিচারের জন্য ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে বাদীপক্ষকে না ডেকে একতরফাভাবে আমাকে জুতা দিয়ে মেরে ভিডিও ধারণ করা হয়। তারা আমার মানহানি করেছেন। আমি মামলা করব।'

এ বিষয়ে জানতে দক্ষিণভাগ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হকের সঙ্গে মুঠোফোনে মঙ্গলবার রাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে বাজারের বিভিন্ন স্থানে ডাব চুরি হচ্ছিল। কাউকে ধরা যাচ্ছিল না। গত রবিবার ঈদের পরদিন সকাল ৮টার দিকে দক্ষিণভাগ বাজারের একটি মার্কেটের ডাবগাছ থেকে ডাব চুরির সময় আলী হোসেন মান্নাসহ দুজনকে হাতেনাতে ধরেন স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী সিরাজ। পরে তিনি বিষয়টি বাজার সমিতিকে জানান। পরবর্তীতে এই ঘটনায় সমিতির কার্যালয়ে সভা ডাকা হয়, যেখানে বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অভিযুক্ত মান্না ও ফইয়াজও ছিলেন। তারা ডাব চুরির কথা স্বীকার করেছেন। চুরির কথা স্বীকার করায় তার এক আত্মীয় (খলিলুর রহমান শাহীন) মান্নাসহ ফইয়াজকে প্রকাশ্যে জুতা দিয়ে মারেন।

জুতা দিয়ে প্রকাশ্যে মারধরের বিষয়ে জানতে দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান শাহীনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের একটু মারধর করেছেন। জুতা দিয়ে মারা ঠিক হয়নি।

দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান বলেন, আলী হোসেন মান্না একসময় ছাত্রদলের সহপ্রচার সম্পাদকের পদে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ ওঠায় তাকে মৌখিকভাবে শোকজ করা হয়। পরে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্বেচ্ছায় সহপ্রচার সম্পাদকের পদ থেকে লিখিতভাবে অব্যাহতি নেন। বর্তমানে তার সঙ্গে দলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান বলেন, ডাব চুরির অভিযোগে আলী হোসেন মান্নাকে আটক করে মারধর করা হয়েছে। তিনি দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন ছাত্রদলের কেউ নন। এরপরও বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে তাকে ছাত্রদলের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক বলে পোস্ট করা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ২০২৪ সালে দল থেকে অব্যাহতি নিলে তিনি কীভাবে ওই দলের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক হন? আলী হোসেন মান্নার সঙ্গে বিএনপি পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। তার যেকোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দায় তিনি নিজেই বহন করবেন।

বড়লেখা থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান খান বলেন, ঘটনাটি শোনেননি। কেউ অভিযোগও দেয়নি। তারপরও বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হবে।

হবিগঞ্জে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চেয়ারম্যান পদে লড়ার ঘোষণা ছাত্রলীগ নেতার

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরপরই ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা ছাত্রলীগের এক নেতা।

জানা যায়, জুলাই মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিক পোস্ট দিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেন। বিশেষ করে ব্যারিস্টার সুমনের ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে তাকে। একই সঙ্গে তিনি ২ নম্বর চৌমুহনী ইউনিয়নে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থী মাহবুবুর রহমান সোহাগের বিপরীতে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

এছাড়া ব্যারিস্টার সুমনের মুক্তির দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে সরব রয়েছেন বলেও জানা গেছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে তার সক্রিয় অবস্থান স্থানীয়ভাবে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আলোচিত নেতা আতাউস সামাদ বাবু মাধবপুর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক এবং সাবেক এমপি ব্যারিস্টার সুমনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার বাড়ি উপজেলার চৌমুহনী ইউনিয়নের চৈতন্যপুর গ্রামে। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুর রউফের ছেলে।

এ বিষয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত নই। মানুষের জন্য রাজনীতি করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনা আমার আদর্শ।'

এদিকে উপজেলা বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার এমন সরব উপস্থিতি রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়াতে পারে। তারা মনে করেন, এই মুহূর্তে তার কিছুটা নীরব থাকা উচিত।

১৯ মাস পর দেশে ফিরে বিমানবন্দরে আটক ছাত্রলীগ নেতা

সিলেট অফিস : প্রায় ১৯ মাস পর দেশে ফিরে বিমানবন্দরেই গ্রেপ্তার হয়েছেন মৌলভীবাজারের রাজনগর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ খান। রোববার (২২ মার্চ) কাতার থেকে তিনি দেশে ফিরেন। ওইদিন ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পরপরই ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তার ভাই রাজনগর

উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান শাহাজান খান।

প্রসঙ্গত-২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর কাতার চলে যান রিয়াজ। তার নামে মৌলভীবাজার থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।

ঈদে সড়কে প্রাণ গেল ২৬ জনের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঈদে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। এছাড়া আহত হয়েছে আরও অনেকে। ঈদের দিন শনিবার (২১ মার্চ) রাত থেকে রোববার (২২ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও কক্সবাজারে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে কুমিল্লায় ১২ জন, হবিগঞ্জে চারজন, ফেনীতে তিনজন, কিশোরগঞ্জে দুজন, সুনামগঞ্জে দুজন এবং নওগাঁ, নাটোর ও কক্সবাজারে একজন করে নিহত হয়েছেন।

কুমিল্লা: কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলায় ভয়াবহ ট্রেন-বাস সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০ জন। রোববার (২২ মার্চ) ভোরে উপজেলার জাঙ্গালিয়া কচুয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেন রেললাইন পার হওয়ার সময় মামুন পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাসকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই ১২ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে সাতজন পুরুষ, তিনজন নারী ও দুইজন শিশু রয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের ডিজিএম সুবক্তগীন বলেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলওয়ের পক্ষ থেকে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একটি কমিটি কাজ শুরু করেছে।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার ইপিজেড ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ): হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে নারী ও শিশুসহ ৪ জন নিহত হয়েছেন।

উপজেলার আন্দিউড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার (২১ মার্চ) রাতে একটি পিকআপ ভ্যান সুনামগঞ্জ থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পিকআপটিতে চালকসহ একটি পরিবারের তিনজন সদস্য ছিলেন। পথে আন্দিউড়া এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে গাড়িটি রাস্তার পাশের গভীর খাদে পড়ে পানিতে ডুবে যায়।

রোববার সকালে স্থানীয় লোকজন খাদে একটি ডুবন্ত পিকআপ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পানির নিচ থেকে পিকআপটি উদ্ধার করে এবং ভেতর থেকে চারজনের লাশ বের করে আনে।

নিহতদের মধ্যে ইব্রাহীম (৪০), যার বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায়; সজিব মিয়া (১২) ও আছমা আক্তার (৪০), তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়। অপর এক পুরুষের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার এএসআই আ. রহিম জানান, রাতের অন্ধকারে এবং রাস্তার নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ফেনী প্রতিনিধি: ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর রামপুর এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। হতাহতদের ফেনী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রোববার (২২ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মহিপাল হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট কাজল কান্তি নাথ জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী-রামপুর এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনের কাজ চলছিল। সেখানে গতি কমাতে নতুন করে স্পিড ব্রেকার দেওয়া হয়েছিল। ভোর রাতে চট্টগ্রামমুখী একটি অ্যাম্বুলেন্স স্পীড ব্রেকারে ধীর গতিতে পার হচ্ছিল। এসময় শ্যামলী পরিবহণের একটি বাস অ্যাম্বুলেন্সটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় বাস ও অ্যাম্বুলেন্স চালকের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তখন পেছনে থাকা দুই মোটরসাইকেলের আরোহী দাড়িয়ে বিষয়টি জানার চেষ্টা করেন। এ সময় আরও দুটি বাস পেছনে দাঁড়ায়।

তখন পেছন থেকে আসা দোয়েল পরিবহণের দ্রুত গতির স্লিপার বাস সামনে বাস ও মোটরসাইকেল চালকদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন মোটরসাইকেলের আরোহী এবং দোয়েল পরিবহণের সুপারভাইজার নিহত হন। অপর আহত চারজনকে ফেনী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও একজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনায় চারটি বাস ও দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : নাটোরের বড়াইগ্রামে বিয়ের আগের দিন প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে রাখা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা লেগে জুলফিকার আলী (২৯) নামে এক প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে উপজেলার গড়মাটি এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জুলফিকার আলী জিল্লু পাবনার ঈশ্বরদী থানার নওদাপাড়া গ্রামের আনসারুল হক প্রামাণিকের ছেলে। তিনি ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিয়ের আগের দিন বরের এমন নির্মম মৃত্যুতে পুরো এলাকা জুড়ে আনন্দের পরিবর্তে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনরা জানান, রোববার জুলফিকার আলীর আলীর গায়ে হলুদ ও সোমবার বিয়ের দিন ধার্য ছিল। রোববার সকালে তিনি বাড়ি থেকে নিজেই প্রাইভেটকার চালিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসা বোন ও ভগিনীপতিকে নেওয়ার জন্য বড়াইগ্রামের বনপাড়ায় আসছিলেন। পথে উপজেলার গড়মাটি এলাকায় প্রাইভেটকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মহাসড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা ট্রাকের পিছনে ঢুকে পড়ে। এতে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ ও প্রাইভেটকারটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। নিহতের স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে পিকআপভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও একজন। রোববার (২২ মার্চ) বিকালে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব মহাসড়কের কুলিয়ারচর উপজেলার দাড়িয়াকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- দরিয়াকান্দি এলাকার বিজয় (১৮) ও তার বন্ধু জাবির হোসেন (১৮)।

পুলিশ জানায়, কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতি ইউনিয়নের দারিয়াকান্দি এলাকায় একই মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মুরগিবোঝাই করা একটি পিকআপভ্যান মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন বিজয় ও জাবির।

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে ঈদের আনন্দে ঘুরতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুই বন্ধু নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়কের শান্তিগঞ্জ উপজেলার গাগলী এলাকায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- শান্তিগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাক ইউনিয়নের মুক্তাখাই গ্রামের মৃত উকিল আলীর ছেলে সাফিকুল ইসলাম (২৮) ও তার বন্ধু সাইদুল ইসলাম।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাফিকুল ইসলাম নামের তরুণ দুই বন্ধুকে নিয়ে শান্তিগঞ্জের নিজ গ্রাম থেকে মোটরসাইকেল করে তাহিরপুরের পর্যটন কেন্দ্র শিমুল বাগানে ঘুরতে যাওয়ার জন্য রওনা দেন। পথে সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়কের গাগলী এলাকায় এসে তাদের মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলের সামনের অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সফিকুলের শরীরের হাড় ভেঙে গাছের ভেতরে ঢুকে যায়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার সঙ্গে থাকা দুই বন্ধুর মধ্যে সাইদুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হলে পথে তার মৃত্যু হয় এবং অপর আহত গুলজার আহমদকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আমজাদ হোসেন বললেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিনজনের মধ্যে হাসপাতালে আসার আগেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে পথে তিনি মারা গেছে বলে জানা গেছে। অন্য আরেকজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শান্তিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. অলি উল্যাহ বলেন, গাগলী এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও একজন আহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

টেকনাফ (কক্সবাজার): কক্সবাজারের টেকনাফে শাহপরীর দ্বীপ সড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকালে টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ হারিয়াখালী সড়কে পর্যটকবাহী একটি গাড়ি ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আনিস (৩০) টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের হারিয়াখালী এলাকার বকসুর ছেলে।

টেকনাফ মডেল থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

নওগাঁ : নওগাঁর রাণীনগরে ঈদের দিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে ভটভটি উল্টে পুকুরে পড়ে এক কিশোর মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। শনিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে ভাটকৈ-দেউলা রাস্তার ভাটকৈ খগেনের পুকুরপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. হৃদয় (১২) রানীনগর উপজেলার আমিরপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। রাণীনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বাবলু পাল এ ঘটনার সত্যতা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ-জুলাই গণ-অভ্যুত্থান গবেষণায় ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে গবেষণায় অনুদান দিতে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সম্প্রতি 'গবেষণা (পরিচালনা, অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা) নির্দেশিকা ২০২৬' প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। নির্দেশিকায় গবেষণার ধরন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থ ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি নিশ্চিতের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, গবেষণাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক-শ্রেণির দলীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় ১০ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হবে। খ-শ্রেণির একক গবেষণায় ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা এবং গ-শ্রেণির একক গবেষণায় সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। গবেষণার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় প্রয়োজনে এই আর্থিক সীমা পুনর্নির্ধারণ করা যাবে। গবেষণার মেয়াদ যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২, ৯ ও ৬ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার অনুদান ধাপে ধাপে ছাড় করা হবে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) গ্রহণের পর প্রথম কিস্তিতে ৪০ শতাংশ অর্থ দেওয়া হবে। গবেষণার অন্তত অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হলে মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (মিড-টার্ম রিপোর্ট) উপস্থাপনের ভিত্তিতে আরও ৪০ শতাংশ এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা ও অনুমোদনের পর বাকি ২০ শতাংশ অর্থ ছাড় করা হবে।

পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থের হিসাব সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তি দেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গবেষণার মোট বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ সম্মানী হিসেবে গবেষণা পরিচালক, সহ-গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে। এর মধ্যে গবেষণা পরিচালক সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ, সহ-গবেষকরা ১৫ শতাংশ এবং গবেষণা সহযোগী ও সহকারীরা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত সম্মানী পাবেন। বাকি অর্থ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যাবে।

নির্দেশিকায় গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ইতিহাস-ইতিবৃত্ত, সংগ্রাম, প্রভাব ও ফলাফল; গণমানুষের অংশগ্রহণ; বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ তালিকার যাচাই এবং প্রশাসনিক সংস্কার; ১৯৭১ সালের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শরণার্থী বিষয়ক পরিসংখ্যান ও দলিলায়ন; শহীদ বুদ্ধিজীবী, বধ্যভূমি ও শহীদদের নিয়ে গবেষণা; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম ও জনসচেতনতা; নারী, শিশু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ ও অভিজ্ঞতা; ডিজিটাল আর্কাইভ, জিআইএস ম্যাপিং ও স্মৃতিভিত্তিক প্রামাণ্য সংরক্ষণ; পাশাপাশি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও কারণ, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ; শহীদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন; রাষ্ট্র সংস্কারে এর চেতনার বাস্তবায়ন; গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং শহীদ ও জুলাই যোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা-এছাড়াও মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও গবেষণা পরিচালনা করা যাবে।

অর্থ ব্যবস্থাপনায় কঠোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা শেষ না হলে বা প্রতিবেদন বাতিল হলে গৃহীত অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে হবে। একইভাবে ব্যয় শেষে কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। সব ধরনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভাউচার, রশিদ ও ব্যয় বিবরণী জমা দিয়ে হিসাব সমন্বয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, গবেষণার অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে আসবে। ব্যয় নির্বাহে সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান ও অডিট ব্যবস্থার অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

গবেষণা কার্যক্রম বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে। এতে আরও বলা হয়েছে, গবেষণায় গুণগত মান, নিরপেক্ষতা ও নৈতিকতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। কোনো ধরনের চৌর্যবৃত্তি প্রমাণিত হলে গবেষণা বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারণ, আইন সংস্কার, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ব্যবহারের কথাও উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশিদের জন্য অভিবাসী ভিসা স্থগিতের ব্যাখ্যা দিল মার্কিন দূতাবাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করার ব্যাখ্যা দিয়েছে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস। সোমবার (২৩ মার্চ) মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বার্তায় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কল্যাণ সুবিধা ব্যবহারের হার বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশিদের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বার্তায় জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো অভিবাসীরা যাতে অবৈধভাবে সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা গ্রহণ না করেন বা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে না দাঁড়ান, তা নিশ্চিত করা।

যেসব দেশের নাগরিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কল্যাণ সুবিধা ব্যবহারের হার বেশি, সেই প্রেক্ষাপটে

বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট।

এই স্থগিতাদেশের ফলে আমাদের যাচাই ও বাছাই নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করার সময় মিলবে, যাতে সেগুলো আমেরিকানদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এই স্থগিতাদেশ অনভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যার মধ্যে পর্যটক বা শিক্ষার্থীদের ভিসাও অন্তর্ভুক্ত।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা বন্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে

আত্মহত্যার বন্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে . এক বছরে চার শতাধিক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা আমাদের সমাজ, পরিবার ও নীতিনির্ধারকদের কাছে কতটা উপেক্ষিত। অথচ মানসিক সংবেদনশীলতার দিক থেকে সবচেয়ে নাজুক এই সময়ে শিশু-কিশোর ও তরুণেরা নানা মানসিক চাপ, বিষণ্নতা ও হতাশায় ভোগেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বুলিং, সহিংসতাও নারী শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার পেছনে বড় একটি কারণ।

সম্প্রতি আত্মহত্যা প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করা আঁচল ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় উঠে এসেছে, হতাশা, অভিমান, প্রেম, পারিবারিক টানাপোড়েন, মানসিক অস্থিতিশীলতা ও যৌন নির্যাতনের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। ১৬৫টি স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি জানাচ্ছে, ২০২৫ সালে মোট ৪০৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও রয়েছেন। করোনা মহামারির অভিঘাতের কারণে ২০২২ (৫৩২ জন) ও ২০২৩ (৫১৩ জন) সালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যা বেড়েছিল। ২০২৪ সালে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার সংখ্যা কমে ৩১০ হলেও ২০২৫ সালে আবারও বেড়েছে।

গত বছর আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই স্কুলপড়ুয়া। এ তথ্যই প্রমাণ করে, আমাদের শিশুদের ওপর প্রতিযোগিতার চাপ কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা নিশ্চিত করে যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর। নীতিনির্ধারক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এটা বুঝবে হবে যে পিঠে বইয়ের ব্যাগের বড় বোঝা, কোচিং-প্রাইভেট আর ভালো ফল মানেই ভালো শিক্ষা নয়। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, শিক্ষাবিদদের সতর্কতার পরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বৃত্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ক্লাসে পরীক্ষা বাড়ানো হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক এসব পরীক্ষা শিশুদের ওপর বড় ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করে। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আত্মহত্যাপ্রবণতা বেশি। গত বছর মোট আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীর ৬২ শতাংশই ছিল নারী শিক্ষার্থী। এ তথ্যই বলে দেয়, আমাদের পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি এখনো যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার বেশি হওয়ার বড় কারণ হলো, পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাজনিত চাপ। শুধু শিক্ষার্থী নয়, সব বয়সী মানুষের মধ্যেই আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য জানাচ্ছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার ৪৯১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এর অর্থ গড়ে প্রতিদিন ৪১ জন আত্মহত্যা করেছেন। আমরা মনে করি, আত্মহত্যার এই সুনামি প্রতিরোধে সরকারকে অবশ্যই নাগরিকের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও গণমাধ্যম প্রচারণার মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব। সাইবার বুলিংসহ ডিজিটাল পরিসরে সংঘটিত যেকোনো অপরাধ ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগই শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে।সর্বোপরি এই ব্যাপারে সরকারকেও সতর্ক থাকতে হবে

তিন প্রজন্মের উন্নয়ন দর্শনে আগামীর বাংলাদেশ

খালিদ বিন আনিস

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি নেতৃত্বে ধ্বংসস্তূপ থেকে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের এক অনন্য পরম্পরা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৫-পরবর্তী চরম বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। পরবর্তীকালে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পর ধ্বংসপ্রায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর বর্তমানে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। দীর্ঘ দুই দশক পর রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এক বিধ্বস্ত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের যে কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন, তা মূলত জিয়া ও খালেদা জিয়ার সেই হিমালয়সম দৃঢ়তা ও সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতারই আধুনিক প্রতিফলন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৫-১৯৮১) ছিল মূলত একটি আত্মমর্যাদাশীল ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লড়াই। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তিনি একটি অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। তার প্রবর্তিত 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের মানুষের পরিচয় ও ঐক্যের মূলমন্ত্র।

জিয়াউর রহমানের অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল ভিত্তি ছিল মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং কৃষি উন্নয়ন। কৃষিকাজে সেচ সুবিধার জন্য তিনি দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছিলেন, তা কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের সার ও উচ্চফলনশীল বীজ বিতরণ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ বাংলার অন্ধকার দূর করার উদ্যোগ নেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান প্রধান দুটি স্তম্ভ, তৈরি পোশাকশিল্প এবং জনশক্তি রপ্তানি, তার সময়েই প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার পিতার সেই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করে ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। শহীদ জিয়ার জাতীয়তাবাদের ধারণাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে তিনি 'রেইনবো নেশন' রূপরেখা সামনে এনেছেন, যা প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধে এবং মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষা খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৬) দেশের শিক্ষা, নারী উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তার শাসনামলের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় শিক্ষা খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে। মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়াতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা এবং দেশব্যাপী উপবৃত্তি প্রথা চালু ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় একটি স্বীকৃত মডেল। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে তিনি একটি শিক্ষিত প্রজন্মের ভিত্তি গড়ে দেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল যুগে উন্নীত করতে 'এক শিক্ষক, এক ট্যাব' প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। খালেদা জিয়ার আমলের মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ১৯৯১ সালে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট প্রবর্তনের সাহসী সিদ্ধান্তই আজ বাংলাদেশের রাজস্ব কাঠামোর প্রধান শক্তি। তার সময়েই যমুনা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল এবং মোবাইল ফোনের লাইসেন্স উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তারেক রহমান এখন সেই উত্তরাধিকারকে ধারণ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে রপ্তানির দ্বিতীয় প্রধান খাত হিসাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন।

তারেক রহমানের নেতৃত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, তার সুনির্দিষ্ট '৩১ দফা' রাষ্ট্র সংস্কার রূপরেখা। ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্বাহী ক্ষমতার সুষম বণ্টন, আইনসভাকে সমৃদ্ধ করতে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে অবাধ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল তার সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এক মাসের মাথায় ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে তিনি দেশব্যাপী 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। এর মাধ্যমে নিম্নবিত্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের খাদ্য সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধি এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন প্রমাণ করে, সরকার শুধু মেগাপ্রকল্পের চাকচিক্য নয়, বরং প্রশাসনিক স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যে বছরে ১০ লাখ কর্মসংস্থান এবং আইটি খাতে বিশাল জনশক্তি তৈরির পরিকল্পনা শহীদ জিয়া ও খালেদা জিয়ার উন্নয়ন দর্শনেরই এক আধুনিক প্রতিফলন।

রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ও বৈশ্বিক সংযোগের প্রতীক হিসাবে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের ইতিহাস এ তিন প্রজন্মের অবদানের এক অনন্য যোগসূত্র বহন করে। ১৯৮০ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (বর্তমানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) উদ্বোধন করে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশপথের সরাসরি যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ যেন দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শক্তিশালী কানেক্টিভিটি-হাব হিসাবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এ বিমানবন্দরের ব্যাপক আধুনিকায়ন, রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিক এভিয়েশন হাবে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিয়েছেন। বিমানবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃতীয় টার্মিনালের পূর্ণাঙ্গ আধুনিকায়ন এবং ই-গেট ও স্বয়ংক্রিয় কার্গো ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে তিনি দেশের রপ্তানি ও পর্যটন খাতে নতুন গতির সঞ্চার করেছেন। কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের এ পরিক্রমা মূলত শহীদ জিয়ার দূরদর্শিতা, খালেদা জিয়ার নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং তারেক রহমানের বৈশ্বিক মানের আধুনিকায়নের এক অনন্য মেলবন্ধন।

তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করে প্রতিবেশী ও বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ শহীদ জিয়ার পররাষ্ট্রনীতিরই এক সার্থক ধারাবাহিকতা। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে মেগা প্রকল্পের নামে অতীতে হওয়া অনিয়মের তদন্তে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও উন্নত করবে।

শহীদ জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া যেমন প্রতিকূল সময়ে দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তা দিয়ে রাষ্ট্রকে সংকটমুক্ত করেছিলেন, তারেক রহমান আজ সেই একই নীতি ও আদর্শ নিয়ে রাষ্ট্র মেরামতের পথে হাঁটছেন। তার নেতৃত্বে শুরু হওয়া রাষ্ট্র সংস্কারের এই অগ্রযাত্রা সফল হলে বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে না, বরং এটি হবে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র। ১০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ বা শিক্ষা খাতে বিশাল বরাদ্দ, এসবই প্রমাণ করে যে, সরকার জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে তারেক রহমান আজ প্রমাণ করছেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুধু অতীতে ফিরে যাওয়া নয়, বরং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মানে শুধু ক্ষমতায় আরোহণ নয়, বরং পূর্বসূরিদের আদর্শকে আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তার '৩১ দফা' বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে।

ঈদের ছুটিতে সিলেটে পর্যটকের ঢল

সিলেট অফিস : পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটিতে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলো ছিল পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত। বিগত আন্দোলন, নির্বাচন ও রমজান সহ নানা প্রেক্ষাপটে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে পর্যটকদের উপস্থিতি ততটা ছিল না। ঈদ বা বিভিন্ন উপলক্ষ এলে পর্যটকেরা ঘুরতে আসেন সিলেটে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ব্যবসা আশানুরূপ হয়নি বলে জানিয়েছেন পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর সিলেট দেখতে প্রতিবছরই ভীড় জমান পর্যটকেরা। তবে বিভিন্ন উপলক্ষ এলে তা বেড়ে যায়। মানুষ ছুটি পেলেই প্রকৃতি দেখতে সিলেটে চলে আসেন। সেখানে এসে ঘুরে যান। মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার শীতল জল আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ছুটে চলেন সিলেটের সাদাপাথর, জাফলং, বিছানাকান্দি, উৎমা, পান্তুমাই। সেখানে গিয়ে সকল ক্লান্তি দূর করতে তারা পানিতে গা ভেজান। সেখানে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে আসা পর্যটকরা মেতে উঠেন জলকেলিতে। কেউ ছবি তুলছেন, কেউবা স্বচ্ছ নীল জলে সাঁতার কাটছেন। এই ঠান্ডা জলে সাঁতার কেটে নিজেদের ক্লান্তি দূর করছেন তারা। এছাড়া রাতারগুল ও চা-বাগানেও ছিল পর্যটকদের ভীড়।

পর্যটকদের বাড়তি চাপের কথা মাথায় রেখে এবার সিলেটের প্রতিটি পর্যটনকেন্দ্রে স্থানীয় প্রশাসন ও টুরিস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নৌকার ভাড়া নির্ধারণ এবং পর্যটকদের চলাচলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবকরা।

সিলেটের সাদাপাথরের হোটেল আল বেলার মালিক লিটন মিয়া জানান, ঈদের দিন থেকে পর্যটকেরা সাদাপাথরে আসা শুরু করেছেন। অনেকটা গ্যাপ শেষে মানুষজন আসছেন। মোটামুটি ব্যবসা হয়েছে। তবে আশানুরূপ হয়নি। এবছর তেমন মানুষজন আসেন নি। এখন দেশের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হয়েছে। আশা করছি এখন থেকে পর্যটকেরা ঘুরতে আসবেন।

জাফলং গ্রিন রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জাফলং পর্যটন হোটেল-মোটেল মালিক সমিতির সভাপতি বাবলু বখত জানান, এবার মোটামুটি ভালো ব্যবসা হয়েছে। হোটেলে বুকিং ভালো ছিল। আগেরবারের থেকে এবার ব্যবসা ভালো হয়েছে।

সিলেট নগরীর হোটেল গ্রান্ড ভিউর জিএম রায়হান আহমদ জানান, এবার গতবারের তুলনায় ৩০ ভাগও ব্যবসা হয়নি। অন্যান্য সময় ঈদ, পূজা বা বিভিন্ন উপলক্ষ থাকলে আমাদের একটি রুমের জন্য অন্তত ১০ জন লোক যোগাযোগ করতো। তখন অনেক চাপ সহ্য করা লাগতো। কিন্তু, এবছর সেরকমটা হয়নি। শুধু আমাদের না, অন্যান্য হোটেলেও যোগাযোগ করেছি। তারাও একই কথা বলেছেন। হোটেল-মোটেল অনেকটাই খালি। যার কারণে আশানুরূপ ব্যবসা হয়নি এবার ঈদে।

একই কথা সিলেটের বেশ কয়েকটি হোটেল মালিকেরও।

সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পদ্মাসন সিংহ বলেন, মোটামুটি ৫ লক্ষাধিকের মতো পর্যটক সিলেটে আসছিলেন। সিলেটে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। অনেক হোটেল-মোটেলের মালিক জন বলছেন তাদের প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ ভাগের মতো বুকিং হয়েছে। তবে পর্যটকের উপস্থিতি খারাপ হয়েছে বলে মনে হয় নি। কোথাও বেশি গেছেন আবার কোথাও হয়তো কম ছিল। তাদের সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল।

পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) থেকে সংবাদদাতা : দেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এলাকায় সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা থাকে। তবে বড় উৎসবকে ঘিরে এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সীমান্তবর্তী উপজেলা বড়লেখার এই পর্যটনস্থলে ঈদের ছুটিতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

ইজারাদার সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঈদের দিন শনিবার, রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার- এই চার দিনে প্রায় ১৭ হাজার পর্যটক মাধবকুণ্ডে ভ্রমণ করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উন্মুক্ত পরিবেশ ও সবুজে ঘেরা পাহাড়ি আবহ পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। ফলে এখানকার ব্যবসায়ী, স্থানীয় আলোকচিত্রীরা ও ইজারাদারসহ সবার মুখে ফিরেছে তৃপ্তির হাসি।

সরেজমিনে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মাইক্রোবাস ও বাসযোগে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাধবকুণ্ড ইকোপার্কে ভিড় করছেন। পুরো এলাকা পরিণত হয়েছে মানুষের মিলনমেলায়। পর্যটকদের মধ্যে দেশি-বিদেশি উভয় দর্শনার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কেউ জলপ্রপাতের পানিতে নেমে আনন্দ উপভোগ করছেন, কেউ পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুলছেন। উৎসবমুখর পরিবেশে সবাই আনন্দে মেতে উঠেছেন।

বর্ষার শুরুতেই ঈদের ছুটি পড়ায় প্রকৃতির রূপ যেন আরও মোহনীয় হয়ে উঠেছে। পানিতে টইটম্বুর ঝর্ণা, পাহাড়ি নির্মল বাতাস, সবুজে ঘেরা পরিবেশ আর গর্জনধ্বনিতে ভরপুর জলধারা মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব আবহ।

মানিকগঞ্জের বাসিন্দা ব্যবসায়ী কার্তিক পাল পরিবারসহ ঘুরতে এসে জানান, ব্যবসার ব্যস্ততায় সারা বছর ঘোরার সুযোগ হয় না। ঈদের ছুটিতে সন্তানদের স্কুল বন্ধ থাকায় তিনি পরিবার নিয়ে এখানে এসেছেন। প্রথমবার এসে তার অভিজ্ঞতা ভালো লেগেছে। তিনি বলেন, বসা ও বিশ্রামের জন্য পাকা শেড নির্মাণসহ কিছু উন্নয়ন কাজ পর্যটকদের জন্য সুবিধাজনক হয়েছে।

বরিশাল থেকে আসা মনিরুল হক পরিবার নিয়ে দ্বিতীয়বারের

মতো মাধবকুণ্ডে এসেছেন। তিনি জানান, আগের তুলনায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। তবে বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টিকের বোতল ও খাবারের মোড়ক পড়ে থাকতে দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তার মতে, পরিবেশ সংরক্ষণে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হলে এই পর্যটনকেন্দ্র বছরজুড়ে আরও বেশি দর্শনার্থী আকর্ষণ করতে পারবে।

ব্যবসায়ী রাহেল আহমদ বলেন, ঈদুল ফিতরের ছুটিতে হাজারো পর্যটকদের আনাগোনায় মুখরিত হয়েছে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত। পর্যটকদের ব্যাপক উপস্থিতিতে আমাদের ব্যবসা ভালো যাচ্ছে।

মাধবকুণ্ডের প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনরত রাজু আহমদ জানান, চার দিনে প্রায় ১৭ হাজার পর্যটকের সমাগম হয়েছে এবং ছুটি অব্যাহত থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তিনি আরও বলেন, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টুরিস্ট পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা দায়িত্ব পালন করছেন। সব মিলিয়ে ঈদের ছুটিতে মাধবকুণ্ডে পর্যটকদের ব্যাপক উপস্থিতি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এবং পুরো এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

টুরিস্ট পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঈদের দিন থেকে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড় হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তায় আমরা সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছি এবং কাজ করছি। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

শান্তিগঞ্জে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত- ১০

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেয়াকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুল মমিন মনির মিয়ার পক্ষের মোহাম্মদ আলীকে(৪৫) সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত রোববার রাত আনুমানিক ১১ টায় শান্তিগঞ্জের পাথারিয়া বাজারে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের ঘটনায় পাথারিয়া বাজারের ৩ টি দোকান এবং ৩ টি মোটরসাইকেল ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সংর্ঘষস্থল থেকে ৭ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। পরে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সংঘর্ষে জড়িত দুইপক্ষই স্থানীয় বিএনপির ফারুক আহমদ ও আনছার উদ্দিনের সমর্থক।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি ফেসবুক আইডি থেকে দেওয়া স্ট্যাটাস নিয়ে গাজীনগর গ্রামের আব্দুল মমিন মিয়া ও আঙ্গুর মিয়ার লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা বিষয়টি সামাজিকভাবে নিস্পত্তির জন্য রাত নয়টায় উভয়পক্ষকে নিয়ে সালিস বৈঠকে বসেন। একইসময় মনির মিয়ার লোকজন আঙ্গুর মিয়ার মালিকানাধীন বারাকাত রেষ্টুরেন্টে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট শুরু হয়। একপর্যায়ে খবর পেয়ে আঙ্গুর মিয়ার পক্ষের লোকজনও এসে সংঘর্ষে যুক্ত হয়। দুইপক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায়। পুলিশের উপস্থিতিতেও চলতে থাকে সংঘর্ষ। শেষে শান্তিগঞ্জ সেনাক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনী যায় সেখানে। সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ৭ জনকে আটক করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ বিষয়ে আংগুর মিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ফেসবুক স্ট্যটাস কে বা কার উদ্দেশ্যে কোন আইডি থেকে দিয়েছে এটি জানি না। অপরিচিত আইডির স্ট্যাটাস বলেছেন অনেকে। মূলত: সরকারি যাত্রী ছাউনি মনির মিয়ার লোকজন ভেঙে ফেলায় বেশ কিছুদিন হয় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এরমধ্যে ফেসবুক স্ট্যটাসকে উপলক্ষ করে একদিকে পরিকল্পিতভাবে সালিস বৈঠকে বসে মনির মিয়ার লোকজন অন্যদিকে তারাই রাজ্জাকের নেতৃত্বে আঙ্গুর মিয়ার দোকান বারাকাত রেস্টুরেন্টে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট করে ক্যাশে থাকা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ঐ দিনের বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয় আব্দুল মমিন মনির মিয়া পাথারিয়া গ্রামের রাজ্জাক মেম্বারের পক্ষের লোকজন। পাশাপাশি সাবেক মেম্বার আক্কাস মিয়ার মালিকানাধীন রিহান স্টোরের ক্যাশে রাখা আড়াই লাখ টাকা ও মালামাল লুটপাঠ করে একই পক্ষের লোকজন। বারাকাত রেস্টুরেন্ট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া এবং তিনটি মোটর সাইকেল ভাংচুর করা হয়। মনির মিয়ার পক্ষের লোকজনের এলোপাতাড়ি হামলায় আমাদের পক্ষের কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছে। গুরুতর আহত আতাউর (২৮), জাবেদ (২০) ও ইউনুস (২৪) কে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আরও বলেন মোহাম্মদ আলীর উপর আমার পক্ষের লোকজন কোন হামলা করেনি। এই হামলা তাদের পক্ষের লোকজন করে আমাদের পক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আব্দুল মমিন মনির মিয়া বলেন, ফেসবুকে পোস্ট কে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সুত্রপাত। যা পাথারিয়া গ্রামের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হয়। পরে দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ক্যান্সার-পরবর্তী প্রয়োজন নিয়মিত ফলোআপ

অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী

ক্যান্সার থেকে সেরে উঠলেও চিকিৎসকের কাছে গিয়ে নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে। চিকিৎসা-পরবর্তী দিনগুলোতে সতর্ক হয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাঁরা ক্যান্সার সারভাইভার তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ফলোআপ দরকার হতে পারে। এতে দ্বিতীয়বার ক্যান্সারে ফিরে আসার আশঙ্কা কমে।

যাঁদের কোনো একটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আছে এবং যাঁরা ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁরা সকলেই ক্যান্সার সারভাইভার। ক্যান্সার অনেক দিন ধরে চলার পর একসময় তা শেষ হয়। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত থাকে।

কেন জরুরি ফলোআপ?

ক্যান্সার চিকিৎসার পরও এর

লক্ষণগুলো ফিরে আসছে কি না তা দেখবেন চিকিৎসক।

চিকিৎসার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না সেটাও পরীক্ষা করবেন। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরও রোগীরা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সমস্যায় ভোগেন। এগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলা হয়। ফলোআপের অংশ হিসেবে কিছু শারীরিক পরীক্ষা বা রক্ত পরীক্ষা করতে হতে পারে।

ক্যান্সার সারভাইভারের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন তিনি। নির্দিষ্ট কিছু টেস্ট করতে দেবেন।

শিশু বা তরুণ ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ফলোআপ বেশি দরকার হয়। ক্যান্সার সেরে যাওয়ার পর শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন পেটের সমস্যা, বদ হজম, মাথা ধরা।

এর সঙ্গে মানসিকভাবে সুস্থ থাকাও বড় একটি চ্যালেঞ্জ। লেখাপড়া, বাইরে সময় কাটানো, শরীরচর্চা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করে এই সংকট কাটানো যেতে পারে। এর পাশাপাশি আনন্দে সময় কাটানোর জন্য কিছু সময় বরাদ্দ রাখা জরুরি। দুশ্চিন্তাও কমাতে হবে।

অন্যান্য রোগ সম্পর্কেও সতর্ক হতে হবে

অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। দেহের ওজন, হার্টের সমস্যা, হাড়ক্ষয়, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, আর ডায়াবেটিস থাকলে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে।

জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন দরকার খাবারে কী কী থাকবে তা জেনে নিতে হবে রেজিস্টারড ডায়েটিশিয়ানের কাছ থেকে। যথেষ্ট পানি পান করতে হবে। শরীরকে ডিহাইড্রেটেড রাখা যাবে না। বাদ দিতে হবে কোমল পানীয়। রোদে বের হওয়ার আগে ত্বকে লাগাতে হবে সানস্ক্রিন, সঙ্গে রাখতে হবে ছাতা। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে হবে।

যা মেনে চলবেন

প্রথমবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সময় শরীরে যেসব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সেগুলো চিনে রাখতে হবে। যেকোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভুলে যাওয়া মানেই কি আলঝেইমার্স?

ডা. হুমায়ুন কবীর হিমু

আলঝেইমার্স একটি নিউরোলজিক্যাল রোগ। এই রোগে মস্তিষ্কের কোষে এক ধরনের কেমিক্যাল জমা হয়। এতে কোষটি মারা যায়। দেখা দেয় স্মৃতিক্ষয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় কথা বলার সমস্যা, মানসিক সমস্যা। স্বাভাবিক জীবনযাপন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

ভুলে যাওয়া মানেই কি আলঝেইমার্স? অনেকে মনে করেন, ভুলে যাওয়া রোগ মানেই আলঝেইমার্স রোগ। কিন্তু এটা সত্যি নয়।

ভুলে যাওয়া রোগকে চিকিৎসার ভাষায় বলে ডিমেনশিয়া। বাংলায় বলা যায় স্মৃতিক্ষয় রোগ। অনেক কারণেই ভুলে যাওয়া রোগ হতে পারে। মোটাদাগে এই কারণগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ইররিভারসিবল বা অপ্রতিরোধযোগ্য

এ কারণগুলোতে যে ডিমেনশিয়া দেখা দেয়, তা কখনো ঠিক করা যায় না বা এটা দিন দিন বাড়তেই থাকে। খারাপ ধরনের ডিমেনশিয়া এটা। এ ধরনের ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাপন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আলঝেইমার্স রোগ কিন্তু এ ভাগেই পড়ে। এটা ছাড়া আরো আছে ফ্রন্ট টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া, ডিমেনশিয়া উইথ লিউ বডি, পারকিনসন্স ডিজিজ ডিমেনশিয়া, মাল্টি ইনফার্কট ডিমেনশিয়া, হান্টিংটন ডিজিজ, উইলসন্স ডিজিজ ইত্যাদি।

রিভারসিবল বা চিকিৎসাযোগ্য

মস্তিষ্কের কিছু কারণেও ডিমেনশিয়া দেখা দিতে পারে। এ ধরনের ডিমেনশিয়া চিকিৎসায় উন্নতি হয়। এ কারণগুলোর মধ্যে আছে; যেমনড়

♦ মাদক সেবন।

♦ হরমোনের রোগ; যেমনড় হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপো বা হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, অ্যাড্রেনালগ্যান্ড ইনসাফিসিয়েন্সি।

♦ বিভিন্ন অঙ্গ ফেইলিওর; যেমনড় কিডনি, লিভার, রেসপিরেটরি ফেইলিওর।

♦ ভিটামিনের অভাব; যেমনড় ভিটামিন-বি১২, নিকোটিনিক এসিড, ভিটামিন-বি১।

♦ মস্তিষ্কের টিউমার।

♦ মস্তিষ্কের ক্রনিক ইনফেকশন-এইচআইভি, নিউরোসিসিলিস।

♦ মস্তিষ্কের আঘাত।

♦ নরমাল প্রেসার হাইড্রোকেফালাস।

♦ মানসিক কারণ অবসাদ, সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি।

সাধারণত ৬০ বছরের বেশি বয়স্করা ডিমেনশিয়ায় বেশি ভোগেন। বয়স বাড়লে আক্রান্তের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দেখা গেছে, ৮৫ বছরের বেশি বয়সীদের ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হন। আলঝেইমার্স ডিজিজ নামে রোগটি ডিমেনশিয়ার ৭০-৮০ ভাগ দায়ী। ডিমেনশিয়ার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ জায়গা নিয়ে আছে এটা।

পরিসংখ্যান

বিশ্বব্যাপী ডিমেনশিয়ার প্রকোপ কিন্তু অনেক। প্রায় ৫০ মিলিয়ন লোক ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। ডিমেনশিয়া নিয়ে বাংলাদেশে ২০১৯ সালের আগে জাতীয় পর্যায়ে কোনো সমীক্ষা হয়নি। তবে সম্প্রতি জাতীয় নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (নিনস) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। এতে দেখা যায়, বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে ডিমেনশিয়ার প্রাদুর্ভাব বা ব্যাপকতা ৮.১ শতাংশ। সংখ্যার বিচারে যা ১১ লাখ। সমীক্ষায় বলা হয়, আগামী ২০৪১ সালে দেশে এই রোগীর সংখ্যা হবে প্রায় ২৪ লাখ। অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যার চেয়েও প্রায় তিন গুণ বেশি। কাজেই আমাদের দেশেও কিন্তু ডিমেনশিয়ার অনেক রোগী আছেন। পরিসংখ্যান বলছে, সারা বিশ্বে প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে একজন আক্রান্ত হন আলঝেইমার্স রোগে।

শুরুতে কি আলঝেইমার্স চেনা যায়?

আলঝেইমার্স রোগের শুরু হয় ভুলে যাওয়া নিয়ে। স্মৃতিকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। শর্ট টার্ম মেমোরি ও লং টার্ম মেমোরি। সকালে কী দিয়ে নাশতা করেছি, এটা মনে রাখতে পারা শর্ট টার্ম মেমোরি। আর কোন স্কুলে পড়েছি, কবে এসএসসি পাস করেছি, এটা লং টার্ম মেমোরি। বেশির ভাগ আলঝেইমার্স রোগ শুরু হয় শর্ট টার্ম মেমোরি সমস্যা দিয়ে। যেমনড়মোবাইল কোথায় রেখেছেন, তা খুঁজে না পাওয়া, সকালের নাশতা কী খেয়েছেন, তা মনে করতে না পারা, হিসাব ভুল করা। মাঝেমধ্যে রাস্তা ভুলে যাওয়ার সমস্যাও হতে পারে। অনেকেই নিজের এ সমস্যা মেনে নিতে পারেন না। পরিবারের অন্যদের চোখে অস্বাভাবিক লাগলেও আক্রান্ত ব্যক্তির চোখে এটা স্বাভাবিক মনে হয়। শতকরা ২০ ভাগ রোগীর স্মৃতির কোনো সমস্যা থাকে না। কথা বলতে গেলে তাঁরা শব্দ খুঁজে পান না। এ কারণে তাঁরা কথা দ্রুত বলতে গেলে গুছিয়ে বলতে পারেন না। একই কথা পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। দেখা দেয় নানা রকম উপসর্গ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কথা বলার সমস্যা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা। তবে লোকের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা চালিয়ে নিতে পারেন শুরুতে। শুরুতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় না তাঁদের সমস্যা আছে। সঙ্গে থাকে আচরণগত সমস্যা। শুরুতে খুব পরিচিত জায়গা ভুলে যান। স্টাইলিশ কেউ হঠাৎ করে ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরা শুরু করেন। যিনি সব সময় চুল পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতেন, তাঁর চুল থাকে উস্কখুস্ক। মুড খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। নিজের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থাকেন। কথা বলার সমস্যা এসে যুক্ত হতে থাকে। কথা বুঝতে পারেন কম। কথা বলেন কম। আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের সমস্যা বুঝতে পারেন। তাই তিনি দুশ্চিন্তা করেন। পরিচিত কাউকে চিনতে না পারার কারণে লজ্জিত হন। ডিপ্রেশন তাঁকে ঘিরে ধরে, কিন্তু পরে তিনি বেশ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যান। যে কাউকে মারধর করতে চান। তাঁর মধ্যে নানা মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। তিনি পরিচিতদের অপছন্দ করেন, মনে করেন তাঁরা তাঁকে মেরে ফেলবেন। যে জীবনসঙ্গীকে ভালোবেসেছেন নিজের থেকেও বেশি, শেষ বয়সে এসে তাঁকে সন্দেহ করা শুরু করেন। রোগ বাড়তে থাকলে যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেন। খাবার গিলতেও ভুলে যান। এক লোকমা খাবার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। এভাবেই একসময় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পরিবারে কেউ আক্রান্ত হলে কি ঝুঁকি বাড়ে?

সাধারণত বয়স বেশি হলে আলঝেইমার্স রোগের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, আলঝেইমার্স বংশগতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কম বয়স, বিশেষ করে ৫০ বছরের কমে এ রোগে আক্রান্ত হলে সন্দেহ করা হয় জেনেটিক মিউটেশনের কারণে এ রোগ দেখা দিয়েছে। এমনটি হলে রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হয়ে যায়। পরিবারের কেউ আলঝেইমার্স রোগে আক্রান্ত হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। নারীদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি। ডায়াবেটিস থাকলে ঝুঁকি বাড়ে তিন গুণ। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, রক্তে হোমসিস্টিন বেশি, মদ্যপান করলে এবং ফলমূল, শাক-সবজি কম খেলে ঝুঁকি বাড়ে।

কম বয়সে ভুলে যাই, আমি কি আলঝেইমার্সে আক্রান্ত?

আমরা ভুলে গেলেই মনে করি রোগ হয়েছে। কিছু জিনিস ভুলে যেতেই পারি, এটা স্বাভাবিক। আবার বয়স বেশি হলে ভুলে যাওয়া বাড়ে, এটাও স্বাভাবিক। ডিমেনশিয়া তখনই বলে যখন ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রভাব ফেলে। ভুলে যাওয়ার জন্য দৈনন্দিন কাজে বিঘ্ন ঘটে। কম বয়সে ভুলে যাওয়ার রোগ হচ্ছে মানসিক চাপ বা অবসাদ অন্যতম। এ ছাড়া চিকিৎসা করা যায় এমন কিছু রোগেও হতে পারে। তাই দেরি না করে দ্রুত নিউরোলজিস্টের পরামর্শ নিন।

রোগ নির্ণয়

এ রোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় শুরুতে যে চিকিৎসাযোগ্য কারণে ডিমেনশিয়া হয়, তা খুঁজে বের করার জন্য। ডিমেনশিয়ার মাত্রা বের করার জন্য মেন্টাল স্টেট পরীক্ষা করা হয়। নিউরোলজিস্টে পরীক্ষা করবেন। ডিমেনশিয়ার সব রোগীর নিউরোইমেজিং; যেমনড়সিটিস্ক্যান বা এমআরআই করতে হবে। এ ছাড়া রক্ত, হরমোনসহ নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। পেট সিটিস্ক্যানে রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে।

চিকিৎসা কি দেশে আছে?

আলঝেইমার্স রোগ নির্মূলের কোনো ওষুধ নেই। এর মানে কি এ রোগের চিকিৎসা নেই? আচ্ছা বলুন তো ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কি নির্মূল হয়? হয় না। ওষুধ খেয়ে রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আলঝেইমার্স রোগটিও এমন। ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এ রোগের চিকিৎসা করা হয় চার প্রকার ওষুধের মাধ্যমে। আমাদের দেশে এ রোগের চিকিৎসার সব ওষুধ পাওয়া যায়। নিউরোলজিস্ট রোগটি কতটা মারাত্মক, তা নির্ণয় করে সঠিক ওষুধ শুরু করবেন। শুরুতে কম ডোজের ওষুধ দিতে হয়। এরপর রোগের উন্নতি দেখে ওষুধের ডোজ বাড়াতে হয়। এ রোগের উন্নতি হয় খুব ধীরে। তাই অনেকেই আছেন রোগীর উন্নতি না হলে অস্থির হয়ে যান। একের পর এক চিকিৎসক পরিবর্তন করেন। এতে কিন্তু চিকিৎসা ব্যাহত হয়। ওষুধগুলোর দাম একটু বেশি, তবে তা নাগালের মধ্যেই।

আলঝেইমার্সে আক্রান্ত হলে করণীয়

♦ আলঝেইমার্সে আক্রান্ত হলে সব থেকে প্রথমে নিজেকে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় দেওয়া।

♦ পরিবারের ভালোবাসা, সাহায্য চান। নিজের পছন্দের কাজ করুন, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।

♦ সময়, স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় ভুলে যাওয়া এই রোগে স্বাভাবিক। তাই একটি ডায়েরিতে আপনার দরকারি কাজ, তারিখ, পরিবার, বন্ধুদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন।

♦ বই পড়া, খেলাধুলা, ক্রসওয়ার্ড পাজল সলভ করা বা বাদ্যযন্ত্র বাজালে আলঝেইমার্সের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সহজ হয়।

♦ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে মস্তিষ্ক সচল থাকে, আলঝেইমার্সের সঙ্গে লড়াই সহজ হয়।

♦ মানসিক চাপ ও অবসাদের সঙ্গে ঠিকঠাক মোকাবেলা করতে পারলে পজিটিভ জীবনবোধ তৈরি হবে।

♦ নিজের খাওয়াদাওয়া ও শরীরচর্চার ওপর জোর দিন।

পরিবারে আলঝেইমার্সের রোগী থাকলে করণীয়

♦ আলঝেইমার্সে আক্রান্ত রোগী শিশুর মতো হয়ে যান। তাই তাঁদের শিশুর মতোই টেককেয়ার করতে হবে।

♦ পরিবারে খুব হাসিখুশি পরিবেশ রাখার চেষ্টা করতে হবে।

♦ আলঝেইমার্সে আক্রান্তদের শারীরিকভাবে কর্মক্ষম রাখলে রোগ আস্তে চলা নীতি মেনে চলে। তাই তাঁদের নিয়ে বাইরে হাঁটতে যান।

♦ যাঁদের পরিবারে এ রোগী আছেন বা যাঁরা তাঁদের সেবাযত্ন করেন, তাঁদের মধ্যে মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনটি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নিজেকে সময় দিন।

প্রতিরোধ কি করা যায়?

আলঝেইমার্স রোগের প্রতিরোধব্যবস্থা নিয়ে অনেকেই জানতে চান। এটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা হলো : শাক-সবজি, মাছ, বাদাম বেশি করে খেলে এবং শারীরিক পরিশ্রম করলে এ রোগে আক্রান্তের আশঙ্কা কমে। এ ছাড়া ধূমপান, মদ্যপান না করলে ঝুঁকি কমে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখলে প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

সাবানার রোষানলে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা

সরকার বলছে, 'নিরাপদ' হিসেবে চিহ্নিত ২৫টি দেশে এই নিয়ম কার্যকর হবে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত, নাইজেরিয়া ও আলবেনিয়ার মতো দেশ। এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য, ১ লাখের বেশি জমে থাকা আশ্রয় আপিল দ্রুত কমানো। এছাড়া করদাতাদের খরচ কমানোও সরকারের বড় লক্ষ্য। তবে সমালোচকরা বলছেন, এতে অনেক মানুষ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। কারণ, আপিলের সুযোগ না পেয়ে কেউ কেউ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেরত যেতে বাধ্য হতে পারেন। সরকার বলছে, সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

গেছেন যে, নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে আলোচনা করছেন?'

এই কঠোর বক্তব্য ইরানি কর্তৃপক্ষের সেই অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তারা ট্রাম্পের আলোচনার দাবিকে 'ভুয়া খবর' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বুঝতে পেরেছে যে, তারা ইরানের পাল্টা প্রতিরোধকে অবমূল্যায়ন করেছে। অন্যদিকে, ইরান হয়তো সহজে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। বিশেষ করে ২৮শে ফেব্রুয়ারির বিমান হামলার পর, তখনো আলোচনা চলছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে উত্তেজনা এখন চরমে। ইসরাইলের ওপর বৃষ্টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছে ইরান। ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানা গেছে, মধ্যরাত থেকে মাত্র ১০ ঘণ্টার ব্যবধানে সাতটি পৃথক ধাপে এই হামলা চালানো হয়েছে। হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় দিমোনা শহরসহ নেগেভ পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকাগুলোতেও সাইরেন বেজে ওঠে।

মঙ্গলবার সকালে আইআরজিসি-র ছোড়া শক্তিশালী 'ইমাদ' ও 'কদর' ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কেঁপে ওঠে পুরো তেল আবিব এলাকা। ইসরাইলি জরুরি সেবা সংস্থা 'মাগেন ডেভিড অ্যাডম' নিশ্চিত করেছে যে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার পর সেটির ধ্বংসাবশেষ এবং সরাসরি আঘাতের ফলে অন্তত ছয়জন ইসরাইলি গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশি তথ্যানুযায়ী, প্রায় ১০০ কেজি ওজনের একটি শক্তিশালী ওয়ারহেডবাহী ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি জনাকীর্ণ এলাকায় আঘাত হানে। আল জাজিরার সরাসরি সম্প্রচারিত ফুটেজে দেখা গেছে, তেল আবিবের রাস্তাগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একাধিক যানবাহন দুমড়ে-মুচড়ে গেছে এবং একটি গাড়ি উল্টে থাকতে দেখা গেছে। বর্তমানে পুরো এলাকায় উদ্ধারকর্মী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ইরানের এই ৭৮তম ধাপের হামলা ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে দেশটির মধ্যাঞ্চলে অন্তত চারটি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে, যেখানে বর্তমানে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, শহরের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া উড়ছে। জরুরি উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এদিকে ইরানের এই হামলার পর বসে নেই ইসরাইলও। ইসরাইলি বিমান বাহিনী পাল্টা জবাবে ইরানের ভেতরে ৫০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা রয়েছে। আইডিএফ-এর তথ্যমতে, বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তারা ইরানি ভূখণ্ডে ৩,০০০-এর বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালিয়েছে।

অন্যদিকে, লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর নজিরবিহীন ও অব্যাহত সামরিক অভিযানে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক এক গোয়েন্দা মূল্যায়নের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, উত্তরের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে ইসরাইল তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অংশ দক্ষিণে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, যার ফলে অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণ অংশের আকাশ এখন কার্যত অরক্ষিত হয়ে পড়েছে।

তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত ১ মার্চ থেকে হিজবুল্লাহ তাদের অভিযানের তীব্রতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। হিজবুল্লাহর এই কৌশলী ও বিধ্বংসী আক্রমণের মুখে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উত্তর সীমান্তে মোতায়েন করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে দক্ষিণ ইসরাইলে এক ধরনের সামরিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা ইরান ও হিজবুল্লাহর সমন্বিত আক্রমণের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

এবার মার্কিন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ : ইরানে যৌথভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে গণহত্যাকারী ইসরাইল ও তাদের সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে হামলা শুরুর পর থেকে একের এক বিস্ফোরণের ঘটনা সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে। এবার নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রেই বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সস উপসাগরীয় উপকূলে একটি তেল শোধনাগারে বিশাল বিস্ফোরণের কারণে ভয়াবহ অগ্নিকা-ের সৃষ্টি হয়েছে। এতে আকাশে ধোঁয়ার কু-লী ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করতে বাধ্য করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, একটি শিল্প হিটারের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সূত্র জানায়, টেক্সসের পোর্ট আর্থারে অবস্থিত ভ্যালেরো তেল শোধনাগারে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ এবং ভয়াবহ অগ্নিকা- ঘটেছে। এতে আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যে ফোনকলে শুরু হয় যুদ্ধ : ইরানে হামলা হবে। তার ৪৮ ঘণ্টা আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বিরল ওই ফোনকলে কীভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিকে হত্যা করা যাবে তা বাতলে দেন নেতানিয়াহু। ট্রাম্পকে উদ্বুদ্ধ করেন ইরানে হামলা চালাতে। আলোচনা হয় গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে। এই গোয়েন্দা তথ্য ছিল বিরল। ট্রাম্পকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করে রাজি করান নেতানিয়াহু। সিদ্ধান্ত হয় কীভাবে হামলা হবে ইরানে। দুই নেতার এই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে ঘিরে একটি স্বল্প সময়ের অপারেশন চালানোর সুযোগ। এর মধ্যে ছিলেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি।

এই সুযোগই শেষ পর্যন্ত দুই নেতাকে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়। অনেকেই মনে করেন এভাবে ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে এনেছেন নেতানিয়াহু। এর প্রভাব পড়ে জ্বালানি খাতে এবং সরবরাহে চাপ তৈরি করে। অস্থির হয়ে ওঠে বিশ্ব। বাড়তে থাকে তেলের দাম। দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হামলা পূর্ববর্তী ওই আলোচনার অডিও মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের অনুসন্ধানে ফাঁস হয়েছে। এতে বলা হয়, যুদ্ধ শুরুর সপ্তাহের প্রথম দিকেই পাওয়া গোয়েন্দা তথ্য থেকে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু জানতেন যে, খামেনি ও তার ঘনিষ্ঠরা তেহরানে তার কম্পাউন্ডে একত্রিত হবেন। এটা 'ডিক্যাপিটেশন স্ট্রাইক' বা শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে হামলার জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে। এমনটাই জানায় রয়টার্স। তবে নতুন গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, হামলার দিন শনিবার রাত থেকে এগিয়ে শনিবার সকালে নিয়ে আসা হয় ইরানি নেতাদের বৈঠকের সময়। এর ফলে সময় আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি অভিযানের পক্ষে ছিলেন নেতানিয়াহু। তিনি ট্রাম্পকে যুক্তি দেন- খামেনিকে হত্যা করার জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর আসবে না। পাশাপাশি তিনি বলেন, এটি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অতীতে ইরানের কথিত হত্যাচেষ্টার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগও হতে পারে। এর মধ্যে ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে কথিত হত্যাচেষ্টার পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা হয়। ওই বিষয়ে মার্কিন আইন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আইআরজিসি'র কমান্ডার কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাকিস্তানি এক নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে লোক নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন।

ফোনকলের সময় ইতিমধ্যেই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অনুমোদন করেছিলেন ট্রাম্প। তবে কখন এবং কীভাবে তা শুরু হবে- সে বিষয়ে তখনো তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। এমন সিদ্ধান্তের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ওই অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছিল। অনেকেই তখন ধরে নিয়েছিল, হামলা অনিবার্য, শুধু সময়ের অপেক্ষা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে আগের একটি সম্ভাব্য হামলার সুযোগও বাতিল করা হয়েছিল। ওই ফোনকলে নেতানিয়াহুর যুক্তি ট্রাম্পের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কতোটা প্রভাব ফেলেছিল, তা স্পষ্ট নয়। তবে রয়টার্সের সূত্রগুলো বলছেন, এই ফোনকলই ছিল নেতানিয়াহুর শেষ ধাক্কা। এটাই ২৭শে ফেব্রুয়ারি 'অপারেশন এপিক ফিউরি' অনুমোদনের পথে ট্রাম্পকে এগিয়ে দেয়। নেতানিয়াহু এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি এমন একটি সুযোগ, যার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে অপছন্দের ইরানি নেতৃত্বকে সরানো সম্ভব এবং এতে ইরানের ভেতরে বিদ্রোহ শুরু হতে পারে, যা ১৯৭৯ সাল থেকে চলা ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে উল্টে দিতে পারে।

নির্দেশ দেয়ার পর পরই অভিযানটি দ্রুত এগোয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে প্রথম বোমা হামলা শুরু হয়। সন্ধ্যায় ট্রাম্প ঘোষণা দেন, খামেনি নিহত হয়েছেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি সরাসরি ফোনকল নিয়ে মন্তব্য না করলেও বলেন, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করা, নৌবাহিনীকে দুর্বল করা, প্রক্সি বাহিনীকে সহায়তা করার ক্ষমতা বন্ধ করা এবং ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা। নেতানিয়াহুর কার্যালয় বা জাতিসংঘে ইরানের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু একে 'ভুয়া খবর' বলে উড়িয়ে দেন যে, ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে এনেছে। তিনি বলেন, কেউ কি সত্যিই মনে করে কেউ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কী করতে হবে তা বলে দিতে পারে? অন্যদিকে ডনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছেন, হামলার সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ তার নিজের।

ওদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে নতুন হামলা বন্ধ করার সরাসরি নির্দেশনা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ওভাল অফিসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শানায়ে তাকাইচির সফরের সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, বুধবার দক্ষিণ পার্স গ্যাসক্ষেত্রে ইসরাইলের হামলার পর তিনি নেতানিয়াহুকে ইরানের তেল ও গ্যাস স্থাপনায় আর হামলা না করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলেছি, এটা করবেন না এবং তিনি তা করবেন না। তবে ট্রাম্প আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করলেও মাঝে মাঝে মতবিরোধ ঘটে। নেতানিয়াহু এক সংবাদ সম্মেলনে এই আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প ভবিষ্যৎ হামলা স্থগিত রাখতে বলেছেন এবং ইসরাইল তা মেনে নিয়েছে। তবে তিনি দাবি করেন, দক্ষিণ পার্সে হামলা এককভাবে ইসরাইলই করেছে। ইসরাইলের এই হামলার জবাবে ইরান দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা কাতারের রাস লাফান শিল্প এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি টার্মিনাল। কাতার এনার্জি এই হামলাকে বড় ধরনের ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছে। এরপর আরও হামলায় রাস লাফানের গ্যাস স্থাপনাগুলোতে আগুন ধরে যায়। ফলে কাতার সাময়িকভাবে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। পরে দেশটি তার দূতাবাস থেকে ইরানি সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে।

মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষিপ্রগতির প্যারাসুট বাহিনী মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র : ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগ দ্বীপ দখলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের অন্যতম শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতির ইউনিট দ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশন'-এর প্যারাসুট বাহিনীকে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবার ওয়াশিংটন পোস্ট এক বিশেষ প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে।

পারস্য উপসাগরে অবস্থিত খারিগ দ্বীপটি ইরানের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল এই দ্বীপের মাধ্যমেই বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়। মার্কিন সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দ্বীপটি কবজা করতে পারলে তেহরানের ওপর চরম অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সহজ হবে।

পেন্টাগন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৩,০০০ প্যারাসুট সেনার একটি 'ইমিডিয়েট রেসপন্স ফোর্স' (আইআরএফ) মোতায়েন করা হচ্ছে। এই বাহিনীর বিশেষত্ব হলো, নির্দেশ পাওয়ার মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে তারা যুদ্ধ শুরু করতে সক্ষম। নর্থ ক্যারোলাইনার ফোর্ট ব্র্যাগ থেকে আসা এই সেনাদলের নেতৃত্বে থাকছেন মেজর জেনারেল ব্র্যান্ডন টেগটমেয়ার।

সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথমে মার্কিন নৌবাহিনীর মেরিন কোর দ্বীপটির ক্ষতিগ্রস্ত এয়ারফিল্ড সংস্কার করবে। এরপর ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের এই কমান্ডোরা সি-১৩০ কার্গো বিমানে করে সেখানে অবতরণ করবেন। তবে প্যারাসুট ঝাঁপ দিয়ে সরাসরি দ্বীপে নামার সম্ভাবনাও নাকচ করে দিচ্ছেন না জেনারেলরা।

মজার বিষয় হলো, একদিকে যখন হোয়াইট হাউস থেকে ইরানের সাথে 'ফলপ্রসূ শান্তি আলোচনা'র কথা বলা হচ্ছে, ঠিক তখনই গোপনে এই বিশাল সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি চলছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সাফ জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা "বোমার মাধ্যমেই আলোচনা" চালিয়ে যাবেন।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, খারগ দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ফলে মার্কিন সেনারা সেখানে অবস্থান নিলে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার ব্যাপক ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া এই পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইরানের কঠোর পাঁচ শর্ত : ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরান পাঁচটি কঠোর শর্ত দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া এই সংঘাত এখন চতুর্থ সপ্তাহে গড়িয়েছে।

ইরানের প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা ড় ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কোনোভাবেই ইরানের ওপর হামলা চালাবে না, এমন দৃঢ় নিরাপত্তা গ্যারান্টি।

২. হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ড় প্রণালিতে নতুন একটি ব্যবস্থা চালু করা, যাতে এলাকাটি কার্যত ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকে। (বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়।)

৩. মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ ড় অঞ্চলজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সব সামরিক ঘাঁটি ও সামরিক উপস্থিতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

৪. যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ ড় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ইরানের যুদ্ধকালীন ক্ষতির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৫. বিদ্বেষপূর্ণ সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ড় ইরান-বিরোধী বা শত্রুভাবাপন্ন সংবাদমাধ্যম ও তার কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইরানের কাছে হস্তান্তর অথবা বিচারের আওতায় আনা।

কিছু সূত্রে অতিরিক্ত শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ড় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে অঞ্চলের সব যুদ্ধ (ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে) বন্ধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন কয়েকদিন ধরে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইরান এখন আলোচনায় "বেশ গুরুত্ব" দিচ্ছে। তবে ইরানের পক্ষ থেকে এখনো সরাসরি কোনো আলোচনার বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, উভয় পক্ষের দাবি ও শর্ত অত্যন্ত কঠিন এবং পরস্পরবিরোধী। তাই চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে এখনো অনেক সময় লাগতে পারে। হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ, মার্কিন ঘাঁটি প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপূরণের মতো বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য লাল রেখা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে আরও ৩ হাজার সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র : ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোঁজার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক শক্তি আরও জোরদার করছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ওই অঞ্চলে অতিরিক্ত প্রায় ৩ হাজার সেনা মোতায়েনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিশেষায়িত ৮২তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের তিনটি ব্যাটালিয়ন থেকে এই সেনাদের পাঠানো হতে পারে। তবে তাদের ঠিক কোন দেশে মোতায়েন করা হবে এবং কবে নাগাদ তারা পৌঁছাবেড়ুসে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

এই নতুন সেনা মোতায়েনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সামরিক উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করা এবং সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি বাড়ানো।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা সরাসরি কোনো মন্তব্য না করে হোয়াইট হাউজের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেয়। তবে হোয়াইট হাউসও তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি এমন সামরিক প্রস্তুতি অঞ্চলটির পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।

idealbangali.com: ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি সেরা ম্যাট্রিমোনিয়াল প্ল্যাটফর্ম

idealbangali.com, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি নতুন ম্যাট্রিমোনিয়াল সেবা, যা বিশেষভাবে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য তৈরি করা হয়েছে, এর লক্ষ্য হলো বিয়ের প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও আধুনিক করা - পাশাপাশি পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অটুট রাখা।

মূলত সন্তানদের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন এমন অভিভাবকদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে রফবধষনধহমধষর.পড়স। কমিউনিটির কথা চিন্তা করে এই সাইটটি খুবই সুন্দর করে ডিজাইন করা হয়েছে।

এটি সাধারণ ডেটিং অ্যাপের মতো নয়, idealbangali.com পরিবারিক আবহে তৈরি করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সদস্যরা পারবেন:

- নিরাপদ প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে নিবন্ধন করতে
- নিবন্ধনের অংশ হিসেবে বিস্তারিত বায়োডাটা (ওয়ার্ড বা পিডিএফ ফরম্যাটে) আপলোড করতে
- প্রোফাইল ছবি আপলোড করতে
- বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উপযুক্ত প্রার্থীদের বায়োডাটা দেখতে
- বায়োডাটা ডাউনলোড করতে
- বিয়ের আলোচনার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করতে

গঠনমূলক বায়োডাটা জমা দেওয়ার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি স্পষ্টতা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে - যা বাংলাদেশি সমাজে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বৈশ্বিক পরিসর, কমিউনিটি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক হলেও রফবধষনধহমধষর.পড়স পরিবারগুলোকে বিশ্বব্যাপী বায়োডাটা অনুসন্ধানের সুযোগ দেয়। এর ফলে সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে এর কার্যক্রম হবে সকল প্রান্তে। প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবারগুলোকে সংযুক্ত করা।

সাশ্রয়ী সদস্যপদ মডেল

মাত্র২৫ ফি প্রদান করে সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বায়োডাটা ব্রাউজ, ডাউনলোড এবং যোগাযোগ শুরু করার সুবিধা পাবেন। এই সহজ ও সাশ্রয়ী মূল্য কাঠামো প্ল্যাটফর্মটিকে সবার নাগালের মধ্যে রাখে, পাশাপাশি আবেদনকারীদের আন্তরিকতা নিশ্চিত করে।

আধুনিক যুগে পরিবারের পাশে

বর্তমানে বৈবাহিক অনুসন্ধান ক্রমেই অনলাইনে স্থানান্তরিত হচ্ছে। idealbangali.com ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে - মূলধারার ডেটিং প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি মর্যাদাপূর্ণ বিকল্প হিসেবে কাজ করছে।

প্ল্যাটফর্মটি এখন নিবন্ধনের জন্য উন্মুক্ত।

আরও তথ্য বা নিবন্ধনের জন্য ভিজিট করুন:

www.idealbangali.com

মানহানির মামলায় জামিন পেলেন ইনু, মেনন ও মানিক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে করা মানহানির মামলায় সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রৌনক জাহান তাকির আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান এ তথ্য জানান।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আসামি ইনুকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে হাজির করা হয়। অপর দুই আসামি মেনন ও মানিককে হাজিরার জন্য আদালতে আনা হয়। শুনানি শেষে ইনুকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে তিন আসামির পক্ষে তাদের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা বিভ্রান্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল : রাষ্ট্রপতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, '৭১-এ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা-বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অসম সাহসী করে তোলে। সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও প্রাণ উৎসর্গ করতে উজ্জীবিত করে।'

২৫ মার্চের 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, '২৫ মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে নৃশংস ও বেদনাবিধুর অধ্যায়।

এই গণহত্যায় পুরো জাতি বাকরুদ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে গণহত্যার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং এর অব্যবহিত পর কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তদানীন্তন মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা-বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, অসীম সাহসী করে তোলে, সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও প্রাণ উৎসর্গ করতে উজ্জীবিত করে। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ

ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস পর লাখ-লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় গৌরবময় বিজয়।

তিনি বলেন, 'আগামীকাল ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনের কালরাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের নামে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মুক্তিকামী দেশবাসীর ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মধ্যরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ও তৎকালীন ইপিআরের অসংখ্য সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, অগণিত নিরপরাধ মানুষ গণহত্যার নির্মম শিকার হন। আজকের এই দিনে আমি সব শহীদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি, তাদের অসামান্য অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর বর্বরতা, অন্যদিকে জাতি হিসেবে আমাদের গৌরবগাঁথা ও বীরত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতে হবে। হতে হবে অনুপ্রাণিত।'

তিনি বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বহু বছর পর বহুকাঙ্ক্ষিত ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জনরায়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছিল একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা-যেখানে বৈষম্য, বঞ্চনা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচার থাকবে না।

ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে শহীদদের এই চেতনা ও প্রত্যাশা পূরণে তিনি সমবেতভাবে কাজ করার এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি ২৫ মার্চসহ দেশমাতৃকার সব শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারতের অর্থ সহায়তা তলানিতে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিদেশি সহায়তা নীতিতে এক যুগে বাংলাদেশকে দেড় হাজার কোটি রুপির অর্থ সহায়তা দিয়েছে ভারত। তবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গত ১২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম অর্থ সহায়তা এসেছে। পাঁচ বছর আগেও যেখানে বছরে ২০০ কোটি রুপির বেশি অর্থ দিয়েছিল ভারত। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তা ২৫ কোটি রুপিতে নেমে এসেছে, যা গত এক যুগের মধ্যে সর্বনিম্ন।

গত শুক্রবার ভারতের লোকসভা অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বাংলাদেশকে দেওয়া অর্থ সহায়তার তথ্য জানিয়েছেন। সেই অর্থ সহায়তার হিসাব থেকে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

লোকসভার সদস্য টি আর বালু ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এই পর্যন্ত কী পরিমাণ সহায়তা বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চান। লিখিত উত্তরে অর্থ সহায়তার তথ্য দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লোকসভায় বাংলাদেশকে দেওয়া অর্থ সহায়তার হিসাবের কথা জানানো হয়েছে। তবে এই হিসাবে ভারতের লাইন অব ক্রেডিটের (এলওসি) আওতায় আসা অর্থ বাদ দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবেশীকেন্দ্রিক ও জনমুখী। ভারত এলওসি ও অনুদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করেছে।

এর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ত্রাণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা করেছে ভারত।

কত দিল ভারত

২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশকে কোন অর্থবছরে কত দেওয়া হয়েছে, সেই হিসাব লোকসভায় দেওয়া হয়েছে। ভারতের অর্থবছর এপ্রিল মাস থেকে মার্চ পর্যন্ত।

গত এক যুগে ভারত সব মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৫৫৭ কোটি রুপি দিয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় ১৯৮ কোটি রুপি দেওয়া হয়।

তবে সর্বোচ্চ অর্থ এসেছে ২০২১-২২ অর্থবছরে। ওই বছরে ২১৯ কোটি ৫৩ লাখ রুপি দিয়েছিল ভারত। এরপর সহায়তা কমতে থাকে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে ৫৯ কোটি রুপিতে নামে। ওই বছরই গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর

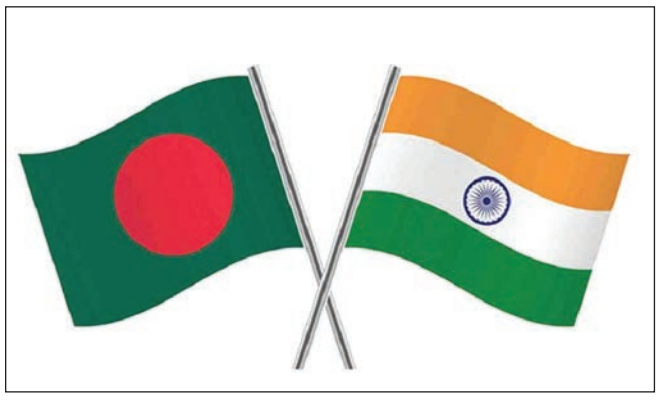

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। নানা ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়। এর ফলে দ্বিপক্ষীয় অর্থ সহায়তাও কমে যায়।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত (ভারতের অর্থবছরের ১১ মাসের হিসাব) মাত্র ২৫ কোটি রুপি আসে। গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে ভারতীয় অর্থ সহায়তা আট ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে।

ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং লোকসভায় বলেন, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশ গভীর ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং সামাজিক সম্পর্ক আছে। একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের প্রতি ভারত ধারাবাহিকভাবে সমর্থন প্রকাশ করেছে। দ্বিপক্ষীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অধীনে উচ্চপর্যায়ের বিনিময় ও বৈঠক অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কীর্তি বর্ধন সিং আরো বলেন, ভারতীয় বন্দরগুলোতে দেওয়া সুবিধার বিষয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব রপ্তানিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট সব বিষয় বিবেচনা করে নীতিতে যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এলওসিতে কত এলো

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে জানা গেছে, গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ভারত সব মিলিয়ে এলওসির আওতায় ২১০ কোটি ডলার ছাড় করেছে। ২০১০, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তিনটি এলওসিতে বাংলাদেশকে মোট ৭৩৬ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতির পরও কাঙ্ক্ষিত হারে অর্থছাড় হয়নি।

অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ-এসব খাতের প্রকল্পই বেশি নেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে প্রথম এলওসিতে ১০০ কোটি ডলার দেয়। প্রথম এলওসিতে ১৫টি প্রকল্প ছিল। এর মধ্যে ১২টি প্রকল্প শেষ হয়েছে, বাকি তিনটি চলমান। দ্বিতীয় এলওসিতে নেওয়া ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে দুটি শেষ হয়েছে, ১০টি চলমান ও ৩টি প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যায়ে আছে। তৃতীয় এলওসির ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি চলমান আছে এবং বাকি ৫টি প্রস্তাবনা পর্যায়ে আছে।

ইআরডির একজন কর্মকর্তা জানান, অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর ভারতীয় ঋণের ছাড় কমেছিল। তবে নতুন সরকার আসার পর এলওসির আওতায় প্রকল্পগুলোর অর্থ ছাড়ে সমস্যা কোথায়, তা নিয়ে পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাদি হত্যার মূল ২ আসামিকে দিল্লি নিয়ে গেছে এনআইএ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ এবং তার সহযোগী আলমগীর হোসেনকে ভারতের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনআইএ) হেফাজতে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিধাননগরের আদালত।

সোমবার (২৩ মার্চ) রাতের দিকে এনআইএ তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লিতে নিয়ে যায়, যেখানে পরে বিশেষ আদালতে তাদের হাজির করা হবে।

গত সোমবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগর মহকুমা আদালতে এনআইএ ফয়সাল ও আলমগীরকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করলে আদালত তা অনুমোদন করেন। দিল্লিতে এনআইএর বিশেষ আদালতে তাদের হাজির করা হবে। আদালতের অনুমোদন পেলে সংস্থাটির গোয়েন্দারা তদন্তের প্রয়োজনে এ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

অন্যদিকে, হাদি হত্যা মামলার এ দুই আসামিকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে গ্রেপ্তার ফিলিপ সাংমাকে আদালতের নির্দেশে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে।

গত ৮ মার্চ ফয়সাল ও আলমগীরকে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ এলাকা থেকে আটক করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্কফোর্স বা এসটিএফ। অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতারের পর পুলিশ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের জন্য রিমান্ডে নিয়েছিল। রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে আনা হলে ২২ মার্চ আদালত দুজনকে ১২ দিনের জন্য কারা হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

সেদিন আদালতে নেওয়ার পথে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফয়সাল বলেন, আমি এই কাজ করিনি। এসব কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না।

এ সময় সাংবাদিকেরা তাকে ফাঁসানো হয়েছে কি না জানতে চাইলে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় গুলি করার পর পুলিশি তদন্তে নাম আসে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ফয়সাল করিমের। যে মোটরসাইকেলে এসে ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছিল, তাতে ফয়সাল ও আলমগীর ছিলেন বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান।

ইরান থেকে দেশে ফিরলেন ১৮৬ বাংলাদেশি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে ইরান থেকে ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রাতে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টায় একটি চার্টার্ড বিমানে সৌদি আরবের দাম্মাম হয়ে দেশে ফেরেন ইরানে থাকা ২৮২ বাংলাদেশি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েন।

অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে দেশে ফেরার আবেদন জানান ১৮৬ জন বাংলাদেশি। এ বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নেয় পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইরান ও আজারবাইজান সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা-আইওএমের সহায়তায় তাদেরকে ইরান থেকে আজারবাইজানের বাকুতে নিয়ে আসা হয়।

সেখান থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইটে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার পর তারা দেশে পৌঁছান।

ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো সংকটপূর্ণ এলাকা থেকে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের প্রত্যাবাসনে সব ব্যবস্থা নেবে সরকার। এ কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।

ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ১১ জন শিশু ও ৮ জন নারী রয়েছেন। এছাড়া ১৪০ জনের বৈধ পাসপোর্ট না থাকায় ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

গর্জনকারী ধোঁয়া

পোস্ট ডেস্ক : আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে কোনো এক ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়া রাজ্যের একটি ছোট শিল্পশহর চিংগোলায় যাই– অভিজিৎ ছেলের কংকোলা কপার মাইনস প্রাইভেট লিমিটেডে চাকরি সূত্রে অবস্থানকালে আমরা জাম্বিয়ার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার সুযোগ পাই। সেই দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে জাম্বিয়ার লিভিংস্টোন প্রদেশের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আমার দেখা দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক সৃষ্টি সম্ভারের এক অন্যতম আশ্চর্য। সেই অর্থে এটি কোনো পরিকল্পনামাফিক ভ্রমণ নয়।

ভিক্টোরিয়া ফলস চিংগোলা থেকে সাতশত কিলোমিটার দূরে লিভিং স্টোন প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে। যাত্রাপথ মসৃণ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সাউথ আফ্রিকা থেকে উত্তরে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হাইওয়ে- আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে সংযোগকারী রাজপথ। হাইওয়ের দু'পাশের জনপদগুলো দূরে দূরে এবং জনবিরল। ফলে রাস্তাঘাট অতিমাত্রায় ভিড়ে আক্রান্ত নয়। তাই কোথাও যানজট দেখা যায়নি। পাশের লেনগুলো দিয়ে মালাবোঝাই ট্রাক কন্টেনারগুলো ছুটে চলেছে অন্তত একশ' কিলোমিটার বেগে আপনাপন গন্তব্যভিমুখে। আমাদের পক্ষে সাতশত কিলোমিটার পথ একদিনে অতিক্রম করা অসম্ভব কিছু ছিল না– আবার অনায়াসলব্ধও নয়। তাই অসচ্ছন্দ ভেবে যাত্রাপথে বিরতি ঘটাই। জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় এক রাত্রি হোটেল বাস নিই।

পরের দিন সকাল সকাল প্রাতঃরাশ সেরে হোটেল থেকে লিভিং স্টোন অভিমুখে যাত্রা করি। এখনো বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। সফর লম্বা হলেও রাস্তার ধকল অনুভূত হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাস ওখানে বর্ষাকাল। যাত্রাপথে মাঝেমধ্যে বৃষ্টি নামে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমার ধারণার বিপরীতে রাস্তার দু'ধারে সবুজ পত্রপল্লবে শোভিত বৃক্ষসারি। আমার ধারণা ছিল গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাই রুক্ষ, শুষ্ক।

কিন্তু একটা জিনিসের অভাব চোখে পড়ার মতো। রাস্তার ধারে আমাদের দেশের মতো চায়ের দোকান মেলা ভার। চায়ের তৃষ্ণা মেটাতে যেখানে হোটেল কিংবা মোটেল পাওয়া যায় সেখানে যাত্রাবিরতি নিতে হয়। তবে বাক্যবিনিময়ে ভাষা সমস্যা হয় না। স্থানীয় লোকজন শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই ইংরেজি ভাষায় অভ্যস্ত- কারণ ইংলিশ জাম্বিয়ায় সরকারি ভাষা হিসেবে বিবেচিত ১৯৬৪ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও। যাই হোক, লোকজন, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই জাম্বিয়ার সাউদার্ন প্রদেশ লিভিং স্টোনে পৌঁছে গেলাম। বেলা থাকতে থাকতে পূর্ব নির্দিষ্ট হোটেলে আশ্রয় পেলেও বহু আকাঙ্ক্ষিত ভিক্টোরিয়া ফলস দর্শনে আর শরীর নিতে চাইলো না। এখানে সূর্যাস্ত যায় সন্ধ্যা আটটায়। আটটার মধ্যেই ডিনার সেরে নিঝুম সন্ধ্যায় দূর থেকে ভেসে আসা রাগাশ্রয়ী গর্জন- কখনো বিস্ফারিত, কখনো স্তিমিত, শুনতে শুনতে কখন যে হোটেলের সুসজ্জিত বিছানায় নিদ্রায় ঢলে পড়েছি বুঝতে পারিনি- চোখের পাতা যখন নির্মিলিত

হয়, তখন পরদিন সকাল সাতটা। তখনো শুনতে পাচ্ছি- সমুদ্রের পাড় ভাঙা ঢেউয়ের মতো অবিরাম নিরলস গর্জন জানান দিচ্ছে।

ভিক্টোরিয়ার এই আহ্বান উপেক্ষা করা আমাদের আর তর সইছিল না। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা দিলাম ভিক্টোরিয়া অভিমুখে। হোটেলের অনতিদূরে ভিক্টোরিয়ার আবিষ্কর্তা ডেভিট লিভিং স্টোনের খোদাই করা মর্মর মূর্তি। স্কটল্যান্ড অধিবাসী ডেভিড লিভিং স্টোন একজন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী মিশনারি এবং অনুসন্ধানকারী যিনি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুরিয়া এথনিক গ্রুপের প্রধান ঝবশবষরঃঁ-র সহায়তায় দুর্ভেদ্য জলজঙ্গলে ঘেরা গ্রহের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া ফলস আবিষ্কার করেন। সেই থেকে বিশ্বের এক ভয়ংকর সুন্দর প্রাকৃতিক সম্ভারের দরজা খুলে যায় বিশ্ববাসীর কাছে। ভিক্টোরিয়া ফলস কেবলমাত্র ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণ করে না- দলে দলে আসতে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতে।

অভিজিৎ চাকরি সূত্রে জাম্বিয়ায় দশ/বার বছর প্রবাসী থাকায় বেশ কয়েকবার লিভিং স্টোনে ভিক্টোরিয়া ফলস দর্শনে আসে- তাই আমাদের পথ প্রদর্শন এবং ফলস দর্শনে আর গাইড নেয়ার দরকার পরে না। তার কথামতো মস্তক আবরণ এবং বর্ষাতী পরিহিত হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। যত অগ্রসর হতে থাকি ভিক্টোরিয়ার গর্জন ক্রমশ বাড়ছে– শুনতে পাই। এইবার বুঝতে পারলাম, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নাম স্থানীয় ভাষায় গড়ংর-ড়অ-এঁহরধ কেন বলা হয়। গড়ংর-ড়অ-এঁহরধ কথার অর্থ এঁযব ধসড়ৎব ঃযধঃ এঁযহঁফরৎং. যতই এগোই জলীয় বাষ্পের ধোঁয়া উর্ধ্বপানে উঠতে দেখতে পাই। ১.৭ কিলোমিটারব্যাপী জলরাশি ১০০ মিটার নিচে গিরিসংকটে ভয়ঙ্কর গর্জনে আছড়ে পড়ছে– ফলে জলানু বাষ্পে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে উষ্ণ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে পুনরায় তরলায়িত হয়ে বৃষ্টি আকারে নিচে পতিত হচ্ছে। সেই বিনা মেঘে বৃষ্টির বহর এমনই যে, সামনের যা কিছু দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

উচ্চতায় ও ব্যপ্তিতে যথাক্রমে ৩৫৪ ফুট এবং ৫৬০৪ আকারের ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাকৃতিক ওয়াটার ফলস হিসেবে বিশ্বকোষে স্বীকৃত। ভিক্টোরিয়ার উচ্চতা উত্তর আমেরিকার নায়াগ্রা ফলসের দ্বিগুণ। গড়ংর-ড়অ-এঁহরধ-'র জল গর্জে পতিত হয়ে আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম নদী জাম্বেজি নদীতে মিশে প্রবাহিত হচ্ছে। জাম্বেজি জিম্বাবুয়ে এবং জাম্বিয়া রাজ্যের সীমারেখা এবং এই দু'টি দেশ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দ্বারা পর্যটকদের অবশ্যই দর্শনীয় স্থান। হেলিকপ্টারে উড়ে যাওয়ার সময় আমাদেরও উপর থেকে জলপ্রপাত, নেবানাল পার্ক, জাম্বেজি নদী এবং আরও অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে লিভিং স্টোন দ্বারা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার হওয়ার পর আফ্রিকা মহাদেশের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলের পরিচিতি অনেকগুণ বেড়ে যায়- শুধু পর্যটনকে ঘিরে নয়, খনিজ-বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল হয়ে ওঠে সম্পদ আহরণকারীদের কাছে এক লোভনীয় কেন্দ্র- উল্লেখ্য ডাইমন্ড, তাম্র, এমনকি সোনার খনিজ আকর, বহুমূল্য বনজ গাছপালা এবং গাছদণ্ড ও প্রাণীজ চর্ম এর বিশাল ভাণ্ডার। ১৮৯০ সালে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আহরণ করতে এগিয়ে আসে এক দুঃসাহসিক বৃটিশ নাগরিক সিসিল রোডস তিনি জাম্বেজি নদীর উত্তরাশেং তার কর্মকাণ্ডের সূচনাপর্বে স্থাপন করেন ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানি।

ঠিক আমাদের দেশে যেমন বৃটিশ ধুরন্ধররা বাণিজ্যকল্পে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

সিসিল রোডস তার কাজের সুবিধার্থে ঐ ছোট ভূখণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে জাম্বেজির উত্তর ভাগের নাম দেন উত্তর রোডেশিয়া এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণাংশের নামকরণ করেন দক্ষিণ রোডেশিয়া। বৃটিশ রুল চলাকালীন উপরোক্ত দেশ দু'টি বিশ্বে উত্তর রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া নামেই রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ডেভিড কেনেথ কাউন্ডার নেতৃত্বে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর উত্তর রোডেশিয়ার নাম সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় জাম্বিয়া এবং ১৯৮০ সালে রবার্ট মোগাবের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ রোডেশিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে জিম্বাবুয়ে নামে পরিচিতি লাভ করে। আর ডেভিড লিভিং স্টোনই বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামেই জলপ্রপাতটির নামকরণ করেন 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত'।

ডনাল্ড ট্রাম্পকে পুতিনের সঙ্গে তুলনা করলেন জার্মান প্রেসিডেন্ট

পোস্ট ডেস্ক : জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভল্টার স্টেইনমায়ার একটি কঠোর ভাষণের মাধ্যমে ডনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ইরানের যুদ্ধকে 'বিপর্যয়কর' সিদ্ধান্ত এবং 'আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন' বলে অভিহিত করেন। জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এ নিয়ে খুব বেশি সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আসন্ন হামলার যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার মতে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একাংশও সম্ভবত এই মতের সঙ্গে একমত। স্টেইনমায়ার বলেন, এই যুদ্ধ একটি রাজনৈতিকভাবে বিপর্যয়কর ভুল এবং এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি হতাশ করে। এই যুদ্ধ এড়ানো যেত এবং এটি একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ। জার্মান প্রেসিডেন্ট মূলত একটি আনুষ্ঠানিক ও নিরপেক্ষ অবস্থানে আছেন। ডনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে তুলনাও টানেন তিনি। বলেন, আমি যেমন বিশ্বাস করি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালের আগে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আর আগের অবস্থায় ফিরবে না, তেমনি আমি বিশ্বাস করি ২০ জানুয়ারি ২০২৫ সালের আগে ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্কেও আর আগের অবস্থায় ফেরা সম্ভব নয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখটি ইউক্রেন আক্রমণের প্রসঙ্গ, আর ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখটি ডনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেকের দিনকে নির্দেশ করে। স্টেইনমায়ারের এই মন্তব্য জার্মান সরকারের প্রচলিত নীতির থেকে একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে। জার্মানি সাধারণত ইরানের যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলছে কিনা সে বিষয়ে প্রকাশ্যে মতামত দেয়া এড়িয়ে চলেছে। সকল এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের উচিত ট্রাম্প তথা আমেরিকাকে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে এশিয়া মহাদেশে যেন না আসে। কি হবে প্রায় ৩৫ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমেরিকায় জিনিসপত্র বিক্রি না করলে অথবা আমেরিকা হতে না কিনলে, সহজ হিসাব। আমেরিকা বাদে সব দেশ হতে কেনা বা সব দেশে বিক্রি করব। সহজ হিসাব। ইরান ১৫ দিনে হরমুজ বন্ধ করে প্রায় কাত করে ফেলেছে আর আমেরিকাকে এশিয়ায় আসতে না দিলে পুরো পৃথিবী শান্ত হয়ে যাবে মাত্র তিন দিনে।

গণভোটে হেরে চাপে ইতালির প্রধানমন্ত্রী, আগাম নির্বাচনের গুঞ্জন

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির সাম্প্রতিক বিচার বিভাগীয় গণভোটে 'না' জয়যুক্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন ডানপন্থি জোট সরকার প্রথম বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। এই পরাজয়ের পর মেলোনির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে ইতালির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

পরাজয় ও বিরোধীদের চাপ

মেলোনি ক্ষমতা গ্রহণের পর এটিই বর্তমান জোট সরকারের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরাজয়। আর এই ফলাফলকে পুঁজি করেই বিরোধী দলগুলো মেলোনিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারি এলি শ্লিন একে একটি 'বিকল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা'র ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

মেলোনির সামনে সম্ভাব্য পথসমূহ

গণভোটের এই ফলাফলের পর প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সামনে মূলত তিনটি পথ খোলা আছে:

১. কুইরিনালে সফর ও আস্থা যাচাই: সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাতারেল্লার সঙ্গে দেখা করার। ২০১৬ সালে মাত্তেও রেনজি গণভোটে হেরে পদত্যাগ করেছিলেন, তবে মেলোনির ক্ষেত্রে পদত্যাগের সম্ভাবনা কম। প্রেসিডেন্ট তাকে পার্লামেন্টে পুনরায় 'আস্থা ভোট' গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারেন।

২. আগাম নির্বাচনের চিন্তা: সংবাদমাধ্যম রেপুব্লিকা-র মতে, মেলোনি একটি দুর্বল অবস্থানে থেকে সরকারের শেষ বছর পার করার চেয়ে আগাম নির্বাচনের কথা ভাবছেন। এর মাধ্যমে তিনি অগোছালো অবস্থায় থাকা বিরোধীদের চমকে দিতে চান।

৩. নতুন নির্বাচনি আইন: বর্তমান সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো- নতুন নির্বাচনি আইন। বিশেষ করে দক্ষিণ ইতালিতে বিরোধীদের উত্থান দেখে মেলোনি এমন একটি আইন চাইছেন যেখানে বিজয়ী জোটকে বড় ধরনের 'মেজোরিটি বোনাস' দেওয়া হবে।

এদিকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গণভোটের এই ফলাফলকে সরকারের বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিফলন হিসেবে অভিহিত করছে। আর প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির রাজনৈতিক দল ব্রাদার্স অব ইতালি একক আসনের পরিবর্তে জোটভিত্তিক শক্তিশালী বোনাস ব্যবস্থার দাবি তুলছে।

এমতাবস্থায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এখনই নির্বাচনে গিয়ে বিরোধীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন ইতালির প্রথম ও একমাত্র এই নারী প্রধানমন্ত্রী।

ভবিষ্যৎ কী?

আপাতত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও মেলোনিকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে পার্লামেন্টে এবং জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা এখনো অটুট। বিরোধীদের নতুন জোট গঠনের প্রক্রিয়ার আগেই তিনি কোনো বড় চাল চালেন কিনা, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

স্ত্রীকে গুলি করে স্বামীর আত্মহত্যা

পোস্ট ডেস্ক : ইসলামাবাদে ঈদের প্রথম দিনেই এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে। জনপ্রিয় টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার সানা জাভেদকে তার স্বামী মোহাম্মদ সাদিক গুলি করে হত্যা করার পর নিজেও আত্মহত্যা করেছেন বলে দেশটির গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামাবাদের ডিএইচএ ফেজ-২ এলাকার একটি মার্কেটের পার্কিংয়ে, যা হুমাক পুলিশ স্টেশনের আওতাভুক্ত।

নিহত সানা জাভেদ মূলত আটকের বাসিন্দা। টিকটকে তিনি 'আউট লোফারা' নামে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। ঘাতক স্বামী মোহাম্মদ সাদিকও আটকের বাসিন্দা। তিনি আটক পুলিশের একজন সাবেক কনস্টেবল ছিলেন, যাকে আগেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

মার্কেটে দায়িত্বরত একজন নিরাপত্তারক্ষী পুলিশকে

জানান, তিনি হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পান এবং দেখেন লাল পোশাক পরা এক নারী মাটিতে পড়ে আছেন। পাশেই প্রায় ২৪ বছর বয়সি এক যুবক পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রক্ষীর চোখের সামনেই ওই যুবক নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং তিনটি বুলেটের খোসা উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক কলহকেই এই ঘটনার মূল কারণ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে।

এ নিয়ে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ইসলামাবাদে দ্বিতীয় কোনো হাই-প্রোফাইল নারী টিকটকার হত্যার ঘটনা ঘটল। এর আগে গত বছরের জুনে ১৭ বছর বয়সী টিকটকার সানা ইউসুফ তার নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল

কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলকে দেশের ১৮তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়

রুহুল কুদ্দুস কাজল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য।

এ ছাড়া তিনি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র ব্যারিস্টার কাজল ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য হন।

এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। পদত্যাগ করে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নেন।

এমপি নির্বাচনের পর সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী হন আসাদুজ্জামান।

হাদি হত্যার দায় অস্বীকার

(এসটিএফ) হাতে গত ৭ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়া হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম ও আলমগীরকে গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বিধাননগর আদালতে নেওয়া হয়। পরে আদালত তাঁদের ১৪ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন।

ভারতের সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের খবরে বলা হয়েছে, বিধাননগর আদালতে দাঁড়িয়ে ফয়সাল দাবি করেন, তিনি হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত নন। গত সোমবার জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভারতের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) কর্মকর্তারা ফয়সল করিম ও আলমগীরকে দিল্লি নিয়ে গেছেন।

গত রবিবার পুলিশ পাহারায় আদালতে নেওয়ার সময় ফয়সাল করিম ভারতীয় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের মুখে পড়েন। সেই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, কার কথায় হাদিকে হত্যা করা হয়েছিল ফয়সাল? কে বলেছিল? কেউ ফাঁসিয়েছে নাকি? এসব প্রশ্নে চুপ থাকেন ফয়সাল। পরে আবারও একই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমি এ কাজ করি নাই।' তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে কি না আবার জানতে চান এক সাংবাদিক। ফয়সাল তখন আবারও ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে বলেন, 'নো, আমি এ কাজই করি নাই।

এ ধরনের কাজে আমি ছিলাম না।' এ সময় আরেক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, তুমি পালালে কেন? পালালে কেন ভাই? এ প্রশ্নে চুপ থাকেন ফয়সাল। এরপর আরো কিছু প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। তখন ফয়সাল ও আলমগীর কেউ কোনো জবাব না দিয়ে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের তলায় উঠে যান।

আদালত থেকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে আবারও সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়েন ফয়সাল।

তখন তিনি বলেন, 'আপনারা এত হাদি হাদি করছেন। বাংলাদেশের মানুষ এত হাদি হাদি করতেছে। হাদি তো অ্যাকচুয়ালি একটা জামায়াতের প্রোডাক্ট, ও তো একটা জঙ্গি।'

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, 'হাদি হত্যার আসামিকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যথাযথ সাজা দেওয়াটা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু কার্যক্রম চলছে। গ্রেপ্তার দুই আসামির তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে দিলে আমরা ভারতের সঙ্গে আলোচনা করে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা আশা করছি, শিগগিরই কনস্যুলার অ্যাক্সেস পাব। আমাদের যোগাযোগ ও সমন্বয় অব্যাহত আছে এবং আমরা বিষয়টি পুশ করছি।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক নিহত হয়েছে, তাই হত্যাকারী যদি ভারতে থাকে বা গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বিচার নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ইনশাআল্লাহ, হাদি হত্যার বিচারের বিষয় আমরা নিশ্চিত করব।'

দেশে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট

থেকে বলা হচ্ছে, দেশে জ্বালানির কোনো ঘাটতি নেই এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে। ব্যাংক খোলার ফলে এরই মধ্যে ডিপো থেকে পাম্পগুলোয় নতুন করে তেল সরবরাহ শুরু হয়েছে, যা আগামী দু-এক দিনের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত তেল মজুদ না করারও আহবান জানানো হয়েছে, যাতে অযথা ভিড় বা আতঙ্ক তৈরি না হয়।

ঈদে সাত দিনের ছুটি শেষে গত মঙ্গলবার সরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুললেও সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন পাম্পে তেলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন গাড়িচালকদের।

আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, বিজয় সরণি, খিলক্ষেতসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একই দৃশ্য দেখা গেছে। কোথাও পাম্প বন্ধ, কোথাও আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা।

চালকরা জানিয়েছেন, একাধিক পাম্প ঘুরেও তাঁরা তেল পাননি। কেউ কেউ গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে মাঝপথে আটকে পড়েছেন।

সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও তেল না পাওয়ার অভিযোগও করেছেন অনেকে। এতে কর্মজীবী মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটেছে।

বিপিসি ও পেট্রল পাম্প মালিকরা বলছেন, মূল সমস্যার একটি বড় কারণ হলো ঈদের দীর্ঘ ছুটি। ১৭ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ থাকায় ফিলিং স্টেশন মালিকরা পে-অর্ডার করতে পারেননি। ফলে তাঁরা ডিপো থেকে নতুন করে জ্বালানি তুলতে পারেননি।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় ব্যাংকনির্ভর এই প্রক্রিয়া জ্বালানি সরবরাহকে অচল করে দেয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলারস, ডিস্ট্রিবিউটরস, এজেন্টস অ্যান্ড পেট্রল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম কাবুল বলেন, 'জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে চলমান সংকট শিগগিরই কেটে যাওয়ার লক্ষণ আমরা দেখছি না। তবে এটি যেহেতু বৈশ্বিক সংকট, তাই আমাদের কিছুদিন মেনেই চলতে হবে। সংকট দূর করতে হলে জ্বালানি তেলের সরবরাহ আরো বাড়াতে হবে। সরবরাহ বাড়ানো ছাড়া এই সংকট দূর করা সম্ভব না।'

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, 'ডিপোগুলোয় পর্যাপ্ত তেল আছে। পেট্রল পাম্পে দীর্ঘ লাইন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকার তেলের দাম বাড়ায়নি এবং সরবরাহও কমায়নি। তাই পেট্রল পাম্পের সামনে দীর্ঘ লাইন ধরে জ্বালানি তেল সংগ্রহের কোনো যৌক্তিকতা নেই।' মঙ্গলবার সচিবালয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

জ্বালানিমন্ত্রী আরো বলেন, 'জনগণের কাছে এবং যাঁরা গাড়ি চালান, তাঁদের কাছে আমার একটা আহবান থাকবে যে আপনারা প্রয়োজনের বেশি তেল নেবেন না, সে ক্ষেত্রে স্টক করলে ভিড় বাড়বে, লাইন বাড়বে।' গত বছরের তুলনায় এই বছর ২৫ শতাংশ বেশি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে উল্লেখ করে ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান, পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। এ চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, 'ঈদের দিন আর ঈদের পরের দিন সরকারি ছুটি ছিল। সে সময় ডিপোগুলো বন্ধ ছিল। সে জন্য ডিপোগুলো থেকে তেল সরবরাহ করা হয়নি। এ জন্য হয়তো বা পেট্রল পাম্পগুলোয় তেলের স্বল্পতা থাকতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এটি প্রকৃত অর্থে জ্বালানিসংকট নয়; বরং পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতির ফল। তাঁরা বলছেন, দেশের ডিপোগুলোয় পর্যাপ্ত তেল মজুদ থাকলেও সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্বলতা থাকায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইজাজ হোসেন বলেন, 'সরকার যদি বলে সরবরাহে ঘাটতি নেই, তাহলে দীর্ঘ ছুটির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এটি সরবরাহ নয়, ব্যবস্থাপনার সংকট। ব্যাংক ও জ্বালানি খাতের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় থাকলে এ পরিস্থিতি এড়ানো যেত।'

আসাদগেট এলাকায় তালুকদার ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় যানবাহনের লম্বা লাইন। তেলের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় গাড়ি চালকরা। কিন্তু পাম্পে তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্রেতাদের আরো কিছু সময় অপেক্ষায় থাকতে বলছেন পাম্পের বিক্রয়কর্মীরা।

তালুকদার ফিলিং স্টেশনের একজন বিক্রয়কর্মী বলেন, 'তেলের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। যার প্রয়োজন ২ লিটার, সে নিচ্ছে ৫ লিটার। এভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে। আমাদেরও তেল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। পাম্পে তেল শেষ হয়ে গেলেও লাইন শেষ হচ্ছে না। ডিপো থেকে তেল আসতে আসতে আবার লম্বা লাইন তৈরি হচ্ছে।'

বিজয় সরণি এলাকার ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনেও বুধবার তেল সরবরাহ বন্ধ থাকতে দেখা গেছে। পাম্পটিতে তখন তেলের জন্য যানবাহনের সারি জাহাঙ্গীর গেট ছাড়িয়েছে। পাম্পটি থেকে তেল নিতে মোটরসাইকেল নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মো. এহসানুল হক বলেন, 'তেল নিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, সাড়ে ৯টার দিকে শুনলাম তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। ডিপো থেকে তেল নিয়ে গাড়ি আসতেছে, তেল আনা হলে আবার সরবরাহ শুরু হবে। গাড়িতে একদমই তেল নেই, যার কারণে এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

দেশকে এগিয়ে নিতে হবে : তারেক রহমান

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

একই সঙ্গে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিতা মা, বোন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদিত সবাইকে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং সব শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতা দিবস আমাদের জীবনে সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আসুন একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করি।

সবশেষে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সব কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

শাহজালালে এক মাসে ৭৭৫ ফ্লাইট বাতিল

যাত্রীদের ভোগান্তি এখনো কাটেনি। বিমান চলাচল সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট সূচিতে অনিশ্চয়তা থাকবেই।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত

আদায় করে মুসল্লিরা। এ সময় বিশেষ মোনাজাতে দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়। এদিকে ঈদের দিন দেশের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে।

তবে বৃষ্টির বাধা পেরিয়ে নামাজ পড়েছে মুসল্লিরা। ঈদুল ফিতরকে ঘিরে শহর ও গ্রামে ছিল উৎসবের আমেজ। নতুন পোশাক পরে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে।

ঈদ ঘিরে ঘরে ঘরে ছিল সেমাই, পায়েস, পোলাও আর নতুন পোশাকের সুবাস। পরিবার ও প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে অনেকে গ্রামে ছুটে যায়।

ঈদ উপলক্ষে সরকারি হাসপাতাল, এতিমখানা, শিশু সদন, আশ্রয়কেন্দ্র ও কারাগারগুলোতে পরিবেশন করা হয়েছে উন্নতমানের খাবার।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান পৃথক বাণীতে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

প্রতিবারের মতো এবারও রাজধানীতে ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ঈদগাহ মাঠে। সকাল সাড়ে ৮টায় প্রধান জামাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।

জাতীয় ঈদগাহের জামাতের ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক। নামাজ শেষে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের পাঁচটি জামাত।

এ ছাড়া দেশের প্রতিটি মসজিদ ও ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের নামাজ। ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ১৭টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের জামাত শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়। বিশ্বজুড়ে চলমান অস্থিরতা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যও দোয়া করে মুসল্লিরা।

দেশের বাজারে ফিরছে শেখ মুজিবের ছবিযুক্ত নোট

ছবিযুক্ত নোট বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়ার এবং নতুন ডিজাইনের নোট ছাপানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তখন বিপুল অর্থ অপচয়ের আশঙ্কা থাকলেও সরকার নোটগুলো বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। তবে বর্তমান নির্বাচিত সরকার সেই অবস্থান থেকে সরে এসে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাতে পুরনো নোটগুলোই পুনরায় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোনালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৫ সালের ঈদুল আযহার সময় থেকে এসব পুরনো নোটের বিতরণ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী তা আবারও সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেন, "নয় ধরনের নতুন নোট ছাপিয়ে বাজারের বিশাল চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। যেহেতু এই পুরনো নোটগুলো আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তাই বাজারে মুদ্রার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আমরা পর্যায়ক্রমে এগুলো আবারও ছাড়ছি।"

মূলত নতুন নোট ছাপানোর পেছনে বড় অংকের খরচ বাঁচাতেই এই ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

দেশের ১৫ শতাংশ সাংবাদিক কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার

করেছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৯ শতাংশ। এ ছাড়া ৪৮ শতাংশ নারী এবং ১৫ শতাংশ পুরুষ সাংবাদিক অনলাইন হয়রানির শিকার হয়েছেন। আর শারীরিক হয়রানির শিকার হয়েছেন ২৪ শতাংশ নারী ও ৭ শতাংশ পুরুষ।

আরও বলা হয়, মৌখিক হয়রানির অভিযোগকারী নারীদের ৪৩ শতাংশ ক্ষেত্রে এবং পুরুষদের ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আর যেসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার বেশির ভাগই শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অনুষ্ঠানে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর আল মামুন, নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিন-এর প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী এবং উইমেন জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের সমন্বয়ক আঙ্গুর নাহার মন্টি বক্তব্য দেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে গোল ফাউন্ডেশনের সাংবাদিক সম্মেলন

পরিবারগুলোর জন্য ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টি করাই তাদের মূল লক্ষ্য। খেলাধুলা, শিক্ষা, সুস্থতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কমিউনিটিতে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে তারা কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মেলনে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় আসন্ন ইস্টার হলিডে কার্যক্রম, যা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায় স্থানীয় শিশুদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশে খেলাধুলা, সৃজনশীল কার্যক্রম, পুষ্টিকর খাবার এবং আনন্দময় ছুটির অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হবে।

এ ছাড়া গোল ফাউন্ডেশন তাদের চলমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমও উপস্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে-

* তরুণদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ
* শরণার্থীদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা
* নারীদের কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ
* নিয়মিত ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণ
* এবং এ গ্রীষ্মে Bangladesh District Cup T10 আয়োজনের পরিকল্পনা

সংগঠনটি জানায়, যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাধুলা পরিচিত করিয়ে দেওয়াও তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে তরুণরা নিজেদের শেকড় ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারবে এবং দলগত কাজ, শারীরিক সক্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

গোল ফাউন্ডেশন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবসহ সকল অংশীদার, স্বেচ্ছাসেবক ও সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা আশা প্রকাশ করে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কমিউনিটির দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দিলেন মোহামেদ সালাহ

মহাকাব্য শেষে চলতি মৌসুমেই অলরেডদের ডেরা ছাড়ছেন এই মিশরীয় ফরোয়ার্ড। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) রাতে এক আবেগঘন ভিডিও বার্তায় লিভারপুল সমর্থকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নিজের প্রস্থানের ঘোষণা দেন তিনি।

গেল বছর দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেও নতুন কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সালাহ'র রসায়নটা জমেনি খুব একটা। মাঠের লড়াইয়ে বারবার সাইডবেঞ্চে বসে থাকা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে সালাহ বলেছিলেন, 'আমাকে বাসের নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' সেই তিক্ততা আর মাঠের পড়তি ফর্মড়সব মিলিয়েই বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল আগেই। ভিডিও বার্তায় সালাহ বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই দিনটি চলে এসেছে। এই শহর, এখানকার মানুষ আমার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। লিভারপুল কেবল একটি ক্লাব নয়, এটি একটি আবেগের নাম।'

২০১৭ সালে রোমা থেকে যোগ দেওয়ার পর সালাহ হয়ে উঠেছিলেন লিভারপুলের পুনর্জাগরণের নায়ক। ৪৩৫ ম্যাচে ২৫৫ গোল করে তিনি ক্লাবের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। তার ট্রফি ক্যাবিনেটে রয়েছে দুটি প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপসহ সম্ভাব্য সব শিরোপা। ব্যক্তিগত অর্জনেও তিনি ভাস্বর; চারবার জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট। সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা আমার জীবনের সেরা সময়গুলো দিয়েছেন। আপনাদের কারণে আমি কখনো একা হাঁটব না (ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন)।'

সালাহ'র ঘোষণার পর লিভারপুল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ক্লাব জানায়, ২০২৫-২৬ মৌসুম শেষে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমেই এই বিচ্ছেদ ঘটছে। অ্যানফিল্ডে সালাহ'র ৯ বছরের অবিস্মরণীয় অবদানকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে উদযাপন করা হবে। মৌসুমের বাকি সময়টুকু সালাহ নিজের সেরাটা দিয়ে শেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে এই মহাতারকার পরবর্তী গন্তব্য সৌদি প্রো লিগ না কি অন্য কোথাও, তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনো কাটেনি।

সরকারের ২৩টি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মমতা

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ১১টি দপ্তর ও অধিভুক্ত সংস্থায় থাকা মোট ২৩টি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এক চিঠিতে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তার পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা পদগুলোসহ অন্য সব পদ থেকে ইস্তফাপত্র গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর আসন থেকে রাজ্যের বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মমতার চিঠিতে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত দপ্তর/পদগুলো থেকে অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়ার কথা তাকে জানাতে বলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব দপ্তর ও সংস্থার শীর্ষ পদ ছেড়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্প ও বাণিজ্য, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান, তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, অরণ্য, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, আদিবাসী উন্নয়ন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং উদ্বাস্তু পুনর্গঠন দপ্তর। তবে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর পুলিশ দপ্তরটি নিজের হাতেই রেখেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য স্বাস্থ্ মিশনের প্রধান, রাজ্য বন্যপ্রাণী বোর্ড, ইকোট্যুরিজম উপদেষ্টা বোর্ড, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ উর্দু একাডেমির পরিচালনা পর্ষদসহ অন্যান্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

তিনি বাংলা সঙ্গীত মেলার আয়োজক কমিটির প্রধান এবং রাজ্য তফসিলি জাতি ও উপজাতি উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সব দপ্তর ও সংস্থাকে বলা হয়েছে, সমস্ত দপ্তর/পদের ক্ষেত্রে যেন ইস্তফা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বুধবার বিকেল ৪টার মধ্যে ইস্তফাপত্র গ্রহণের বিষয়ে একটি সম্মতি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, দাযত্বি ত্যাগের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক করার জন্য সব বিভাগের অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

কমদামে পাঞ্জাবি বিক্রি করে জীবন রক্ষার্থে দেশ ছাড়লেন ব্যবসায়ী!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সিন্ডিকেটের হুমকি ও চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে গেছেন কম দামে পাঞ্জাবি ও পায়জামা বিক্রি করে আলোচিত নবীন ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাফেজ এনামুল হাসান নবীন। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে বিদেশে পাড়ি জমান তিনি।

হাফেজ এনামুল হাসান নবীন নবীন হাশেমি নামেও পরিচিত। দেশ ছাড়ার বিষয়টি তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিশ্চিত করেন।

বিমানবন্দর থেকে একটি ছবি প্রকাশ করে তিনি লেখেন, 'সিংহের মতো বাঁচতে চাই, কিন্তু সিন্ডিকেটের গুলিতে সন্তানদের এতিম করতে চাই না। তাই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো একদিন ফিরব, ইনশাআল্লাহ।'

এর আগে একই দিন বিকেলে রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দেশ ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। দোকান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

নবীন হাশেমি অভিযোগ করেন, কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন নম্বর থেকে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাকে বলা হয়েছে, তার কাছে থাকা ভিডিও মুছে ফেলতে, অন্যথায় তার সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে একটি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, প্রবাস জীবন শেষে করোনার সময় দেশে ফিরে ব্যবসা শুরু করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল কম দামে ভালো মানের পণ্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের একটি অংশ গরিব ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হতো।

নবীন হাশেমি আরও জানান, তার প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া সম্প্রদায় এবং মাদকাসক্তি থেকে ফিরে আসা মানুষ কাজ করেন। এ কারণে সরবরাহকারীরাও কম দামে পণ্য সরবরাহ করতেন, ফলে তারা প্রায় ৩০০ টাকায় পাঞ্জাবি ও পায়জামা বিক্রি করতে সক্ষম হন।

তার অভিযোগ, পাশের দোকান 'প্রিন্স'-এর মালিক মাইকেলসহ একটি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দোকান বন্ধ করে দেয় এবং ক্রেতাদেরও হয়রানি করে। সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয়ড়এই মার্কেটে ৪ হাজার ৫০০ টাকার কমে পাঞ্জাবি এবং ১ হাজার ৫০০ টাকার কমে পায়জামা বিক্রি করা যাবে না।

সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবীন হাশেমি বলেন, নানা বাধা ও হুমকির মধ্যেও ব্যবসা পরিচালনা করলেও কখনো কোনো সহায়তা পাননি। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে গেলেই ভয়ভীতি ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

কৃষক দল নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ফেসবুকে পোস্ট করা নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আবুল কাশেম নামের এক কৃষক দল নেতা পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার (২৫ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কুল্লাগাছা-ভাতুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম ওই গ্রামের নিহত মৃত আবদুল লতিফের ছেলে। তিনি কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সদ্য সমাপ্ত সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা চলে আসছিল। বুধবার সকালে স্থানীয় জামায়াত নেতা প্রবাসী মোতালেব হোসেনের সন্তান হলে তার ছবি দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেয়। সেখানে যুবদল নেতা সাইদুর রহমান বিটু আলহামদুলিল্লাহ বলে কমেন্টস করে। সেই কমেন্টসে নিহত আবুল কাশেমের ভাতিজা লিমন বাজে মন্তব্য করে রিপ্লাই দেয়।

এ নিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামের একটা চায়ের দোকানে দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এরই একপর্যায়ে আবুল কাশেমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাহ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, নিহতের মরদেহ হাসপাতালের লাশ ঘরে রাখা হয়েছে। ওই এলাকায় পুনরায় সহিংসতা এড়াতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উপজেলা ও পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগের পরিকল্পনা নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের নেই। বুধবার (২৫ মার্চ) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ তদারকি শেষে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত-স্থানীয় সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠানে এডিসি, ইউএনওরা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, আমরা খুব শিগগিরই নির্বাচন দিয়ে দেব। সেই নির্বাচনে জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হবেন তারাই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করবেন।

মীর শাহে আলম বলেন, ৮ কোটি টাকার সড়ক ও ৭ কোটি টাকার ব্রিজের মূল অবকাঠামো নির্মাণ হলেও শুধু সংযোগ সড়ক না থাকায় দীর্ঘদিন ব্রিজটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমাকে পরিদর্শন এবং জনগণের ভোগান্তি দূর করতে ব্রিজটি চলাচলের উপযোগী করার নির্দেশ দিয়েছেন। অ্যাপ্রোচ সড়ক না হওয়া জনগণের টাকায় নির্মিত এ ব্রিজটি কাজে আসছে না। আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে।

বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত টরেন্টো স্টেডিয়াম

পোস্ট ডেস্ক : অস্থায়ী আসন বসানোসহ সব ধরণের সংস্কার কাজ শেষ। ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত টরেন্টো স্টেডিয়াম। ফিফার ধারণক্ষমতার শর্ত পূরণ করেই বসানো হয়েছে অস্থায়ী আসনগুলো।

বিশ্বকাপের জন্য মঙ্গলবার স্টেডিয়ামটি উন্মোচন করা হয়। স্টেডিয়ামের অস্থায়ী আসন নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। তবে ম্যাপল লিফ স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্টের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা নিক ইভস বলেন, 'গ্যালারিগুলো পুরোপুরি নিরাপদ।'

এবারের বিশ্বকাপের ১৬টি ভেন্যুর মধ্যে টরেন্টোর স্টেডিয়ামটিই সবচেয়ে ছোট। এর স্বাভাবিক আসনসংখ্যা প্রায় ২৮,০০০ হলেও বিশ্বকাপ আয়োজনের মান পূরণে প্রায় ১৭,০০০ অতিরিক্ত আসনসহ নানা উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

মাসের শুরুতে অস্থায়ী গ্যালারির নিচের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক। একজন ভক্ত এক্স-এ লিখেছিলেন, "সম্মানের সঙ্গে বলছি, আমাকে টাকা দিলেও আমি ওখানে ওঠা, দাঁড়ানো বা বসব না।"

ইভস জানান, টরেন্টো 'অ্যারেনা গ্রুপ' নামের একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কাজ করেছে এবং অনলাইনে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই।

তিনি আরও বলেন, আগামী ৯ মে লিওনেল মেসির ইন্টারি মায়ামি ও টরেন্টো এফসির মধ্যকার ম্যাচটিতে নতুন অবকাঠামোর পূর্ণ পরীক্ষা করা হবে।

টরেন্টোতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের এক মাস আগে ফিফা ১৩ মে থেকে স্টেডিয়ামের নিয়ন্ত্রণ নেবে।

টরেন্টো সিটির বিশ্বকাপ আয়োজন কমিটির নির্বাহী পরিচালক শ্যারন বোলেনবাখ বলেন, ফিফা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ কঠোরভাবে তদারকি করেছে, 'তারা প্রতিটি আসন গুনে, প্রতিটি আসন পরীক্ষা করে, দৃশ্যমানতা যাচাই করে- আমাদের কাজ অনুমোদনের আগে ফিফা একাধিকবার পরিদর্শন করেছে।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

বাংলাদেশে দারিদ্র্যমোচনে জাকাত হতে পারে প্রধানতম হাতিয়ার

মোঃ আবুবকর সিদ্দীক

মহান আল্লাহ যেভাবে চান পৃথিবীতে সব কিছু সেভাবেই ঘটে। একজন মানবশিশু ছেলে না মেয়ে হবে, সে কেমন পরিবারে জন্ম নেবে, তার দৈহিক গঠন, সৌন্দর্য প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তাই নির্ধারণ করেন। এসব বিষয়ে কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, হাত নেই। মানুষের মেধা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ-সব কিছুই স্রষ্টার দান।

এগুলো মহান আল্লাহ যাকে খুশি তাকে দান করেন, আবার ক্ষণিকের মধ্যে কেড়েও নিতে পারেন। দারিদ্র্য বা প্রাচুর্য, ধনী বা গরিব, সুখ বা দুঃখ এরূপ সকল বৈপরীত্যই মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। প্রাপ্তি বা পূর্ণতায় আল্লাহর শোকর করা এবং অপ্রাপ্তি বা অপূর্ণতায় সহিষ্ণু হওয়ায় মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ যাদেরকে ধনসম্পদ দিয়েছেন তাদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন।

কোরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ ছওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- 'তোমরা সালাত আদায় কর এবং জাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন।

(সূরা বাকারা: ১১০)

কোরআন মজিদে বিভিন্ন আয়াতে জাকাত দেওয়ার নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি জাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। সালাত-জাকাত প্রসঙ্গে কোরআন মজিদে এতো অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, এ দুটি ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায়না। সালাত-জাকাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তার সালাত-জাকাতের বিধান প্রতিপালন ব্যতীত কোনোভাবেই মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন, 'জাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। জাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ জাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই।

জাকাতের আবশ্যক হওয়ার বিধানকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ৩/৩০৯)

জাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করবে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এ বিষয়ে কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-'আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত।

(সূরা আল ইমরান : ১৮০)

মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে মুমিনদেরকে পরীক্ষা নেন। কখনও ধন দিয়ে, আবারও কখনও তা কেড়ে নিয়ে। এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আমাদের চারপাশে এরূপ অসংখ্য নজির রয়েছে। অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। আবার দরিদ্র-সহায় সম্বলহীন মানুষের আল্লাহর অনুগ্রহে ধণী হয়েছে। দু'টি অবস্থাই আল্লাহর বরকতময় সৃষ্টি। সম্ভবত

ইবাদতের দু'টি বিপরীতমুখী ধারা সৃষ্টিই এর মূল রহস্য। একটি সবর অন্যটি শুকর। এ দু'টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উত্তম পন্থা।

দারিদ্র্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টসাধ্য। প্রকৃত মুমিন না হলে এই পরীক্ষায় সফলকাম হওয়া যায় না, বরং চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ বিপদগামী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। দারিদ্রের কারণে অনেকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেক শিশু শিক্ষার আলো পায় না। অনেকে নানারূপ অশোভন কাজ ও অনৈতিক পেশায় জড়াতে বাধ্য হয়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বেড়ে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সর্বোপরি, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হয়। একারণে ইসলামে দরিদ্র, অসহায়, গরিব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি প্রভৃতি মানুষের দিকে সহায়তার হাত সম্প্রসারণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। যাকাতকে ফরজ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ শতাংশ বেশি মুসলমান। এদেশে জাকাত দেওয়ার মতো নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নেহায়েতই কম নয়। জাকাত নিয়ে কাজ করেন এরূপ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট' কর্তৃক ২০২৩ সালে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ বলছে বাংলাদেশে ২০২২ সালে জাকাত সংগ্রহের সম্ভাব্য পরিমাণ হতে পারতো ৮৪ হাজার কোটি টাকা। কোনো কোনো গবেষক এটাকে লক্ষ কোটি টাকা বলেও উল্লেখ করেছেন। জাকাতের এই বিশাল সম্ভাবনাকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিতরণ করা সম্ভব হলো বাংলাদেশ হতে দারিদ্র্যমোচন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সম্প্রতি বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দারিদ্র্যমোচনে জাকাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা ও ধর্মমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। তিনি জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের দেশে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে জাকাত আদায় করলেও সেটা পরিকল্পিত ও শরিয়তসম্মতভাবে আদায় না হওয়ায় সেই জাকাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যমোচনে তেমন কোনো প্রভাবই রাখতে পারে না। অনেকে শাড়ি কিংবা লুঙ্গি বিতরণের মাধ্যমেই জাকাত আদায় করে থাকেন। অনেক ব্যবসায়ী জাকাতের শাড়ি বা লুঙ্গির দোকানও খুলে বসেন। কোনো কোনো সময় এই জাকাতে শাড়ি-কাপড় আনতে গিয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটে থাকে। এভাবে জাকাত আদায় কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটি জাকাত তহবিল রয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, দেশের খ্যাতনামা আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। এই ১৩ সদস্যের পাঁচজন আলেম-ওলামা। ১৯৮২ সালের একটি অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই বোর্ডটি গঠিত হলেও এই বোর্ডের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সমাজের একটি বড়ো অংশ এখনও সম্যক অবহিত নন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এ জাকাত বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাচিবিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে জাকাত তহবিলে জাকাত প্রদানে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা এই তহবিলের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য এই তহবিলের নিজস্ব কোনো জনবল নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ একমাত্র ভরসা। এরূপ বহুবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে দীর্ঘ ৪৩ বছরেও এই তহবিলে যাকাত সংগ্রহের পরিমাণ ১০-১২ কোটি টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। অথচ দেশে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় শতকোটি টাকা জাকাত সংগ্রহ করে থাকে। সরকারি জাকাত তহবিলকে শক্তিশালী করে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত করার পাশাপাশি তহবিলের কার্যক্রম, এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করার মাধ্যমে এ তহবিলে জাকাত সংগ্রহের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। অধিকন্তু, দেশে যেসকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে একটি রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা করা গেলে আগামী ৮-১০ কিংবা সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

জুমার দিনে আগেভাগে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব

শাব্বির আহমদ

এমনিতেই রমজানের শেষ প্রান্তে এসে মুমিনের হৃদয় এক বিশেষ আবেগে ভরে ওঠে। বিদায়ের বেদনা আর ক্ষমা লাভের আকাঙ্ক্ষা একসাথে নাড়া দেয় অন্তরকে। আর এই প্রেক্ষাপটটি যদি ঘটে পবিত্র জুমাতুল বিদা বা রমজানের শেষ জুমুয়া বারে; তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আজ চলতেছি সেই দিন।

যেই দিন রমজানেরও শেষ দিন আবারও পবিত্র জুমাতুল বিদাও আজ। এ দিনটি যেন সারা মাসের ইবাদতের সারাংশকে একত্রে ধারণ করে। তাই মুমিন চেষ্টা করা উচিত এই দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে যেনো অর্থবহ করে তুলতে পারে। বিশেষত জুম্মুয়ার সালাতে আগেভাগে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

এই গুরুত্ব ও ফজিলতকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে নিম্নোক্ত হাদিসটি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ
الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ
فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا
قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ
حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ
الذِّكْرَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসংল (সা.) বলেছেন৷, যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কোরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কোরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কোরবানী করল।

চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কোরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কোরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকাহ যিকির শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। (বুখারি, হাদিস: ৮৮১)

এই হাদিসটি মূলত জুমুয়ার দিনে আগেভাগে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্বকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেছে। এখানে সময়ের স্তরভেদে আগমনের ফজিলতকে কোরবানির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা আরব সমাজে সবচেয়ে মূল্যবান ইবাদতগুলোর একটি ছিল।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যত আগে আসে, তার আমলের মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হন, তখন ফেরেশতারা তাদের নথি বন্ধ করে খুতবা শ্রবণে মনোনিবেশ করেন। এতে বোঝা যায়, খুতবা শুধু আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়; বরং এটি এমন এক ইবাদত, যা মনোযোগ দিয়ে শোনা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি দেরিতে আসে, সে শুধু আগমনের ফজিলত থেকেই বঞ্চিত হয় না; বরং ফেরেশতাদের সেই বিশেষ তালিকায়ও তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয় না।

জুমাতুল বিদার মতো মহিমান্বিত দিনে এই শিক্ষা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইবাদতের মূল্য কেবল তার সম্পাদনে নয়, বরং তার প্রতি আগ্রহ, প্রস্তুতি এবং সময়ানুবর্তিতার মধ্যেও নিহিত। তাই এই দিনটি হওয়া উচিত এমন এক উপলক্ষ, যেখানে আমরা দুনিয়াবি ব্যস্ততাকে পেছনে ফেলে, আগেভাগে মসজিদে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে নিজেদের সর্বোত্তম রূপে পেশ করি।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৭.০৩.২৬ শুক্রবার	4:31	6:45	01:00	4:25	6:35	8:15
২৮.০৩.২৬ শনিবার	4:29	6:42	12:45	4:27	6:37	8:15
২৯.০৩.২৬ রবিবার	5:27	6:40	01:30	5:28	7:39	9:30
৩০.০৩.২৬ সোমবার	5:25	6:38	01:30	5:29	7:41	9:30
৩১.০৩.২৬ মঙ্গলবার	5:23	6:35	01:30	5:30	7:42	9:30
০১.০৪.২৬ বুধবার	5:21	6:33	01:30	5:32	7:44	9:30
০২.০৪.২৬ বৃহস্পতিবার	5:19	6:31	01:30	5:33	7:46	9:30

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ফ্রান্সের কোচ হতে রাজি জিদান

পোস্ট ডেস্ক : ফ্রান্স জাতীয় দলের প্রধান কোচ হতে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন জিনেদিন জিদান। ২০২৬ বিশ্বকাপ শেষে বর্তমান কোচ দিদিয়ের দেশমের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সঙ্গে জিদান সমঝোতায় পৌঁছেছেন বলে সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে ইএসপিএন। ফ্রান্সের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবরেও বলা হয়েছে, দেশমের স্থলাভিষিক্ত হতে মৌখিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন জিদান।

আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপ শেষে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দেশমের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। জিদানের সঙ্গে ফেডারেশনের আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে এবং এখন তার কোচিং স্টাফের গঠন নিয়ে চূড়ান্ত কথাবার্তা চলছে। ১৯৯৮ সালে ঘরের মাঠে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতান জিদান। একদিন যে তিনি দলটির কোচ হবেন, সেই আলোচনা চলছে অনেক আগে থেকে।

বিশেষ করে ২০২১ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে রিয়াল মাদ্রিদ কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পর তার ফ্রান্সের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরো জোরালো হয়। রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর ৫৩ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের কোচ হওয়ার গুঞ্জনও চাউর হয়েছে। এবার বিশ্বকাপেই যুক্তরাষ্ট্র কোচের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন জিদান। কিন্তু সব প্রস্তাবই এড়িয়ে গেছেন তিনি। ফলে কোচিং থেকে জিদানের দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতি এখনো কাটেনি।

ইএসপিএন জানিয়েছে, ফ্রান্স কোচ হিসেবে জিদানের চুক্তিতে সই করার আগে এখন শুধু শেষ মুহূর্তের কিছু খুঁটিনাটি বিষয় মিলিয়ে দেখা বাকি। বিশেষ করে তার কোচিং স্টাফে কতজন সদস্য থাকবেন এবং সেই দলের পরিধি কতটা বড় হবে, এখন মূলত সেটি নিয়েই আলোচনা চলছে।

গত রোববার ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লা ফিগারো'তে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এফএফএফ সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো প্রথমবারের মতো স্বীকার করেন যে, দেশমের উত্তরসূরি কে হতে যাচ্ছেন, তা তিনি জানেন। সরাসরি জিনেদিন জিদানের নাম না নিলেও দিয়ালো বলেন, 'আমি জানি তিনি কে।

' ইএসপিএনকে নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, সেই ব্যক্তি আসলে দেশমেরই '৯৮ বিশ্বকাপ সতীর্থ জিদান। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, জিদানকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দিলে আর্থিকভাবে কতটা লাভবান হওয়া যাবে, তা নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে এফএফএফ।

রিয়ালের সাবেক মিডফিল্ডার জিদান ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে ক্লাবটির কোচের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ ছিলেন ক্লাবটির। রিয়াল কোচ হিসেবে দুবার লা লিগা জয়ের পাশাপাশি টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন জিদান।

জাতীয় দল ফ্রান্সে ১৯৯৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের ভূমিকায় ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন জিদান, করেছেন ৩১ গোল। ১৯৯৮ বিশ্বকাপের পাশাপাশি ২০০০ সালে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছেন তিনি।

আর্সেনালকে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম শিরোপা সিটির

পোস্ট ডেস্ক : কারাবাও কাপের শিরোপা নিয়ে সিটির উদ্যাপনম্যানচেস্টার সিটির এক্স হ্যান্ডল

ম্যানচেস্টার সিটি ২-০ আর্সেনাল

গোলকিপার ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন।

ম্যাচের ৭ মিনিটে গোলকিপার জেমস ট্রাফোর্ডের 'ট্রিপল সেভ'-এ নিশ্চিত গোল হজম থেকে বেঁচে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। ৬০ মিনিটে সিটির অপরপ্রান্তে দেখা গেল উল্টো দৃশ্য। সিটি মিডফিল্ডার রায়ান চেরকি ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে গোলে শট নেন। আর্সেনাল গোলকিপার কেপা আরিজাবালাগার জন্য সেটা হওয়ার কথা ছিল সহজ সেভ। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে বলটা কেপার হাত ফসকে পেছনে চলে যায়। প্রায় ফাঁকা পোস্টে হেডে গোল করে সিটিকে এগিয়ে দেন নিকো ও'রাইলি।

কেপার ওই একটি ভুলে সিটির দ্বিতীয় গোলের দরজাও খুলে যায় চার মিনিট পরই। এবারও সেই ডান প্রান্ত, তবে কেপার মাথার ওপর দিয়ে ক্রস দেন ম্যাথিয়াস নুনেস। কিন্তু গোলদাতা একই; আর্সেনালের ডিফেন্ডারদের মধ্যে বক্সে প্রায় ফাঁকায় দাঁড়ানো নিকো ও'রাইলির হেড জাল খুঁজে নেয়। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রায় ৯০ হাজার দর্শকের সামনে শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয়ে কারাবাও কাপের ফাইনাল জিতেছে সিটি।

জোড়া গোল করেন সিটির নিকো ও'রাইলিরয়টার্স

নিকোর দ্বিতীয় গোলের পর আনন্দে সাইডলাইন দিয়ে অন্তত ২০ গজ দৌড়ান সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা।

২০২১ সালের পর লিগ কাপের (স্পনসরের কারণে অফিশিয়াল নাম কারাবাও কাপ) শিরোপাটা পুনরুদ্ধার হচ্ছে, সম্ভবত তখনই টের পেয়েছিলেন। পাশাপাশি মৌসুমের প্রথম শিরোপা জয়ের শিহরণও একটু অন্যরকম। গার্দিওলা নিজেও পঞ্চমবারের মতো এই টুর্নামেন্ট জেতা প্রথম কোচের রেকর্ড গড়লেন। সব মিলিয়ে এই টুর্নামেন্টে সিটির নবম শিরোপা জয় বেশ সাম্প্রতিক দুঃস্বপ্নকেও পেছনে ফেলল।

রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে। প্রায় দুই বছরের মধ্যে সিটির কেবিনেটে বড় কোনো শিরোপাও ছিল না। নিকোর জোড়া গোলে এই খরা কাটানোর পাশাপাশি আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়েও এগিয়ে গেল সিটি। প্রিমিয়ার লিগে আগামী ১৯ এপ্রিল আর্সেনালের মুখোমুখি হবে তাঁরা। ৯ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে সিটিকে দুইয়ে ঠেলে শীর্ষে আর্সেনাল। সিটির হাতে আছে ৮ ম্যাচ, আর্সেনালের ৭।

আর্সেনাল গোলকিপার কেপার ভুলে প্রথম গোলটি পান নিকো ও'রাইলিলিগ কাপ ওয়েবসাইট

অথচ আর্সেনালই ফাইনালে এগিয়ে যেতে পারত। ৭ মিনিটে কাই হাভার্টজ বক্সে ঢুকে খুব কাছ থেকে ট্রাফোর্ডকে ফাঁকি দিতে পারেননি। ফিরতি বলে বুকায়ো সাকার দুটি শটও রুখে দেন অবিশ্বাস্যভাবে। আর্সেনাল বিরতির পরও গোলের সুযোগ পেয়েছে। ভাগ্য সহায় ছিল না। সেন্টার ব্যাক রিকার্ডো কালাফিওরির ভলি পোস্টে লেগেছে। ক্রসবারে লাগে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের হেড।

বিসিবির ৪ সদস্যের নির্বাচক প্যানেল ঘোষণা

পোস্ট ডেস্ক : সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশারকে প্রধান করে চার সদস্যের নির্বাচক প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। তার সঙ্গে বাকি তিন সদস্য হলেন হাসিবুল হোসেন শান্ত, নাদিফ চৌধুরী ও নাঈম ইসলাম। সোমবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি নির্বাচক প্যানেল গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জানা যায়, নতুন এই নির্বাচক প্যানেলের মেয়াদ থাকবে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজ। আগের নির্বাচক কমিটি তিন সদস্যের হলেও এবার তা বাড়িয়ে চার সদস্যের করা হয়েছে।

নতুন প্যানেলে বাশারের সঙ্গে আছেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত। তিনি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে গাজী আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বাধীন আগের নির্বাচক প্যানেলেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এ ছাড়া প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হচ্ছেন নাঈম ইসলাম ও নাদিফ চৌধুরী। দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে নাঈম ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০ হাজারের বেশি রান করেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৪টি সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডও তার।

অন্যদিকে নাদিফ চৌধুরীও দীর্ঘ সময় ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন।

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। ক্যারিয়ার শেষে বিসিবির বয়সভিত্তিক দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করছিলেন নাদিফ।

এদিকে লিপু দায়িত্ব চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করার পর প্রথমেই বাশারের নাম সামনে আসে। তিনি ২০১৬ সাল থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর আগে নারী দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি পুরুষ দলের নির্বাচক প্যানেল থেকে সরে দাঁড়ান। বর্তমানে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই দায়িত্ব ছেড়ে পুনরায় বিসিবি প্রধানের ভূমিকাতে দেখা যাবে হাবিবুল বাশারকে ।

উল্লেখ্য, এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছিল গতানুগতিক ধারার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। আগে বিসিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি পর্যবেক্ষণে নিয়োগ দেওয়া হলেও এবার আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) নেওয়া হয়েছে। হাবিবুল বাশারকে প্রধান নির্বাচকের পদ পেতে ইন্টারভিউ দিয়েই আসতে হয়েছে।

ইংল্যান্ড দল থেকে ছিটকে গেলেন এজে

পোস্ট ডেস্ক : উরুগুয়ে ও জাপানের বিপক্ষে আসন্ন প্রীতি ম্যাচে কাফ ইনজুরির কারণে ইংল্যান্ড দল থেকে ছিটকে গেছেন আর্সেনাল মিডফিল্ডার এবেরেচি এজে। সপ্তাহের শুরুতে জাতীয় দলের কোচ থমাস টাচেল ৩৫ সদস্যের দলে ২৮ বছর বয়সী এজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু রোববার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লিগ কাপের ফাইনালেও খেলতে পারেননি এজে। স্ট্যান্ড থেকে দর্শকসারিতে বসে তাকে ম্যাচটি উপভোগ করতে হয়েছে।

পরবর্তী সময় ইংল্যান্ড দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে গানার্স বস মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'না, সে দল থেকে ছিটকে গেছে। আগামী ছয় থেকে সাত দিনের মধ্যে তার আরো একটি স্ক্যান করতে হবে। সেই ফলাফলের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।'

একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে এজের পরিবর্তে ইংল্যান্ড দলে হার্ভি বার্নেসকে বিবেচনা করা হতে পারে। কিন্তু ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) এ ব্যাপারে কোনো কিছু নিশ্চিত করে জানায়নি।

ভিয়েতনামে পৌঁছে বাংলাদেশ দলে যোগ দিলেন হামজা চৌধুরী

পোস্ট ডেস্ক : ভিয়েতনামে পৌঁছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্পে যোগ দিলেন হামজা চৌধুরী। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় দেশটির রাজধানী হ্যানয়ে পৌঁছান তারকা এই মিডফিল্ডার। দলের ম্যানেজার আমের খান হামজাকে হ্যানয় বিমানবন্দর থেকে আনতে যান। ইমিগ্রেশন ও বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগে।

হামজার ভিয়েতনাম যাওয়ার কথা ছিল গত রবিবার (২২ মার্চ)। কিন্তু এর আগের রাতে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে তার ক্লাব লেস্টার সিটির খেলা থাকায় যথাসময়ে যেতে পারেননি। গত সোমবার ইংল্যান্ড থেকে টার্কিশ এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজে রওনা হয়ে আজ বিকেলে পৌঁছান তিনি।

হামজা হংকং ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তখন ইংল্যান্ড থেকে সকালে এসে বিকেলে অনুশীলন করেছেন। তবে ভ্রমণক্লান্তি থাকায় আজ তার গা গরম করার সম্ভাবনা কম। তবে তিনি অনুশীলন মাঠে দলের সবার সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গেছে।

২৬ মার্চ স্বাগতিক ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। পরের দিন সিঙ্গাপুরে যাবেন হামজা-জামাল-মোরছালিনরা। ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই ম্যাচ। ম্যাচ দুটি খেলে তপু-রাকিবরা ঢাকায় ফিরবেন, হামজা চলে যাবেন ইংল্যান্ডে।

মধ্যপ্রাচ্যের আগুনে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি

দিলশাদ আহমেদ

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা অবশেষে যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলা উত্তেজনার পর যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ইরানে হামলা চালাল। এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে। এটি দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, পুরো বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং নিরাপত্তাব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো; যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা-এই সংঘাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়বে।

১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিভিন্ন সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে এই উত্তেজনা আরো বাড়তে থাকে। গত এক দশকে এই দ্বন্দ্ব বহুবার সংঘাতের কাছাকাছি পৌঁছেছে, কিন্তু কূটনৈতিক প্রচেষ্টা পরিস্থিতিকে সাময়িক নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা : এই সংঘাতের সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েছে জ্বালানি বাজারে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথগুলোর একটি হলো হরমুজ প্রণালি। যদি সংঘাতের কারণে এই পথ বন্ধ থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ কমে যেতে পারে এবং মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব কেবল জ্বালানি খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

পরিবহন, শিল্প উৎপাদন, কৃষি এবং খাদ্য সরবরাহসহ প্রায় সব খাতেই এর প্রভাব পড়ে। ফলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব : বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন অনেকটাই বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত। দেশের শিল্প উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবহন খাত ব্যাপকভাবে আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়বে এবং এতে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বাড়বে, যা শিল্প ও ব্যাবসায়িক খাতকে প্রভাবিত করবে। দ্বিতীয়ত, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়বে। তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। কারণ জ্বালানি আমদানির জন্য বেশি ডলার ব্যয় করতে হবে। এর ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং মুদ্রার স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

প্রবাস আয়ের অনিশ্চয়তা : বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো প্রবাস আয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করেন। যদি যুদ্ধের কারণে ওই অঞ্চলের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে বা নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হয়, তাহলে কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাস আয় কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চ্যালেঞ্জ : এই সংঘাতের প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। দক্ষিণ এশিয়ার বড় অর্থনীতি ভারতও ব্যাপকভাবে জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তেলের দাম বাড়লে ভারতের শিল্প উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো নতুন অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়তে পারে।

বিশ্ববাণিজ্যে অস্থিরতা তৈরি হলে দক্ষিণ এশিয়ার রপ্তানিনির্ভর শিল্পগুলোর ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। পোশাকশিল্প, প্রযুক্তি খাত এবং অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে আন্তর্জাতিক চাহিদা কমে গেলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিমান চলাচলে প্রভাব : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। সংঘাতের কারণে অনেক দেশ নিরাপত্তাজনিত কারণে আকাশপথ পরিবর্তন বা সাময়িকভাবে ফ্লাইট বাতিল করতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যাহত হবে এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ থেকেও অনেক ফ্লাইট এর মধ্যে বাতিল হয়েছে, আরো বাতিল হতে পারে। আর তা প্রবাসী যাত্রী, ব্যবসা এবং পর্যটনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

সামনে কী হতে পারে : বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পরিস্থিতি কয়েকটি সম্ভাব্য পথে এগোতে পারে। প্রথম সম্ভাবনা হলো, সীমিত সংঘাত, যেখানে কয়েকটি সামরিক ঘটনার পর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপের ফলে দুই পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা কমাতে পারে। দ্বিতীয় আশঙ্কা হলো, আঞ্চলিক যুদ্ধ এবং পুরো অঞ্চল অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। তৃতীয় আশঙ্কা হলো, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট। তেলের সরবরাহ বড়ভাবে ব্যাহত হলে আন্তর্জাতিক বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন মন্দার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে এর প্রভাব শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো, যারা জ্বালানি আমদানি ও প্রবাস আয়ের ওপর নির্ভরশীল, তারা এই সংঘাতের অর্থনৈতিক অভিঘাত সবচেয়ে বেশি অনুভব করতে পারে। এই বাস্তবতায় বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা এবং সংঘাতকে দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়া। কারণ ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, যুদ্ধ কখনোই দীর্ঘ মেয়াদে কোনো দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং এর সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Home Office launches call for evidence on new asylum appeals body

Post Desk: The Home Office has today launched a call for evidence on its plan to create a new independent appeals body staffed by adjudicators as part of its reforms to the asylum system. Submissions are open until 11.59pm on 22 April 2026.

The plan to replace the replace First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) with a new appeals body was first announced last year. Last week, the Lady Chief Justice remarked, however, that the judiciary was still waiting to be told "what the plan is, what the timeline is, and what the proposals are."

Responses to today's call for evidence are invited from individuals and organisations with experience or expertise in the immigration and asylum appeals system, including legal professionals, regulators, charities, public services and researchers. The Government says submissions will be used to shape the detailed design of the new appeals body and its role within the reformed asylum system.

The consultation is structured around seven themes, including access to justice and procedural safeguards, the use of expert evidence, adjudicator recruitment and training, case management, hearing methods and digital processes, compliance and timeframes, and arrangements for accountability and oversight.

Within these areas, the Government is seeking detailed input on how to ensure fair access to legal advice, representation and practical support such as interpreters, and how to accommodate vulnerabilities through procedural adjustments. It also asks how expert evidence, including medical and country information, should be commissioned, quality-assured and used, including whether a shared body of expert material could improve consistency. On resourcing, views are invited on recruitment criteria, safeguards and training for adjudicators drawn from a wider range of professional backgrounds, as well as how they should access legal expertise.

Further questions cover whether different case types require specialist processes or hearing models, and the balance between paper-based, remote and in-person hearings, including the technology and infrastructure needed to support them. The consultation also seeks views on compliance with timeframes, measures to improve engagement and reduce delays, and how cases should be prioritised, including expedited appeals in certain circumstances. Finally, it asks what mechanisms should be put in place to ensure accountability, transparency and effective oversight of the new body, including whether external regulation or an ombudsman model would be appropriate.

Consultation launched on aligning immigration judicial review procedures in Upper Tribunal

The Tribunal Procedure Committee (TPC) last week opened a consultation on three proposed amendments to the Tribunal Procedure (Upper Tribunal) Rules 2008. They were proposed by the President of the Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber and aim to more closely align immigration judicial review procedures in the Upper Tribunal with those of the Administrative Court.

Tribunal logoThe TPC's provisional view is that there is "no good reason" for divergence between the two jurisdictions in these specific areas, citing efficiency and clarity as primary drivers for the changes.

Firstly, the TPC proposes introducing an express provision into the Rules allowing an applicant to file a reply to an acknowledgement of service. This would mirror rule 54.8A of the Civil Procedure Rules, providing that a reply must be filed within 7 days of service of the acknowledgement and served on the respondent and any other relevant parties within the same period. The proposal is intended to address current uncertainty as to whether replies are permitted and, if so, the applicable time and length limits.

Secondly, the TPC proposes amending the Rules to remove the requirement that a decision which disposes of immigration judicial review proceedings must be given at a hearing. This would allow such decisions to be handed down in writing (including remotely), aligning current Upper Tribunal practice with that of the Administrative Court. The proposal also includes consequential amendments, including provision for written applications for permission to appeal where a decision is not given at a hearing.

Finally, the TPC proposes amending rule 28A to require that applicants serve a sealed copy of the judicial review application on respondents and any interested parties. The amendment would also link the time limit for service to the date on which the sealed application is provided to the applicant by the Upper Tribunal. This is intended to remove ambiguity in the current rules and ensure that only properly lodged applications are served.

The consultation document and a questionnaire to complete are available from here on GOV.UK. Responses must be sent before the consultation closure deadline of 11:59pm on 12 June 2026.

Labour could be locked out of Welsh government

Post Desk. A devastating new poll has suggested that Labour could be squeezed out of government in Wales for the first time since devolution began in 1999 in a major blow to Sir Keir Starmer.

The MRP poll for YouGov has suggested that the Welsh nationalist party Plaid Cymru is set to become the biggest with 43 seats, followed by Nigel Farage's Reform UK in second place on 30.With the crucial election taking place on 7 May, Labour are set to see their vote collapse by 23 per cent to just 13 per cent, according to the poll, leaving them with a projected 12 seats.With the crucial election taking place on 7 May, Labour are set to see their vote collapse by 23 per cent to just 13 per cent, according to the poll, leaving them with a projected 12 seats. Among the casualties in a damaging result for Labour would be the party's current first minister of Wales, Eluned Morgan.The projected result in a survey commissioned by ITV reflects the Senedd by-election for Caerphilly in October last year where Labour collapsed to third place with votes transferring to Plaid to stop Reform from winning the seat.

In Gorton and Denton last month, the Greens were the beneficiaries of tactical voting on the left, pushing Labour into third place with Reform again in second.

Meanwhile, Zack Polanski's Greens are expected to make a breakthrough and win 10 seats having never won a place in the Welsh Senedd before.

It means that Plaid would have a choice of left-wing partners in the principalities and could form a progressive Welsh government with the Greens instead of Labour.Both the Greens and Reform will be boosted by a new

electoral system in Wales with regions decided by proportional representation with an end to constituencies.

Mr Polanski has told The Independent previously that his aim is to replace Labour as the main party of the left in England and Wales. And he has left the door open for a deal with Plaid Cymru. Mr Polanski said: "Right now we're just focused on winning as many votes as possible so that Reform is kept out. We are in a position to act on our plans for Wales – to tackle the cost of living, fix the housing crisis and improve NHS care. We want Greens to have the strongest possible voice for Wales."

Independence Day, Eid Reunion and Dol Purnima Celebrated at UK Parliament

By Ansar Ahmed Ullah : A special event marking Bangladesh's Independence Day alongside an Eid reunion and Dol Purnima was held at the UK Parliament, organised by Conservative Friends of Bangladesh.

The event took place on Monday, 23 March, in the Jubilee Room at the House of Commons. It brought together senior members of the Conservative Party, including MPs, Shadow Ministers, and British-Bangladeshi activists and volunteers.

The programme was conducted by Co-Chair Mehfuz Ahmed, while Chair Anjenarra Rahman-Huque delivered the welcome address. The keynote speech was given by Kevin Hollinrake, Chairman of the Conservative Party, who highlighted Bangladesh's Independence Day and the significance of the festivals. He praised the contributions of the British-Bangladeshi community to UK society.

Eid greetings were extended to Muslim members of the party, with additional speeches from Wendy Morton, David Simmonds, Harriett Baldwin, Jack Rankin, and Bob Blackman, who hosted the event.

Speakers emphasised the longstanding historical relationship between Bangladesh and the United Kingdom, expressing support for a stable and prosperous Bangladesh. They also highlighted the significant achievements of British Bangladeshis across various sectors in the UK.

The Conservative Party reaffirmed its commitment to maintaining strong ties with Bangladesh and supporting its continued development. In his remarks, Kevin Hollinrake encouraged greater participation of British Bangladeshis in the party.

The event was attended by community leaders and party members, including Bajloor Rashid MBE, Cllr Salim Choudhury, Abdus Samad, Sujit Sen, Abdus Hamid, Shamsul Islam Shelim, Suhana Ahmed, Hussain Rahim, Sabikun Nahar, Cllr Naz Islam, Cllr Abdul Mubin, Dr Josh Ahmed, Rab Hashem, Jom Jom Rashid, Islam Uddin, Adam Gheasuddin and others.

Iranians mark their New Year with anger, fear, and defiance

Post Desk: Zahra is cleaning the windows of her flat for Nowruz, the 3,000-year-old festival marking the arrival of spring and with it the start of the Iranian New Year.

A grandmother living in a Tehran suburb, Zahra would normally be looking forward to a Nowruz family reunion. But not in this time of war. With the internet blocked by the regime she struggles to maintain contact.

"My children are restless. Not being able to hear their voices is driving me insane. This is truly the height of cruelty and oppression for a mother."

Zahra is an Iranian voice whose name we have changed to protect her from official retaliation. One of those Individuals who would face persecution if their identities became known to their own government.

They want to speak to the world but can only do so if we disguise who they are and their exact whereabouts.

Those secretly sending material to the foreign media know how risky it can be.

Quoting the words of Iran's ministry of intelligence, the US-based Human Rights Activists News Agency said 10 people were recently arrested for "co-operating with foreign media" and two others for "creating psychological insecurity in society through cyberspace".

This is the reality of life in Iran at war - nearly four weeks since the country was attacked by the US and Israel.

But using trusted sources on the ground, the BBC has been able to obtain testimony from a range of Iranians in different parts of the country.

What emerges is a picture of anger, grief, and growing fear as the number of reported deaths climbs towards 3,000 - more than half of those civilians.

Outside Zahra's home, the residue of "black rain" left after US and Israeli strikes on oil depots covers the ground.

"Everything in the courtyard had been blackened by oil. We no longer have visits or gatherings, but symbolically, we must prepare ourselves, clean our homes, and welcome Nowruz. Perhaps this dark night will finally give way to dawn."

When asked if she wants a ceasefire, Zahra is scornful.

"This regime has inflicted so much pain on us over the past 47 years leaving countless mothers without their children, more than even the war itself did. So, I prefer that there be no ceasefire until this entire regime is gone."

New measures to protect candidates ahead of local elections

Post Desk: Police will be better equipped to protect candidates from abuse, intimidation, and violence under new measures announced ahead of the May local and devolved elections.

A new national police unit will be established this month to target offenders who threaten and harass election candidates ahead of the May elections. It will bring together specialist officers and intelligence experts to monitor reports of abuse from across the country — identifying repeat offenders and helping police forces build stronger cases against them. The unit builds on a system already in place to protect MPs, expanding protection to people standing for elected office.

It forms part of a raft of new measures to crackdown on the abuse of elected officials, set out by the Security Minister in Parliament today.

Candidates standing for election to the Welsh Senedd and Scottish Parliament will now receive the same dedicated police support as those contesting other elections, as Operation Ford is widened. A network of dedicated police officers remains in place in all forces across the country ready to support the local elections and provide security briefings for candidates.

New and strengthened guidance will also be issued to frontline officers, with greater clarity on how to respond to incidents involving politicians. To reinforce this, the Security Minister has written to the chair of the National Police Chief's Council to remind chief constables of the wide range of powers available and urged them not to hesitate to use them to protect candidates.

Security Minister Dan Jarvis said:

Harassment, intimidation, abuse, and violence are not acceptable political expression. We will never tolerate it, nor allow it to become the new normal.

This is a year-round task, but we're ramping up action ahead of local elections by putting in place protections and support for those campaigning, and ensuring any offenders face tough consequences.

To the public and those who serve them, protecting our democracy is a shared responsibility. We all must call out this abuse whenever and wherever we see it.

Assistant Chief Constable Mark Williams, Head of the National Police Coordination Centre (NPoCC) said:

We will not tolerate the intimidation and harassment of candidates or their supporters, whether in person or online. Police forces up and down the country will be working hard to detect and prevent crime, ensuring the democratic process is free from interference of any kind.

A network of trained officers has been established to offer bespoke support and guidance to candidates. This will help minimise risk while campaigning and provide guidance on any online and social media concerns. A national operation has also been stood up to ensure forces are aligned and able to share the most up to date intelligence.

It is vital our elections are not undermined by criminality, and we will work with our partners to make sure we can respond to any incidents robustly and effectively.

Olivia Field, Chief Executive, The Jo Cox Foundation, said:

Elections are vital to the health of our democracy and must be conducted with respect. Abuse and intimidation towards candidates have serious consequences — discouraging strong candidates from standing and preventing others from participating fully because of safety concerns. We welcome measures to strengthen protections for election candidates.

Through our Jo Cox Civility Commission, we are calling on all political parties to enforce their codes of conduct and for candidates to model respectful behaviour. Everyone in public life has a responsibility to ensure that no one, whatever their beliefs, faces abuse or intimidation.

To crackdown on the unacceptable abuse that many have suffered online, government is engaging directly with social media platforms to strengthen online protections for candidates and elected representatives, ensuring unlawful abuse is passed to the police. Under the Online Safety Act, technology companies now have clear legal duties to identify, remove and prevent illegal content including threats.

The minister also urged elected representatives across national, local, and devolved levels to "stand together" against this growing threat and urged them to report it whenever it takes place. Doing so helps the police build a clearer picture of the perpetrators and their behaviour, and enables the police to intervene before anyone is harmed.

There has been a concerning rise in harassment of those in public office, with the Electoral Commission reporting that 55% of the candidates who stood in the last general election experienced some form of abuse or intimidation. A separate survey led by the Local Government Association in 2025, found that 7 in 10 councillors reported experiencing abuse or intimidation in the last year.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1080 ◆ Friday 27March - Thursday 02 April 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

শাহজালালে এক মাসে ৭৭৫ ফ্লাইট বাতিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রভাবে টানা প্রায় এক মাসে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থেকে ৭৭৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান আকাশসীমা বন্ধ রাখায় এই বিপর্যয় তৈরি হয়।

ফ্লাইট ব্যবস্থাপনা সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বাতিল হয় ২ মার্চ (৪৬টি), ১ মার্চ (৪০টি) এবং ৩ মার্চ (৩৯টি)।এরপর ধীরে ধীরে কিছুটা কমলেও প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ৩০টি ফ্লাইট বাতিলের ধারা অব্যাহত থাকে।

২৬ মার্চেও কুয়েত এয়ারওয়েজ, এয়ার অ্যারাবিয়া, গালফ এয়ার, কাতার এয়ারওয়েজ, এমিরেটস ও জাজিরা এয়ারওয়েজসহ বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মোট ২২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এতে করে মোট বাতিল ফ্লাইটের সংখ্যা

দাঁড়িয়েছে ৭৭৫টি। তবে ফ্লাইট বাতিলের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যগামী কিছু রুটে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট পরিচালনাও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বিশেষ করে ওমানের মাস্কাট (এমসিটি), সৌদি আরব (কেএসএ) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইটগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। ফ্লাইট ব্যবস্থাপনা তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি যেখানে মাত্র ৬টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছিল, সেখানে মার্চের মাঝামাঝি থেকে দৈনিক ফ্লাইট সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ১৫ মার্চ সর্বোচ্চ ৪৯টি এবং ২৪ মার্চ ৫০টি ফ্লাইট পরিচালিত হয়। একইভাবে ২৬ মার্চের জন্য ৫০টি ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর মধ্যে মাস্কাটগামী ৮টি, সৌদি আরবগামী ২২টি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ২০টি ফ্লাইট রয়েছে। দুবাই, আবুধাবি ও শারজাহ-এই তিন গন্তব্যে সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আকাশসীমা সংকটের মধ্যেও শ্রমবাজার ও প্রবাসী যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনায় বিকল্প রুট ও সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালু রাখা হয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও ওমান রুটে কর্মী পরিবহন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত রুটে যাত্রীচাহিদা থাকায় এসব রুটে ধাপে ধাপে ফ্লাইট বাড়ানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত মোট পরিচালিত ও পরিকল্পিত ফ্লাইটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৫টি।

যদিও একই সময়ে বিপুলসংখ্যক ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় --১৬ পৃষ্ঠায়

পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসব-আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে গত শুক্র ও শনিবার উদযাপিত হয়েছে মুসলিমদের অন্যতম প্রধান উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। পবিত্র রমজানের এক মাসের সিয়াম সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগির পর শুক্র ও শনিবার সকালে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ আদায় করেন ঈদের জামাত।

প্রতিবারের মতো এবারও যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত মুসলমানগণ পালন করেন পবিত্র ঈদুল ফেতর। বাঙালী অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন পার্কে ঈদের জামায়াত আদায়ের পাশাপাশি মসজিদগুলোতে মুসল্লিরা আদায় করেন পবিত্র ঈদের জামাত। এদিকে দেশের ঈদগাহ ও মসজিদগুলোতে ঈদের নামাজ --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের বাজারে ফিরছে শেখ মুজিবের ছবিযুক্ত নোট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সদ্যবিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত বদলে আবারও বাজারে ছাড়া হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত ব্যাংক নোট। বাংলাদেশ ব্যাংকে সিলগালা অবস্থায় থাকা এই নোটগুলো পুনরায় চালুর মাধ্যমে বাজারে মুদ্রার ঘাটতি মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান নির্বাচিত সরকার।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার শেখ মুজিবের --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশের ১৫ শতাংশ সাংবাদিক কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের ১৫ শতাংশ সাংবাদিক কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। পুরুষদের তুলনায় নারী সাংবাদিকেরা অনেক বেশি মৌখিক, অনলাইন ও শারীরিক হয়রানির শিকার হয়েছেন। জরিপে অংশ নেয়াদের মধ্যে সাতজন নারী এবং দুজন পুরুষ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মরত ৩৩৯ জন সাংবাদিকের ওপর চালানো এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর একটি হোটেলে 'গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য যৌন হয়রানি প্রতিরোধ প্রটোকল' প্রকাশ অনুষ্ঠানে জরিপের এই ফলাফল তুলে ধরা হয়। ফলাফল তুলে ধরেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আরাফাত সিদ্দিকী।

২০২৫ সালে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সহযোগিতায় 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজ পাবলিশার্স' এই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে অংশ নেয়া ৩৩৯ জনের মধ্যে ১০০ জন নারী ও ১৯০ জন পুরুষ সাংবাদিক ছিলেন।

জরিপ বলছে, হয়রানির শিকার হওয়া নারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই মৌখিক হয়রানির অভিযোগ --১৬ পৃষ্ঠায়

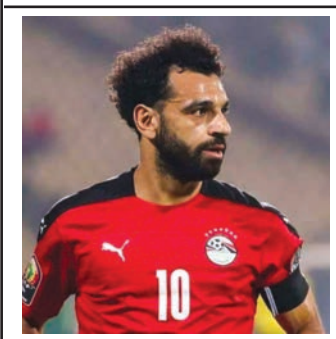

লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দিলেন মোহামেদ সালাহ

পোস্ট ডেস্ক : সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রিয় অ্যানফিল্ডকে বিদায় বলার কঠিন সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিলেন মোহামেদ সালাহ। লিভারপুলের জার্সিতে অসংখ্য রেকর্ড আর ট্রফি জয়ের --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে গোল ফাউন্ডেশনের সাংবাদিক সম্মেলন

লন্ডন, বুধবার: কমিউনিটি উন্নয়ন, খেলাধুলা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে যুক্তরাজ্যে সক্রিয় সংগঠন গোল ফাউন্ডেশন বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। লন্ডনের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং শুভানুধ্যায়ীরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে গোল ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা জানান, শিশু, তরুণ-তরুণী, নারী এবং --১৬ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk